Devir Kalo Din Sada Din

□ a Novel by Sukhendra Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ৫৬

গ্রন্থস্বত্ব ঃ মিতা ভট্টাচার্য

প্রকাশক ঃ সবিতা ঘোষ
রৈবতক
মিলন পল্লী, প্লট-৪৩
সূর্যসেন পার্ক
সোনারপুর, ২৪ পরগণা (দঃ)

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা—১২

মুদ্রক ঃ অরুণ কুমার রায়
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৪/১ বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ ঃ অতীশ ঘোষ

ISBN 81-86388-44-8

দাম ঃ কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রিয় পাঠকদের

এক ॥ নিরাপদে বেঁচে থাকাটা আরও বেশি মূল্যবান

সাতটা বেজে গেছে। রাত ঘন হয়। দেবী তখনো ফেরেনি। টিউশনি থেকে। বিশ্বকে নিয়ে মানিক এসেছে ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। ঘরে লীলা ছিল, চন্দ্রা ছিল। মানিক ওদের সাথে বিশ্বের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমার অফিসের বন্ধু। আমার চেয়ে ওপরে কাজ করে। ও ক্লার্ক আমি পিওন। বিশ্ব পি. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করে ঢুকেছে। চন্দ্রা ও লীলা পি. এস. সির গুরুত্ব বোঝে না। বিশ্ব নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে বন্ধুর মতো মেশে। মানিক আরও বলে, আমি প্রথম প্রথম মিশতে পারতাম না। আপনি আপনি বলতাম। বিশ্বই আমাকে কাছে টানে। বলে, বয়সের দূরত্ব আমাদের বেশি নয়। সমবয়সই আমাদের বন্ধুভাব গড়ে তোলে। সামাজিক ব্যবস্থার দোষে আমরা শিক্ষিত তোমরা অশিক্ষিত আমরা ক্লার্ক হয়ে যাই তোমরা পিওন হয়ে যাও।

চন্দ্রা মানিকের সব কথা শোনে না। সে শুধু বিশ্বকে এই প্রথম দেখছে। জিনসের প্যাণ্টের উপর ঢোলা খাদি সিল্কের পাঞ্জাবি। চোখে ফলস্ চশমা। মাথায় একরাশ কালো চুল। চন্দ্রা সিনেমা পাগল মেয়ে। বিশ্বকে দেখে ওর মনে হয়েছে অনিল কাপুরের মতো দেখতে! সে বোকার মতো প্রশ্ন করে—বিশ্বদা আপনি হিন্দি সিনেমা দেখেন? বিশ্ব উত্তরে বলেছে, খুব কম। একেবারে দেখিনা বল্লে মিথ্যে বলা হবে। চন্দ্রা বোকার মতো বা ষোল বছরের চপলতা নিয়ে বলে—আপনাকে ঠিক অনিল কাপুরের মত লাগে। ঐ কথা শুনে বিশ্ব হাসে।

এমন সময় দেবী ঢোকে। মানিক দেবীকে দেখিয়ে বলে, এই দেবী যার কথা আমি তোমাকে প্রায়ই বলি। বিশ্ব দেবীর দিকে তাকায়। দেবী অপূর্ব সুন্দর। চোখ কান নাক কাটা কাটা। নিখুঁত খোদাই করা কাজ। ফরসা গায়ের রঙ। একটু বেটে। মাথায় প্রচুর চুল। টানটান চুল নয়, মাঝে মাঝে কোকড়ানো। সাজানো দাঁতের জন্য হাসিটি স্নিগ্ধ বেলফুলের মতো। মানিক ঠিকই বলেছে দেবী সম্পর্কে। দেবীর ঐ রূপ দেখে বিশ্বের সন্দেহ হয়, দেবী মানিকের মতো ছেলেকে সত্যি ভালবাসে কিনা। অথচ চন্দ্রা, লীলা অপর দু বোন দেখতে সুন্দর নয়।

দেবী ঢুকেই বলে লীলাকে—মা ফেরে নি? লীলা চৌকির এক কোনে পা গুটিয়ে

শুয়ে আছে। উত্তর দেয়, না। মানিক বিশ্বের সাথে দেবীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, তোমাকে বিশ্বের কথা বলেছিলাম। এই সেই বিশ্ব। তোমার সাথে আলাপ করার জন্য পাগল। আজ নিয়ে এলাম। ও খুব ভাল নাটক করে। ওদের একটা গ্রুপ আছে।

দেবীদের নোনাধরা ছোট্ট ঘরে একটা ভাঙা চেয়ার দেয়ালের সাথে লেগে আছে। সেখানে দেবী বসে চন্দ্রাকে বলে—ওদের চা করে দিয়েছিস ? চন্দ্রা না বলে। দেবী বুঝতে পারে 'না' করার অর্থ। রুমাল থেকে দুটাকার নোট বের করে বলে—যা, গুড়ো দুধ, চিনি আর চা নিয়ে আয়।

চন্দ্রা টাকা নিয়ে দরজার কাছে যায়। বিশ্ব চন্দ্রাকে ডাকে। চন্দ্রা বিশ্বের কাছে আসে। বিশ্ব ও মানিক চৌকির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল। বিশ্ব হিপ থেকে মানিব্যাগ বের করে চন্দ্রার হাতে পাঁচটাকা দিয়ে বলে—মুড়ি আর গরম গরম তেলেভাজা নিয়ে এসো।

চন্দ্রা টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। চন্দ্রা মনে মনে হিসেব করে দেখে দিদির দুটাকাটা বাঁচানো যায় কিনা।

বিশ্ব দেবীকে বলে—আপনি খুব জীবনের সাথে লড়াই করেন। তাই না ?

দেবী হাসে। উত্তর দেয়—লড়াইতো করতেই হবে। মা তো সামান্য আয়ার কাজ করে। ওতে চলে ? ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের এই অবস্থা। মানিকদার মা-ই আয়ার কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে। কোনরকমে বেঁচে আছি। আমাদের নিয়ে একটা নাটক লিখুন। দেখবেন চলবে।

বিশ্ব দেবীর কথায় মন দেয় না। দেবীর শরীরের দিকে নজর দেয়। ওর চাপা হলুদ শরীরটা বিশ্বের মনকে আগোছালো করে দেয়। আগোছালো মনকে বুঝতে দেয় না বিশ্ব। বলে, আমি নাটক লিখি না। নাটক করি। শুভেন্দুদা আমাদের পরিচালক। উনি নাটক লেখেন। আপনি নাটক দেখেন ? নাটক ভালবাসেন ?

দেবী উত্তর দেয়, না। সংসারের কাজ করে, টিউশনি করে নাটক কেন সিনেমা দেখার সুযোগ হয় না। ওসব থেকে অনেক দূরে আছি। একবার মানিকদা স্টার-এ একটা নাটক দেখিয়েছিলো পুজোর সময়।

মানিক বলে—নবমীর দিন। আমি তুমি চন্দ্রা। লীলার তখন হাঁপানির টান চলছে। চন্দ্রা এসে যায়। খবরের কাগজের উপর তেল দিয়ে মুড়ি মাখা হয়। পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা কুচানো হয়। এসব লীলা উঠে এসে করে, তারপর সবাই চৌকিতে বসে খায়। দেবী শুধুমাত্র সাবধানে চেয়ারটা টেনে চৌকির সামনে বসে। বিশ্ব ঘড়ি

দেখে। রাত আটটা বাজে।

বিশ্ব হঠাৎ চৌকি থেকে নেমে বলে—ওরে বাবা আটটা বেজে গেছে। মানিক চলো আমাকে স্টেশনে এগিয়ে দেবে। আরেক দিন আসবো। আপনার মার সাথে আলাপ করে যাব। আজ চলি।

দেবী উত্তর দেয় না। চন্দ্রা উত্তর দেয়, আবার আসবেন।

দেবীর মায়ের নাম সত্যবতী হালদার। সত্যবতীর তিন মেয়ে—দেবী, চন্দ্রা ও লীলা। সাধারণত সত্যবতী রাত নটার মধ্যে ডিউটি সেরে ঘরে ফেরে। কিন্তু আজ রাত নটা বেজে গেছে। এখন সাড়ে নটা বাজে। সত্যবতী ফিরছে না।

রাত নটা পর্যন্ত সবাই ছিল, সত্যবতীর টালির ছাদের দশ বাই আট ঘরে। নির্মলা বৌদিও ছিল। মানিকের অফিসের বন্ধু বিশ্ব চলে যাবার পর নির্মলা বৌদি এসেছিল। এখন সবাই চলে গেছে। একমাত্র তিন বোন মা'র কথা ভাবছে। বিশ্বকে ট্রেনে তুলে দিয়ে মানিক ফের ফিরে এসেছে তিন বোনের কাছে। দেখে, ওরা চুপচাপ। এখন চৌকির ওপর মুড়ি-তেলেভাজা-বাদাম খাওয়ার পত্রিকাটি পাতা আছে। খুদে খুদে কিছু অবহেলিত মুড়ি তখনও পড়ে আছে কাগজে। ফাটা তিনটি খালি কাপ এখনও চৌকির ওপর। চন্দ্রা পুরনো সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। চন্দ্রার ফ্রকটা আটোসাটো হওয়াতে পিছনের বোতাম খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। লীলা বাথরুমে গেছে, টিনঘেরা চটঘেরা বাথরুমে। আর দেবী স্যাতসেতে চুনবালি খসে যাওয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ মায়ের কথা ভাবছে।

সাড়ে নয় বেজে যায় মা ফেরে না। তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে চন্দ্রার হাত থেকে সিনেমাপত্রিকা একটানে তুলে নিয়ে বলে, 'তুলতে পারিস না কাগজটা। উড়ছে। মুড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। তখন থেকে কাপগুলো পড়ে আছে।' কাগজ ভাজ করতে করতে মুড়িগুলি ঝাড় দিতে দিতে, কাপগুলো তুলতে তুলতে চন্দ্রা বলে, 'বাব্বাঃ দেমাক কতো? মাধ্যমিক পাশ বলে, টিউশনি করে বলে—।' রাত বাড়ছে। 'মানিকদা কয়টা বাজে?' বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকেই লীলা প্রশ্ন করে। মানিক তখন পালক ঢুকিয়ে কানে সুড়সুড়ি খাচ্ছিল। পালক বের না করেই উত্তর দেয় মানিক, নটা পঁয়ত্রিশ। শুনে দেবী মুখফুটে বলতে পারছে না, মানিকদা এবার যান, রাত অনেক হয়েছে। মানিকদার দশটাকা দেবী এখনও শোধ করতে পারে নি। আজও যদি মা ডিউটি না পায়, তাহলে কাল সকালেই হয়তো আরও দশটাকা মানিকদার কাছে ধার চাইতে হবে। আর কিছু না হোক, রেশন থেকে গমটাতো তুলতেই হবে। দেবী ভাবছিলো

কি করলে মানিকদাকে না চটিয়ে ঘর থেকে সরানো যায়। মানিকদাকে ওরা বিশ্বাস করে কিন্তু পাঁচজনে তো নাও করতে পারে। হয়তো এ বাড়ির আরও তিনটে ভাড়াটের ঘরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দেখ হে দেখ, তিনজন সোমত্ত মেয়ের ঘরে সম্রাটের মতো বসে আছে মানিকচন্দ্র।

অবশেষে দেবীর মাথায় বুদ্ধি এলো। সে 'মানিকদা, পালকটা দিনতো' বলেই মানিকদার হাত থেকে পালকটা নিমেষে তুলে নিয়ে বলে, চলুন, রাস্তায় একটু এগিয়ে যাই। দেখি মা আসছে কিনা। মা তো সাধারণত নটার মধ্যেই এসে যায়। মানিকদাকে হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলে কোনো দিনতো এতো রাত করে না। মানিক দেবীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বলে, তাই চলো। চন্দ্রা ম্যাগাজিনটা দাও। চন্দ্রা হেসে উত্তর দেয়, থাক না মানিকদা। কাল নেবেন। মানিক এটাই চেয়েছিল। আবার সে আসতে পারবে, আবার সে দেবীর সাথে গল্প করতে পারবে। মানিক দেবীর সাথে গল্প করে। রাত যায় দিন যায় গল্প করে আনন্দ পায়, দুঃখ ভুলে যায়।

মানিক এবং দেবী ঘর থেকে বের হয়ে অন্ধকার উঠোনে, উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার মাঠে। অন্ধকার মাঠকে তিনদিক থেকে ঘিরে থাকা বাড়িগুলোর জানলা থেকে বিদ্যুতের আলো চৌকো হয়ে মাঠের ধারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই নির্জন মাঠ পেরিয়ে চলে এলো স্টেশন যাবার রাস্তায়। ওরা দুজনে চুপচাপ হাঁটছে আলোর পথ ধরে। মানিকের মনে অনেক কথা। বলতে পারে না। দেবীর মনে অনেক স্বপ্ন। স্বপ্নের কথা মানিককে বলতে পারে না। কারণ বুঝতে পারে মানিক কি ভালবাসার গোলাপ হাতে ওদের পরিবারে এসেছে দারিদ্রতার সুযোগ নিতে? দেবীর ভাবনা হয় চন্দ্রার জন্য। চন্দ্রা চঞ্চল। চন্দ্রার লোভ বেশি। সামান্য নেলপালিশ বা লিপস্টিকের জন্যে সে মানিককে নিয়ে যা খুশি করে ফেলতে পারে। একটা থামস আপে বা সিনেমার বিনিময়ে যা চাইবে, চন্দ্রা তাই দিয়ে দিতে পারে। চন্দ্রা ছিল বাবার আদুরে মেয়ে। মা ওকে বাবার মতোই আদরে রাখতে চায়। দেবী বুঝতে পারে, মানিকদা দেবীর প্রতি নিরাশ হয়ে চন্দ্রার দিকে কাগুজে প্রেমের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। লীলাকে নিয়ে দেবীর ভাবনা নেই। লীলার হাঁপানি আছে। লীলার শরীর নেই, সুশ্রী মুখ নেই। লীলার বুকে স্তন নেই। লীলাকে নিয়ে কোন যুবক ভাবে না। লীলার লোভ নেই, লীলার চঞ্চলতা নেই, লীলার স্বপ্ন নেই এসব কারণে দেবী মানিককে ওর স্বপ্নের কথা বলতে পারে না। তাছাড়া দেবী মানিককে স্বপ্ন-বলার মতো যুবক ভাবতে পারে না। মানিক সরকারি অফিসের সামান্য পিওন। তবু ওরা পাশাপাশি হাঁটে। নিয়নের আলো মাড়িয়ে ওরা বেলুড় স্টেশনের দিকে এগোয়।

কথা বলে না, অথচ মনের মধ্যে দুজনে কথা বলে যাচ্ছে।

মানিক ভাবছে, দেবী আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি একমাত্র তোমার জন্যে তোমার বাড়িতে যাই। চন্দ্রার জন্যে যাই না। অথচ তুমি সন্দেহ কর। তোমার অভাব আমাকে কষ্ট দেয়। হাতে সেলাই-করা তোমার গায়ে ছেঁড়া ব্লাউজ আমাকে কষ্ট দেয়। আমার কিনে দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করলেও ইচ্ছাপূরণ করতে পারি না। কারণ তোমার প্রত্যাখান আরও বেশি বেদনাদায়ক দেবী। দেবী ভাবছে, মানিক, তুমি যদি গ্রাজুয়েট হতে, তুমি যদি কেরাণীও হতে তাহলে তোমার ঐ কালো বিশ্রী চেহারাটা মানিয়ে নিতে পারতাম সারাজীবন। আমি যে মানিক ভালবাসার চেয়ে মর্যাদার সাথে নিরাপদে বেঁচে থাকাটা আরও বেশি বড় এবং মূল্যবান মনে করি। দুবেলা পেট ভরে খাওয়া মানিক আমার কাছে ভালবাসার চেয়ে সেরা সম্পদ। দুবেলা পেট ভরে খাওয়া কাকে বলে আমি জানি না ছোটবেলা থেকেই, মা বিধবা হওয়ার পর থেকে। বরং মানিক তুমি চন্দ্রাকে বিয়ে করে নাও। ও বড়ই চঞ্চল। হায়! ওরা এসব কথা, মনের কথা, কেউ কাকেও বলতে পারছে না।

মানিক মনের কথা মনে রেখে কাজের কথা বলে, 'আমার মনে হয় দেবী', দেবী উচ্চারণ যেন মানিকের মনের চারপাশে গোলাপের গন্ধ নিয়ে আসে, 'সাড়ে ন'টার ট্রেনেই এসে যাবে।' দেবী উত্তর দেয়, 'মাতো আটটা চল্লিশের ট্রেনে ফেরে। বোধ হয় ডিউটি পেয়েছে।' যাক্ একমাস বাদে মাছ খাওয়া যাবে। ওরা স্টেশনের কাছাকাছি এসে যায়। দু একটা কথা ছাড়া চুপচাপ হেটে আসছে মানিক দেবীর পাশে। এবার সে মনের একটা ইচ্ছার কথা বলেই ফেললো, 'দেবী কাল সিনেমায় যাবে? দুপুরের শো'তে।

দেবী উত্তর দেয়, 'খেতে পাই না, সিনেমা? ঐ পয়সায় বরং মাংস কিনে আনুন, বাড়িতে বসে রান্না করে খাওয়া যাবে। অনেকদিন মাংসের স্বাদ ভুলে গেছি মানিকদা।'

মানিকচন্দ্র ভাবিল সে সুযোগ পাইল। সে মাংসও খাওয়াইবে, সিনেমাও দেখাইবে। দেবীর দাবি প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না। মানিকচন্দ্র মনে মনে কহিল, দেবী আমি ভালবাসি, দেবীকে আমি ভালবাসিব। দেবী আমাকে আমল না দিলেও, দেবী আমার ভালবাসার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেও আমি দেবীকে ভালবাসিব। শোন হে মন, চিরকাল ভালবাসিব।

এবার মানিক চট্‌পট জবাব দেয়, 'ভালোই হবে। সিনেমা দেখার পর রাতে মাংস রুটি হবে।'

দেবী ভাবিল, এই মুহূর্তে মানিককে মুখের উপর না করিলে চলিবে না। দেড়মাস গত হইল মা ডিউটি পাইতেছে না। মানিকদাকে প্রয়োজন, বড়ই প্রয়োজন। মানিকচন্দ্র, আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো এবং চন্দ্রার সহিত ইয়ার্কি-ফাজলামি করিয়া থাক, কিন্তু তোমাকে ভালবাসিতে পারিতেছি না। দরিদ্রের স্বপ্ন বড়ই জেদি হয়, মানিকচন্দ্র। কিন্তু মানিকচন্দ্র তোমাকে প্রয়োজন হে, ভীষণ প্রয়োজন।

দেবী বললো, কিন্তু আমার টিউশনি ? টিউশনির কি হবে ?

মানিক বুদ্ধি দেয়, সকালবেলা সেরে নেবে। বলবে মাসির ছেলের অন্নপ্রাশন। যেতে হবে। আমিও দুটোয় অফিস থেকে কেটে পড়বো। তিনটের মধ্যেই আমি মেট্রোয় চলে যাব। কেমন, রাজি তো ?

দেখবেন, ঠকাবেন না। সময় মতো আসবেন। যদি ঠকি, তা'লে আপনার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না। বাড়িতে কিছু বলবেন না।—দেবী হাসে। হাসির দিকে মানিক তাকায়। কয়েকটা দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পথটা অন্ধকার। অন্ধকারে মানিক দেবীর হাসিটুকু ধরতে পারলো না। সে উত্তেজিত হয়ে বলে, মাথা খারাপ এসব ব্যাপারে কাউকে বলতে আছে দেবী ?

দেবী বলতে মানা করেছে কারণ অন্য দুবোন কষ্ট পাবে। ওরাও মাংসের স্বাদ ভুলে গেছে। তবে সিনেমায় যায়, পাশের বাড়ি নির্মলা বৌদির সাথে। একটা লোকাল ট্রেন থেমেছে। স্টেশনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দেবী এবং মানিক। এক এক করে সবাই স্টেশন পেরিয়ে চলে গেল। মা এই ট্রেনেও ফিরল না। দেবী বলে, এতো রাতে আর থাকাটা ভাল দেখায় না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। বলেই দেবী ঘরের দিকে এগোতে থাকে। পিছু পিছু মানিক বলে, পরের ট্রেনটা তো দশ মিনিট বাদেই। দেখলে হতো না।

মা এসে যাবে। আমি চলি, দেবী এবার দ্রুত হাটে। পিছু পিছু মানিক, আমি আর কোন চুলোয় যাব। তোমাকে ছাড়া আমার আর কোথাও যেতে ভাল লাগে না। যাক্ গে, আমিও বাড়ি ফিরি। মানিক আর দেবী একই পাড়ায় থাকে। এই বাড়ি আর সেই বাড়ি। পাড়ায় ঢুকে মানিক আরও একবার স্মরণ করে দেয়, তালে

আগামী কাল, তিনটায় মেট্রোয়, মনে থাকে যেন। মানিক আর এগোয় না। বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। ঘরে ফিরে দেবী দেখে, চন্দ্রা তখনও সিনেমার পত্রিকাটা দেখছে। লীলা রাতের খাবার খাচ্ছে, রুটি ভেলিগুড় দিয়ে। চন্দ্রাকে দুটো দিয়েছে। চন্দ্রা সেটা পাশে রেখে দিয়ে সিনেমার নায়িকাদের খাবারের ছবি দেখছে। রুটি-গুড় দেখে দেবী অবাক হয়। প্রশ্ন করে, কোথায় পেলি? কারণ দেবী জানে, ওদের ঘরে সামান্য আটাও নেই যে রাতের খাবার তৈরি হবে। মা-ও জানে। যদি মা ডিউটি পায়, তাহলে চাল-আটা ঢুকবে। এবং রাতের খাবার ভাত-সেদ্ধ হবে। লীলা উত্তর দেয়—নির্মলাবৌদি দিয়েছে। দাদা বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। আজ খাবে না।'

—তরকারি দেয় নি? দেবী প্রশ্ন করে চৌকির উপর বসে।

—দিয়েছে। খেয়ে নিয়েছি। একটু ভেলিগুড ছিল। ভেংগে একটুকরো নিয়েছি। শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে লীলা উত্তর দেয়।

দেবীর এখন খিদে পেয়েছে। টিউশনি করে এসে ঐ মুড়ি কয়টা চিবিয়েছে। মানিকের বন্ধু মুড়ি তেলেভাজা চন্দ্রাকে দিয়ে আনিয়েছিল। ওটাই ওরা ধরে রেখেছিল আজকের রাতের খাবার। কপাল ভাল, দেবী ভাবে, নির্মলাবৌদি রুটি-তরকারি দিয়ে গেছেন। কত ভাল নির্মলাবৌদি। দাদাও ভাল, কবিতা লেখেন. সংসারের সাতে-পাঁচে থাকে না। নির্মলাবৌদিই সংসারটা দেখাশোনা করেন। বৌদি রুটি না দিলে মা ডিউটি না পেলে জল খেয়ে শুয়ে থাকতে হতো। কাল কি হবে, এরা ভাবে না। হাসতে হাসতে. গল্প করতে করতে শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে।

তবে দেবী মায়ের জন্য যত্ন করে বাঁচানো নিজের পয়সা থেকে একটি মাত্র পাউরুটি কিনে এনেছে। এতো ভাবনার পরেও দেবী বলতে ভোলে না, আমারটা। আমাকে দেয় নি?

লীলা উত্তর দেয়, 'দিয়েছে। চৌকির নিচে ঢাকা আছে। সবাই দুটো করে। বলতে বলতে লীলা কুজো থেকে জল খায়।

—মার জন্য রাখিসনি দেবী প্রশ্ন করেই চৌকির নিচে বসে ঢাকা খুলে খাবার দাবার দেখে নেয়'।

—ছটাতো দিয়েছে। মা পাউরুটি খাবে। তরকারি তোলা আছে, বলেই লীলা চৌকির এককোনে শুয়ে পড়ে। শোবার আগে চন্দ্রার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বলে, খেয়ে নিগে যা। চন্দ্রা আবার দিদির হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে বলে 'মা' অসুক। বলেই চন্দ্রা বলে, সিনেমার নায়িকারা কত ভাল ভাল

খাবার খায় রে দিদি। চন্দ্রার এই কথার উত্তর কেউ দেয় না। দেবী বাইরে বেরোবার নাইলেক্স শাড়ি খুলতেই ব্যস্ত। শাড়িটা খুলে স্কার্ট পরে। ঐ একটাই ভাল শাড়ি দেবীর। এটা পরেই টিউশনি যায়। এ ছাড়া মায়ের দুটো ভাল শাড়ি আছে। মা পরে না। মা সত্যবতী বিধবা, চন্দ্রা তখন কোলে। যত্ন করে তোলা মায়ের দুটো শাড়ি বাইরে বের হবার সময় তিন বোনই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে।

সিনেমার কাগজট দেখতে দেখতে কখন যে চন্দ্রা রুটি খেয়ে নিয়েছে, কেউ টের পায় নি। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের ছোট থালাটা পড়ে আছে। লীলাও ওর থালাটা ধুয়ে শুয়ে পড়েছে। এসব দেখে দেবী বলে লীলাকে, শুয়ে পড়লি? থালাগুলো ও ভাবেই পরে আছে। তুলে রাখতে পারলি না। লীলা শুয়ে শুয়েই জবাব দেয়, সেইতো আমাকেই রাখতে হবে। সে আমার সময় মতো রাখবো।

—তোকেই রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। চন্দ্রাও তো রাখতে পারে। বলেই দেবী চন্দ্রার হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নেয়। চন্দ্রা রেগে গিয়ে বলে, বই দে বলছি। টিউশনি করে খাওয়াচ্ছে বলে নিজে কিছুই করবে না। দেবী ম্যাগাজিন দেয় না। ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভাংগা চেপ্টা টিনের সুটকেসের উপর।

লীলা চন্দ্রাকে সমর্থন করে বলে, দেখ না নিজে কিছুই করবে না। আমাদের চেয়ে সুন্দর বলে দেমাক কতো। কলেজে পড়লে তো আর দেখতে হতো না।

এবার দেবী হাসে। হেসেই লীলাকে বলে, 'তুই হাবড়া চলে যা। এসেছিস কেন মরতে এখানে?'

হাবড়ায় ওদের কাকা থাকে। বাবার একটা বেড়ার ঘর আছে। ঘরের সাথে চার কাঠা জমি আছে। এখন মায়ের নামে।

লীলা চুপ থাকে না; আমি যাই না যাই তুই বলার কে? মা বলবে, আমি মার কাছে এসেছি। বলতে বলতে শোয়া থেকে উঠে রুটির থালা গ্লাস তুলে রাখে। এমনকি দেবীর শাড়িটা ভাজ করে রেখে দেয়। একটু হাঁপায়। লীলার হাঁপানি আছে। ভুগতে ভুগতে রোগা হয়ে যায়। মাদুলী, শেকড়-বাকড়, তুকতাক এসব নিয়ে থাকে, যদি হাঁপানি সেরে যায়, সেরে গেলে যদি বিয়ে হয়। লীলা এখানে কম থাকে। বছরের মধ্যে ছ-সাত মাস হাবড়ায় কাকার বাড়ি থাকে। সেখানে এই হাঁপানি যুবতীকে দিয়ে কাকা-কাকী ও তাদের ছেলেমেয়েরা ঝিয়ের কাজ করিয়ে লীলার খাওয়ার খরচ তুলে নেয়। স্থায়ী ঝি রাখার খরচ বেঁচে যায়। এই লীলা যার চোখের পাতা টানলে একফোঁটা রক্ত পাওয়া যায় না, এই লীলা বেলুড়ে মায়ের

কাছে এলেও শুনতে হয়, কবে যাবি হাবড়া ? অবশ্য চন্দ্রা ও দেবী মাঝে মাঝে হাবড়ায় গিয়ে মার সাথে দু একদিন থেকে আসে। কারণ হাবড়ার বাড়িতে বাবার অংশ আছে। যদিও কাকা এবিষয়ে ওদের কিছু বলে না। এবং খারাপ ব্যবহার করে না। নেহাৎ ওখানে মায়ের আয়ার কাজে যাতায়াতের অসুবিধা আছে বলেই এই বেলুড়ের বস্তিতে কম ভাড়ায় বাসা নিয়ে থাকা।

এগারোটা বাজতে আর দেরী নেই, দশমিনিট বাকি। লীলা কাজ সেরে শুয়ে পড়েছে। চন্দ্রা খাওয়া দাওয় সেরে আবার শুয়ে শুয়ে ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। মা এখনও আসছে না, দেবী ভাবছে। দেবী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। কিছু অন্ধকার রাস্তার আলো সরিয়ে দিয়েছে। ঘরে ফিরে আসে দেবী। বলে, মার কি হল বলতো ? লীলা উত্তর দেয় না, চন্দ্রাও না। এমন সময় দেবী শুনতে পায় পরিচিত হাঁটাচলার শব্দ। শব্দ শুনেই বুঝতে পারে, মা আসছে। লীলা উঠে বসে। দেবী দরজা খুলে দুয়ারে দাঁড়ায়। মায়ের হাত থেকে ফোমের ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে নেয়। ওরা জানে, এই ব্যাগে যদি কিছু বাজার থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মা ডিউটি পেয়েছে। চন্দ্রা দেবীর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে মেঝেয় বসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাজার পেল না। লীলাও মেঝেতে এসে বসেছে। তিনজনের মুখে কোন শব্দ নেই। তিনজনের হৃদয় ঘড়ির মতো টিক্ টিক্ করছে। ভাঙাচোরা বাথরুম থেকে পা ধুয়ে মা ঘরে ঢোকে। দেবী সরু গলায় প্রশ্ন করে, আজও ডিউটি পাওনি ? মা 'কাপড় দে' বলে উত্তর দেয় 'রাত নটা পর্যন্ত বসে থেকেও পেলাম না।' একটা আশার উত্তর শোনার জন্য তিনবোন জেগেছিল। বুকের ভিতর ওরা যেন শুনতে পাচ্ছে ঘড়ির মতো হৃদয়ের টিক্‌টিক্ শব্দ। লীলা পুনরায় শুয়ে পড়ল। চন্দ্রা পুনরায় শুয়ে ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলো। সত্যবতী ডিউটির শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে দেবীকে বলে, 'তোকে আবার নিয়ে যেতে বললো। এবার ভেবে দেখ আয়ার কাজ করবি কিনা। দুজনে মিলে যদি করি তালে কোনরকমে সংসারটা দাঁড় করানো যায়। এতো উপোস করতে হয় না।'

দেবী কোন উত্তর দেয় না। সে শুনে যায়।

দেবী চুপ করে থাকার কারণ বুঝতে পেরে মা সত্যবতী বলে—'লাইনটা অবশ্য খারাপ। তবে নিজে ঠিক থাকলে, ভয়ের কি ? করবি ? ভাল না লাগলে ছাড়তে কতোক্ষণ ?'

দেবী এবারও কোন উত্তর দেয় না। চৌকিতে বসে পা দোলায়।

মা বলে যায়, সেই যে দুবছর আগে ওরা তোকে দেখেছে, ঠিক মনে রেখেছে। তাই মাসি মাঝে মাঝে বলে মেয়েকে ঢুকিয়ে দ্যান। তুই যে কেন আমার গর্ভে সুন্দর হয়ে জন্মেছিস।

মা কাঁদে। আবার বলে, আমার কি ইচ্ছে হয় রে দেবী তোর ঐ সুন্দর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক্। আমি কোন দিন বলতে পারি নি, আমার মেয়েকে আপনাদের ওখানে ঢুকিয়ে নিন্। যদি তোর ইচ্ছে হয়, যদি তুই বলিস, তালে বলতে পারি।

এবার দেবী কথা বলে, মা তোমার জন্য পাউরুটি এনেছি। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় তো।

দেবী মায়ের হাতে পাউরুটি তুলে দেয়? মা হাতে নিয়ে বলে, তোরা?

দেবী উত্তর দেয়—আমরা খেয়ে নিয়েছি। নির্মলাবৌদি আমাদের রুটি তরকারি দিয়েছে। আমি শুয়ে পড়ছি।

চন্দ্রা ও লীলা আগেই শুয়ে পড়েছে। ওদের পাশে দেবী শোয়। ওরা তিন বোন একটি মাত্র চৌকিতে আড়াআড়িভাবে পা গুটিয়ে 'দ' হয়ে শুয়ে পড়েছে। মা শোবে ফাটা সিমেণ্টের মেঝেতে চট পেতে। দেবীর ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবে। ভাবে আবার একটা কষ্টের দিন যায়, রাত যায়। আর একটা কষ্টের দিন আসবে, রাত আসবে। সকাল হলেই মানিকদাকে ডেকে পাঠাবে পুনরায় দশটাকার জন্যে। মানিকদা, কালো রোগা। মানিকদার কালো ঠোঁটে বিড়ির গন্ধ। মানিকদা, ঢ্যাঙ্গা ও চোখদুটো গর্তে। এরকম একটা পুরুষ মানুষের পাশে বসে দেবীকে কাল সিনেমা দেখতে হবে। অথচ দেবী, হলুদের মতো গায়ের রঙ, কাঁচের মতো মসৃণ ত্বক, তবে রোদলাগা স্টিলের মতো চকচকে টানটান শরীর নয়। দেবী স্তন লম্বাটে নয়, গোল গোল ভরাট দুটি স্তন। চোখ দুটো উজ্জ্বল টানাটানা, মাথাভর্তি একরাশ চুল। দোষের মধ্যে একটু বেঁটে, পাঁচফুট দুই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরিপূর্ণ না খেয়ে দুর্বল ভেতো শরীর। দেখলে মনে হবে স্বাস্থ্যবতী। তবুও মানিকচন্দ্র এমন একটা সুন্দরী মেয়েমানুষের পাশে বসে সিনেমা দেখবে। চোখ বুজে আসছে দেবীর। ঘর অন্ধকার। ছোট্ট জানালা দিয়ে আকাশভরা তারার আলো এই ঘরের অন্ধকারকে দূর করতে পারছে না। তা না হলে দেখা যেত দেবীর চোখের তলায় দুফোটা অশ্রু আটকে আছে।

দুই ।। একজন মহিলার স্বাধীনতা এখন আর একজন পুরুষের হাতে নেই ।

দেবীই আগে উপস্থিত হয়েছে মেট্রোর নিচে। দেবীর সাজ দেখে হঠাৎ দৃষ্টিতে মনে হয় সে যেন চৌরঙ্গীর নষ্ট মেয়ে, যারা একা একা ঘুরে বেড়ায় পুরুষের খোঁজে। ছোট একটা ব্লাউজ, নির্মলাবৌদির সবুজ রঙের একটা সিল্কের শাড়ি। শাড়িটা দেবী পরেছে নাভির অনেক নিচ থেকে। শরীরের ঐ ফাঁক অংশটা যৌন গন্ধির দৃষ্টিকে চুম্বকের মতো টেনে রাখে এমন কি দু একজন যৌনগন্ধি দেবীর ধারে কাছে ঘুর ঘুর করে। মাছির মতো বিরক্ত করছে দেবীকে চোখ দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে, ইশারা করে। দেবীর বাঁ হাতে বিপত্তারিনীর ধানদুর্বা লালসুতো দিয়ে বাঁধা। দেবীর চোখ দুটো এমনিতেই টানাটানা। তার ওপর কাজল টেনে আরও লম্বা করেছে। হাতে একটা ছোট ময়লা রুমাল। রুমালের এক কোনায় কয়েকটা পয়সা। শুধু বাসভাড়া, গিট দিয়ে রেখেছে। হঠাৎ একজন বয়স্ক যৌনগন্ধি, কাঁচাপাকা চুলে এক প্রৌঢ় দেবীর অতি কাছে এসে একটা নোংরা হাসি হেসে চোখে ইশারা করে। দেবী ঘৃণায় মুখটা বেকিয়ে ঘুরিয়ে নেয়। ভদ্র ভদ্র চেহারার ছদ্মবেশী প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেবীর মুখে ঘৃণার ভাষা বুঝতে পেরে, সরে যায় আরেক মেয়ের কাছে।

দেবী ভাবে, এইসব যৌনকাতর প্রৌঢ়দের তো সংসার আছে। আছে মা-ভাই-বোন-বৌ-সন্তান! ওদের দাবি মিটিয়ে কি এরা চৌরঙ্গীতে আসে মেয়েছেলে লুটতে। হয়তো ঐ রকম পুরুষের বৌরাও ঘরে বসে পুরুষ ধরে আনে টাকা পয়সার ধান্দায়।

মানিকচন্দ্র, তুমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন যৌনকাতর প্রাপ্তবয়স্ক? আমাদের তিনটি বোনের মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিবার স্বপ্ন রহিয়াছে কি? কিন্তু মানিকচন্দ্র আমাকে তুমি বিবাহের স্বপ্ন দেখিও না। তোমার ঐ ঢ্যাঙ্গারোগা চেহারাটায় আমি যে কোন আকর্ষণ বোধ করি না। আমি অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র হইলেও আমার স্বপ্ন আছে। মানিকচন্দ্র তোমার ঐ কুৎসিত চেহারা দেখিলে আমি যে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পাই না। আমি স্বীকার করি মানিক তোমার হৃদয় ভাল, তোমার আচার-আচরণ ভালো, তুমি আমাদের পরিবারকে অর্থ দিয়া সাহায্য কর। কিন্তু যখনই ভাবি তুমি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন খাইতে আসিতেছ, তখনই আমার মুখটা ঘুরিয়া যায়, চোখ বুজিয়া আসে। মানিক, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একদিন আমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব।

ঐ ছোটলোকটা বেহায়ার মতো পুনরায় দেবীর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং একটা দামি সিগারেট ধরিয়ে টানছে। পুনরায় দেবী লোকটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল অনেকটা সরে গিয়ে। আর সেই মুহূর্তে দেখতে পেল মানিকদা দুপাশের গাড়ি দেখতে দেখতে রাস্তা ক্রশ করে মেট্রোর দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁতে কাঁকর পড়ার মতো দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তিবোধ এখন কেটে গেল দেবীর। মানিকদা এগিয়ে আসছে, পাশে বিশ্ব, স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল যুবক। বেশ দেখতে। জিনসের উপর হলুদ গোল হাল্কা গেঞ্জী। চোখে রোদ-চশমা। কাঁধে একটি সুতির ঝোলা ব্যাগ। এখন মনে হচ্ছে এমন সুন্দর ছেলেটা মানিকদার পাশে মানাচ্ছে না।

সেদিন বিশ্বের সৌন্দর্য দেবীদের বস্তি কোঠায় দেবী বুঝে উঠতে পারে নি।

দ্রুত রাস্তা পার হতে গিয়ে মানিকদা একটা সবুজ মারুতির সামনে পড়তেই বিশ্ব মানিকদাকে টেনে ধরে। এবং ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে। সে কথা শুনে মানিকদা হাসে। অবশেষে ওরা দুজনে রাস্তা পার হয়ে দেবীর সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মানিক প্রশ্ন করে, কতোক্ষণ ?

দেবী উত্তর দেয়, মিনিট পনেরো হবে। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কথা ছিল।

মানিক বিশ্বকে দেখিয়ে বললে—এর জন্যে ?

দেবী, যার মুখে হাসি লেগে থাকে, বলে, যার জন্যেই হোক! এখানে দাঁড়ানো মানেই—

বাকি কথাটা শেষ করতে দেয় না মানিকের বন্ধু। বলে, অন্যায় হয়ে গেছে, ম্যাডাম স্বীকার করছি। আমারই দোষ, মানিকের নয়।

মানিক হঠাৎ বলে ফেলে, বিশ্ব তো ভাল নাটক করে। তুমি যদি করতে চাও, তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে। টাকা পাবে। করবে ?

মানিক পুনরায় বলে, বিশ্ব আমাদের সাথে সিনেমায় যাবে।

এবার দেবী বলার সুযোগ পায়, এ রকম তো কথা ছিল না মানিকদা।

দেবী একটা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ভেবে আনন্দ পায়। বিশ্বের মনে সেটা ধরা পড়ে। সে বলে, মানিক তাহলে তোমরা যাও। আমি চলি। আমার টিকিটটা বিক্রী করে দিও।

মানিক এরকম পরিবেশে বা দেবীর দেমাকি আচরণে একটু ক্ষুন্ন হয়ে বলে, ও গেলে কি তোমার আপত্তি আছে দেবী ?

এবার দেবীর হাসিটা বেড়ে যায়। ও রকম হাসিতে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। সাজানো একসারি শাঁখের টুকরোর মতো দাঁত। দেবী বলে, আপনি যখন সাথে

এনেছেন আমার আপত্তি থাকবে কেন ? আগে বললে একটা ভাল শাড়ি ।

বিশ্ব দেবীর এই সরলতায় মুগ্ধ হয়। বলে, ছিঃ আপনি যে আমাদের কি ভাবেন ? আমার এই জিনসের প্যান্ট, হলদে গেঞ্জি দেখে ভাবছেন আমি বুর্জোয়া। আসলে আমি কিন্তু তা নই। আমার বিধবা মা, এক ভাই, এক বোন, ভাগে পাওয়া একটা ঘর, এই নিয়ে আমাদের সংসার। যাকগে, আপনাকে কিন্তু এই পোষাকেই ভাল লাগছে।

দেবী উত্তর দেয়, আমি ঐ সব বুর্জোয়া টুর্জোয়া রাজনীতির ভাষা বুঝি না। যারা খেতে পায় তারাই রাজনীতি করে আমাকে রাজনীতি বুঝিয়ে দেবেন ?

—সারটেনলি, বলেই বিশ্ব হাসে গর্বের হাসি।

তাহলে বিশ্বের সাথে আর একদিন আমাদের বাড়িতে আসুন। আমরা কিন্তু গরিব, বলেই দেবী বলে, চলুন।

বিশ্ব মানিককে বলে, মানিক আমরা কি এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবো ?

—কটা বাজে ?—মানিকের হাতে ঘড়ি নেই, বলে।

—দুটো পঁয়ত্রিশ—এইচ. এম. টির রিস্ট ওয়াচ দেখে বিশ্ব সময় জানায়, বলে, আমরা এখনও আধঘণ্টা কোথাও বসে গল্প করতে পারি। কি বলো মানিক ?

—ভালোই, কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক, বলেই মানিক এগোয়।

বিশ্ব দেবীর দিকে তাকিয়ে, 'আপনার কোন আপত্তি নেই তো,' বলে।

দেবী জবাব দেয়. আমি এখন আপনাদের হাতে বন্দি। যা বলবেন তাই।

বিশ্ব হাঁটতে হাঁটতে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে, ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন। একজন মহিলার স্বাধীনতা এখন আর একজন পুরুষের হাতে নেই। তারা এখন অবাধ, তারা এখন মুক্ত।

বিশ্বের কথা শুনে মানিক হেসে ফেলে, বিশ্ব, এটা রাস্তা, নাট্য মঞ্চ নয়।

বিশ্ব হঠাৎ রাস্তার মধ্যেই মানিককে জড়িয়ে ধরে. আয়্যাম সরি মানিকচন্দ্র।

এভাবে কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে মানুষের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে তিনজনে কর্পোরেশনের দিকে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। মানিক ও দেবী পাশাপাশি বসে। মানিক ও বিশ্ব মুখোমুখি।

আপনি বড্ড কম কথা বলছেন। কিছু বলুন টলুন, শুনি—একটা সিগারেট ধরায় বিশ্ব। দেবীর মুখের দিকে তাকায়। মানিক ঠিকই বলেছে। সুন্দর ঠোঁট, সুন্দর চোখ এবং দেবীর বুকের দিকে তাকায়, ভারি সুন্দর। তবে একটু মোটা দেবী কি সত্যি মানিককে ভালবাসে ?

আপনারা শিক্ষিত মানুষ। কথা বলতে গিয়ে আজেবাজে কথা বলে ফেলবো।

তার চেয়ে বরং চুপচাপ থাকাই ভাল, বলতে বলতেই দেবী শাড়ির আঁচল সামনের দিকে টেনে আনে। আসলে দেবীর খিদে পেয়েছে। বাড়িতে ভাংগা আতপ চাল, দুটো রুটি, আলুসেদ্ধ আর ডাল খেয়ে এতদূরে পথ আসতে না আসতেই দেবীর খিদে পেয়ে যায়। এরপরেও যদি এদের সাথে বক্‌বক্‌ করা যায় একটানা তাহলে তো দেবীর খিদে আরও বেড়ে যাবে। দেবী সেটা বোঝে বলেই চুপচাপ থেকে একটা নকল ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে বলে—চুপচাপ থাকতেই আমার ভাল লাগে।

দেবী ভাবে খিদের সাথে প্রেমের বা ভালবাসার একটা বৈরী সম্পর্ক আছে।

টেবিলবয় সামনে এসে দাঁড়ায়। মানিক বলে; 'তিনকাপ চা, তিনটি অমলেট।

বিশ্ব শুনে বলে, তুমি আবার বলতে গেলে কেন মানিক? যাক দামটা আমি দেব।

মানিকচন্দ্র তুমি কহিয়াছিলে মাংস খাওয়াইবে। এখন দেখিতেছি শুধু অমলেট বলিয়াছ। মানিক, আমরা বহুদিন হইল মাংস খাই না। আজ মাংস খাইবার লোভে আধপেটা ভাত খাইয়াছি। ইহার জন্য লীলা ও চন্দ্রা একটু বেশি ভাত খাইতে পাইয়াছিল।

অবশেষে ওরা সিনেমায় যায়। তিনটা বাজে। একটা প্রাপ্তবয়স্কদের হিন্দী বই, সোসাইটিতে। সোসাইটি হলটা কিরকম, হিন্দী বইটা কি রকম, এসব বিষয়ে দেবী কিছুই জানে না। দেবীর কোন ধারণা নেই। সিনেমাই দেখে বছরে তিন চারটে। তাও নির্মলাবৌদির সাথে।

দেবী দেখে, বিশ্ব হিপর্পকেট থেকে সবুজ রঙের তিনটি টিকিট বের করে। দেবী মানিকের চোখের দিকে তাকায়। মানিক বিশ্বকে বলে, তুমি কিন্তু বিশ্ব একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছো। চায়ের দাম তুমি দিলে, সিনেমার টিকিটের দামটাও তুমি দিলে। দেবী আমাকে কি ভাব্‌বে বল তো?

দেবী মানিকের কথা শুনে ভাবে, হঠাৎ মানিকদা বিশ্বকে সাথে নিয়ে এলো কেন? কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? মানিকদা কি বুঝতে পেরেছে, আমি মানিকদার চেহারাটাকে ভালবাসতে পারি না? আর সেজন্য সুন্দর বিশ্বকে সাথে এনেছে। নাকি, আমাকে পাশে রেখে বিশ্বকে দিয়ে কিছু খরচ করানো। অথবা দুজনেরই মতলব খারাপ, আমার দারিদ্রের সুযোগ বুঝে কিছু একটা করে বসা। অথবা আমাদের অভাব জেনে বিশ্বকে জুটিয়ে এনেছে বিশ্বের স্ফূর্তির খোরাক হিসেবে, মানিক কমিশন পাবে। এতো দালালের কাজ, মানিক কি এতো নোংরা হবে।

মানিককে তো দেবী চেনে তিন বছর। এই তিনবছরে একজন যুবককে কতটুকু চেনা যায়। দেবীর ভেতরে আরেকটা দেবী আছে যে সর্বদিকে নজর রাখে, সেই দেবী বলে, না, মানিক এরকম হতে পারে না।

ওরা তিনজন হলের ভেতর ঢোকে। সেই ফাঁকে একসময় বিশ্ব মানিককে শুনিয়ে দেয়, ঠিকাছে, তুমি আফটার সিনেমা মাংস রুটি খাইও।

মাংসের কথা শুনে দেবী সতেজ হয়ে ওঠে। তাহলে সিনেমার পর মাংস খাওয়া যাবে। সেই কবে প্রায় একবছর আগে বিয়ে বাড়িতে মাংস খেয়েছিল; মুরগির মাংস।

সিনেমা হল অন্ধকার। টর্চ মেরে লাইটম্যান দর্শকদের বসিয়ে দিচ্ছে। ওরা তিনজন, দেবী-মানিক-বিশ্ব তাড়াহুড়ো করে আলোর দড়ি বেয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসলো। প্রথমে মানিক, মাঝে দেবী, তারপর বিশ্ব।

সিটে বসেই মানিক বলে, সে তো আমি আগেই ভেবে রেখেছি। সিনেমার পর মাংস রুটি খেয়ে দেবীকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো। কি দেবী বাড়িতে বলে রেখেছো তো ফিরতে দেরি হবে ?

'হ্যা বলেছি' বলেই দেবী ভাবে, মানিকদাকে ওর সিটে বসতে বলবে কিনা। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টে নিয়ে ভাবে, না এভাবে বিশ্বের কাছে কৃত্রিম সতীত্ব প্রকাশ করা মানেই সতীত্বের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করা। নারীত্বের সমমর্যাদায় চুপচাপ স্থির হয়ে বসে থাকাই ভাল। দেবী ভাবে, আমি বিয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কারোর চরিত্র পরীক্ষা করতে আসিনি। আমি সিনেমা দেখতে এসেছি এমন একজনের সাথে থাকে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অথচ তার চেহারাটাকে ঘৃণা করি।

আস্তে আস্তে সিনেমা আমার বিশবছরের মনকে পর্দায় টেনে নিল। সিনেমার পর্দায় একটি যুবতী নারীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কাহিনীর সুখ দুঃখের সাথে আমি মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে অবাস্তব ভেবে খারাপ লাগছে। মানিকদা স্থির হয়ে বসে সিনেমা দেখছে। বিশ্ব উসখুশ করছে। অনেকবার বিশ্বের শরীরের স্পর্শ আমি পাচ্ছি। আমার কাছ থেকে সেরকম সাড়া না পেয়ে সাহসে কুলোচ্ছে না এগোতে। একসময়, সিনেমার পর্দায় এক যুবতী অশ্লীল স্বল্পবাস পরে হাতে মদের গ্লাস নিয়ে ভিলেনের সামনে গান করছে, নাচছে, কোলে বসছে। ঠিক সেসময় বিশ্ব বাঁ হাতটা আমার চেয়ারের পেছন নিয়ে আমার বাহুটি ছুঁয়েছে। আমি আলতো করে হাতটা নামিয়ে দিতেই বিশ্ব হাতটা 'সরি' বলে সরিয়ে নেয়। দেবীর ভাবনা হয়, এমত সুন্দর ছেলেগুলো কেন যে এমন হয় ? কেন যে ছোট হয় এরকম অশিক্ষিত

মেয়েদের কাছে ?

নাঃ, সিনেমা দেখতে ভাল লাগছে না দেবীর। দেবীর আবার খিদে পেয়েছে। দেবী ভাবে, প্রথম প্রথম মানিকদাকে আমার সন্দেহ হতো। বিশ্বাস করতে পারতাম না মানিকদাকে। মনে হতো নিঃস্বার্থভাবে আমাদেরকে সাহায্য করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মানিকদার। উদ্দেশ্য আমার কাছে রহস্য ছিল বলেই নিজেকে সংযত রাখতাম। আর ভাবতাম চন্দ্রার জন্য, চন্দ্রা চঞ্চল। অথচ মানিক, আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, কেমন চুপচাপ গালে হাত দিয়ে রুপালি পর্দায় চোখ ফেলে রেখেছে। সে কি আমাকে বিশ্বকে সন্দেহ করছে না ?

মানিকচন্দ্র, আমার মতো সুন্দরীকে পাশে রাখিয়া তোমার এতটুকুও চাঞ্চল্য বা সন্দেহ জাগিতেছে না। তুমি মানিক, আমার সুপ্ত দেমাককে নরম আঘাত দিতেছো। মানিক, যাহাকে হাতে পাইবার কথা কোনদিনই ভাবিতে পার না, তাহার প্রতি এই হাল্কা অন্ধকারে তোমার সামান্যতম লোভ নাই দেখিতেছি। মানিক, তোমার মান মর্যাদা এতোই উঁচু, এতোই বলিষ্ঠ যে আমার গায়ে হাত লাগিলে কথা শুনিবার ভয়ে এমনভাবে চুপটি করিয়া বসিয়া আছ। অথচ আমিও পারিতেছি না এই কথা বলিতে, এই যে মানিক হাত বাড়াইলাম, আমার হাতটা ধরিয়া আমাকে তুলিয়া ধরো।

অবশেষে প্রাণ চঞ্চল আটটায় চৌরঙ্গী পাড়ার সোসাইটি সিনেমা হল থেকে একজন যুবতী, দুজন যুবক বের হয়ে আসে। একজনের মাংস খাবার প্রবল ইচ্ছে, একজনের সিনেমার গল্পের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভাব, একজনের সিনেমা দেখে মনের যাবতীয় শুকনো চিন্তায় ধরিয়ে দিয়েছে কামনার বারুদ, এখন জ্বলছে। এরা তিনজন দেবী, মানিক, বিশ্ব। এরা তিনজনে একটা ভাল রেস্টুরেন্টে ঢোকে। ওরা তিনজন ভিতর দিকের একটা কেবিন দখল করে নেয়। কেবিনের খোলামুখে ভারি পর্দা। একটা ধারে আগে দেবী, পরে পাশেই বসে বিশ্ব। মানিক বিপরীত বেঞ্চে একা। বেয়ারা আসে মানিক অর্ডার দেয়, তিন প্লেট কষা মাংস, দুটো করে রুটি। পর্দাটা টেনে দিয়ে বেয়ারা চলে যায়। ওরা এখন সিনেমার গল্প নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। মানিক 'এ' মার্কা এই হিন্দী ছবিটার বিপক্ষে বলে। বিশ্ব হিন্দী বইটার সপক্ষে।

শিক্ষিত স্নবদের একটা বিচ্ছিন্ন মনোভাব এই যারা পক্ষে বলবে তার বিপক্ষে যাওয়া, যারা বিপক্ষে যাবে, তার পক্ষে যাওয়া। এভাবেই সনাতনী তর্কের ঐতিহ্য

এখনও পর্যন্ত পুষ্টি লাভ করছে। উত্তরসূরীরা তা সযত্নে লালন পালন করছে। এদের সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। এরা শুধু উদাহরণ দিয়ে তর্ককে জটিল করতে জানে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উদাহরণযোগ্য বস্তুর সাথে সমাজের কার্যকারণ সম্পর্ক এইসব তার্কিকরা বোঝে না।

দেবী ওদের আলোচনা ও ঠাণ্ডা তর্ক শুনছে। মাঝে মাঝে দুএকটা কথা বলছে। দেবী অবাক মানিকের ব্যক্তিত্ব দেখে। মানিকদা কিছুতেই বিশ্বের যুক্তিকে মেনে নিচ্ছে না। নিজের বক্তব্যের প্রতি অটল বিশ্বাসে স্থির আছে। বিশ্ব ওকে কত ভাবে অপমান করছে, 'তোমার পড়াশোনা কম', 'তোমার ফিল্ম সেন্স নেই' এইসব কথা বলে। তবু মানিক না চটে, না রেগে, নিজের বিশ্বাসে স্থির আছে। দেবী জানে মানিকদা পয়সার অভাবে কলেজে পড়তে পারেনি। মানিকদাকে সিডিউলকাস্টের সার্টিফিকেট নিয়ে অনাথ আশ্রমে থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করতে হয়েছে। সে এখন আর মুখোপাধ্যায় নয়, মানিক মণ্ডল। বিশ্ব ওকে মানিক মণ্ডল নামেই জানে। তবে মানিকদার জানার আগ্রহ প্রবল। দেবী বিশ্বের মুচকি মুচকি হাসির ভিতর দিয়ে বুঝতে পারছে বিশ্ব মানিকদার যুক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে। দেবী বুঝতে পারে মানিকদা যুক্তি দিয়ে তর্ক করছে। বিশ্ব পড়াশোনার অহংকার নিয়ে তর্ক করছে।

মানিকদা যত বলছে, মেয়েটার উচিত হয়নি অভাবের জ্বালায় নিজের চারিত্রিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে পয়সার জন্য অবশেষে বড়লোক পুরুষদের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, বিশ্ব ততই বলছে, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সমাজে এরকম অনেক আছে। মেয়েটা ঠিকই করেছে, তাকে তো বাঁচতে হবে ভালভাবে দুমুঠো খেয়ে। তুমি মৃণাল সেনের বই দেখ নি, তাই আনাড়ি তর্ক করছো।

এবার মানিকও একটু সিরিয়াস হয়ে বলে, তাহলে আমিও বলি, তুমি ঋত্বিক ঘটকের বই দেখনি।

দেবী কিন্তু মনে মনে মানিকদাকেই সমর্থন করছে।

অবশেষে মাংসের প্লেট এলে ওদের তর্কে ভাটা পড়ে।

দেবী বলে—এবার আপনারা থামুন। খাওয়া যাক্। বিশ্ব নাটকের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে, জো হুকুম দেবিজি। দেবী টের পায়, বিশ্ব হাটু দিয়ে বেশ কয়েকবার দেবীর হাটুকে মাঝে মাঝে মৃদু আঘাত করছে। সে কিছু বলতে পারছে না। সৌজন্যবোধে আটকাচ্ছে, চক্ষুলজ্জায় আটকাচ্ছে। একদিনের আলাপ। দেবী অবাক হয়। গুটিয়ে থাকা একটা পুরুষের চরিত্র দেবীর কাছে খুলে যায়। মাংস খেতে খেতে দেবী বলে, আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন বিশ্বদা।

'বিশ্বদা' শুনে বিশ্ব ভাবে দেবী আড়ষ্টতা থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসছে যেন জল একটু একটু করে চুইয়ে পড়ছে।

দেবী আরও বলে, আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ। সেকেন্ড ডিভিশনে।

বিশ্ব দেবীর মনের আশায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে উত্তর দেয়, একটা চাকরি আমি দিতে পারি, আমার হাতের মুঠোয়। যদি করতে চাও তো আগামিকাল থেকেই হয়ে যেতে পারে। করবে?

দেবী কথা শুনে আনন্দ পায়, বলে—চাকরিটা কি বলবেন তো?

বিশ্ব সিগারেট টানতে টানতে বলে, আগেই বলেছি। আপনি ভুলে গেছেন। থিয়েটারে নাটক করা। প্রতি শোতে একশ টাকা পাবে। যাতায়াত ভাড়া আলাদা। এবার ভেবে দেখ করবে কি না?

দেবী উত্তর দেয়, এটা কি একটা চাকরি হল। অন্য কোন চাকরি নেই, কোনো প্রাইভেট অফিসে, কোন বড় দোকানে বিল লেখা, ধরুন কোনো প্রাইমারি বা নার্সারি স্কুলে।

যেটা পারবে না সেটা বিশ্ব বলে না। সে বলে, ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার দ্বারা যেটা সম্ভব সেটার কথা তো বললাম।

দেবী বিশ্বের স্পষ্ট জবাব শুনে খুশি হয়। বিশ্ব ওকে ভাওতা দিচ্ছে না। দেবীও জানিয়ে দেয়—ঠিক আছে, আমি কয়েকদিন ভেবে মানিকদাকে বলে দেব।

ওদের মাংস-তন্দুর খাওয়া হয়ে যায়। বয় কাপপ্লেট তুলে নিয়ে টেবিল মুছে দেয়। বেয়ারা এলে তিনকাপ চা আনতে বলে দেয় মানিক। কথা বলতে বলতে বিশ্ব তার জিনসের পা'টা দেবীর পায়ের ওপর তুলে দিয়েছে। দেবী পা'টা সরিয়ে নেয়। বিশ্ব 'সরি' বলে। দেবী নমস্কারের ভংগীতে কপালে বুকে আঙুল ছোঁয়ায়। বিশ্ব আবার 'সরি' বলে। বেয়ারা চা নিয়ে আসে। পর্দা টেনে চলে যায়। মানিক গরম চা খেতে ভালবাসে। সে প্লেটে চা ঢেলে চুমুক দেয়। দেবী ও বিশ্বের চা ঠাণ্ডা হতে থাকে। মানিকের চা খাওয়া হয়ে গেলে বলে—তাড়াতাড়ি কর। সাতটা বাজে।

বিশ্ব মানিককে বলে—ডোন্ট মাইন্ড, এক প্যাকেট ভার্জিনিয়া উইলস। পাঁচ টাকার নোট মানিকের হাতে দেয়। মানিকের কিছু করার থাকে না, একই অফিসের একই বিভাগের মানিক পিওন এবং বিশ্ব ক্লার্ক। পি. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছে। বিশ্বের আন্তরিকতায় সমবয়সী মানিক ওর বন্ধু হতে পেরেছে। মানিক বন্ধুর জন্য সিগারেট আনতে যায়। মনে কোন দ্বিধা নেই।

মানিকশূন্য কেবিনে দেবী আর একটাও কথা বলতে পারছে না। বিশ্ব সম্পর্কে ওর ধারণাটা এখন অন্যরকম। ধারণাটি তৈরি হয়েছে সিনেমা হল থেকে। শব্দ না করে শেষ চাটুকু খেয়ে নেয় দেবী। বিশ্বের দিকে তাকায়। বিশ্বের নাকটা সামান্য ভোতা ভোতা। বিশ্ব মনে মনে উত্তেজিত হয়। মানিক ফেরার আগেই একটা কিছু করার ইচ্ছা জাগছে। দেবী কিছু মনে করবে না তো ? দেবী কেন আঁচল টেনে শরীর ঢেকে নিল। অথচ সিনেমা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা পরিচয় দিয়েছে শারীরিক ভাষায় সে সম্পর্কে দেবী কোনরকম নীরব প্রতিবাদ করে নি। এ কথা ভাবতেই বিশ্বের শরীরে উত্তেজনার রঙ গাঢ় হয়। তাহলে কি দেবীর ইচ্ছাও বিশ্বের ইচ্ছের মতোই ? তাছাড়া বিশ্ব আগেই জেনে নিয়েছে দেবীরা একবেলা খেতে পায়, একবেলা খেতে পায় না। ওরা অভাবী। ফলত বিশ্বের মনে এরকম ভাবনা আসতেই পারে, দেবীকে দশ টাকা দিতে হবে। হয়তো তখন দেবীর মনটা দুর্বল হবে। ভাবনা বিশ্বের ত্রিশের মনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। বিশ্ব দেবীর দিকে সুন্দর হাসে। দেবীও হাসে। সে বিশ্বের কাছে স্বাভাবিক থাকতে চায়। বিশ্ব পার্স থেকে দশ টাকা বের করে বলে, 'ধর, ভাবাভাবির কিছু নেই। নাটকের কাজে নেমে পড়। অ্যাডভান্স দিলাম।'

বলেই বিশ্ব দেবীর নরম হাতটা ধরে যেন তুলোর উপর হাত রাখলো। হাতের মুঠোয় দশ টাকা গুজে দেয়। তারপর তোমার ঠোঁটটা ভারি সুন্দর, চোখ দুটো আরও। ভীষণ টানছে আমাকে এসব বলতে বলতে দেবীকে হঠাৎ ঝাপটে ধরে বুকের কাছে টেনে আনে। স্তনের নরম স্পর্শে বিশ্বের শরীর আগুনের পাখি হয়ে যায়।

দেবী প্রতিরোধ করতে করতে বলে, 'গায়ে হাত দেবেন না। আমি চেঁচাব। সেটা আপনার পক্ষে সম্মানের হবে না।'

দেবীর কথাগুলো বিদ্যুতের কাজ করে। শক্ খাওয়ার মতো বিশ্ব দেবীকে ছেড়ে দেয়। দেবী সরে এসে শাড়ি ঠিক করতে করতে বলে, 'ছিঃ বিশ্ববাবু আমরা গরীব হতে পারি ; কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের ঘরে মূল্যবান কোন কিছু নেই, এই শরীরটা ছাড়া, এই মনটা ছাড়া।'

বিশ্ব কাতর হয়ে বলে, 'দেবী আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি মানিককে কিছু বলো না। মানিক আমাকে অন্য চোখে দেখে, প্লিজ দেবী।'

দেবীর রাগ তখনো কমেনি। বলে, 'আপনারাই আবার প্রোগ্রেসিভ নাটক করেন। সর্বহারাদের সততা নিয়ে নাটক লেখেন !' বিশ্ব লক্ষ্য করলো, দেবী ওকে 'বিশ্বদা' না বলে 'বিশ্ববাবু' বলছে। দেবী উঠে দাঁড়ায়। দশ টাকার নোটটা

হ্যান্ডের মুঠোয় ছিল। দেবী সেটা আরও দুমড়ে দিয়ে ঢিল ছোঁড়ার মত বিশ্বের মুখে ছুড়ে দেয়।

পর্দাঢাকা কেবিন থেকে বের হয়ে রাস্তার মুখে এসে দাঁড়ায় দেবী মানিকদার মুখোমুখি হয়। মানিকদা প্রশ্ন করে, একদলা বিস্ময় মাখানো মুখে' 'কি ব্যাপার, এখানে ? বিশ্ব কোথায় ?'

সে সব কথার ধারেকাছে না গিয়ে দেবী শুধু বলে, 'দাম দিয়ে আসুন। দেরি করবেন না, সাড়ে সাতটা বাজে, বাড়ি যাব।'

মানিক দেখতে পায় বিশ্ব ধীরে ধীরে হেটে আসছে। বিল হাতে পেছনে আসছে বেয়ারা। মানিক দাম মিটিয়ে দেয়। বিশ্বকে কোন প্রশ্ন করে না। সিগারেট এবং কিছু খুচরা পয়সা বিশ্বের হাতে ধরিয়ে দেয়। দেবীকে, দেবীর হাত ধরে বলে 'চলো'।

দেবী ভাবে, মানিকদার ঐ রোগা হাত এখন দেবীর কাছে বলিষ্ঠ হাত হয়ে উঠেছে। ওরা দুজনে আর বিশ্বের দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। রাস্তায় একটি কলগার্ল বিশ্বের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। বিশ্ব সেটা লক্ষ্য করে।

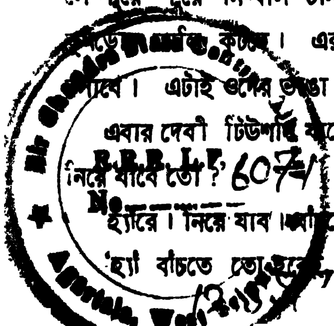
তিন ।। ফাঁকি দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করে নিতে পারে অনেকেই।

'মা, তোমার সেই আয়ার কাজ আমি করবো। আমাকে আজই নিয়ে চলো। পাঁচ দিন দেড় ঘণ্টায় মাসে দশ টাকার টিউশনির চেয়ে অনেক ভাল।' শুয়ে শুয়েই কথাগুলো দেবী বলে মাকে। এখন সকাল। প্রত্যেক ঘরে রোদ ঢুকেছে। দেবীদের টালির ছাদের এক চিলতে ঘরটার সামনে রোদ ঢোকে বেলা দশটায়। ওদের বালিশ নেই কাপড়চোপড় দলা পাকিয়ে তার উপর মাথা রেখে ওরা ঘুমোয়। দেবী উঠে পড়েছে। চন্দ্রা ঘরে নেই। নির্মলাবৌদির কাছে গেছে আটা ধার করে আনতে। সেখানেই চন্দ্রা সকালবেলার চা, মুড়ি বা যদি থাকে দু একটা বাসি রুটি খায়। আর নির্মলাবৌদির হাতের কাজে সাহায্য করে। লীলার হাঁপানির টান চলছে এখনও। সে শুয়ে শুয়ে নিশ্বাস টানছে। দেবীর মা একটা চিচিংগে আর অর্ধচন্দ্রের মতো [illegible] কুটছে। এরপর পঞ্চাশগ্রামের মতো ডাল এক কড়াই জল দিয়ে [illegible]বে। এটাই ওদের [illegible] আতপ চালের ভাতের সাথে একবেলার খাবার।

এবার দেবী টিউশনি [illegible]বে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে। বলছে 'কি ? আজই নিয়ে যাবে তো ?'

'হ্যাঁরে। নিয়ে যাব। [illegible]তে তো হবে' সত্যবতী, তিনকন্যার বিধবা মা উত্তর দেয়।

'হ্যাঁ বাঁচতে তো হবে', মেয়েকে বাঁচা শেখাচ্ছে। ছোট মুখে বড় কথাও বলতে



বলতে ঘরে প্রবেশ করে মানিকের বিধবা মা বিমলা 'তোরা আমার ঋণ শোধ কর। কড়ায় গণ্ডায় প্রতিটি পয়সা শোধ বরে দিবি। পারবি? সবই তো আমার। এনামেলের থালা বাসন ডেকচি। এমন কি কড়াইটা পর্যন্ত তোদের আমি দিয়েছি। লজ্জা করে না তোদের ওসব বলতে।'

অপ্রস্তুত হয়ে যায় সত্যবতী মানিকের মা বিমলার কথা শুনে। সত্যবতী প্রশ্ন করে—কে বলেছে বলবে তো দিদি।

—আমি কি একবারও তোমাদের বলেছি, আমার ঋণ শোধ কর। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলে বিমলা।

'কে বলেছে? সব বাজে কথা।' বলেই সত্যবতী চৌকিটা ঝেড়ে বসতে দেয়, 'বোসো দিদি।'

মানিকের মা তখনো চেঁচায়—না, আমি বসবো না। তোমাদের জন্যে এতো করি, আর আমাকেই ওসব কথা শুনতে হবে।

বিমলা দরজায় দাঁড়িয়ে বলে যায়। দেবীদের ঘরের দরজায় কেউ দাঁড়ালে ঘরটা আরও অন্ধকার হয়ে যায়।

—ওসব কথা কে বলেছে, বলবে তো?—সত্যবতীও দাঁড়িয়ে কথা বলে।

—ঐ যে তোমার ঐ মেয়ে, দেবীরানী গো। রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়তে চায় না। কি ছিল তোমাদের? ঐ চৌকিটাও তো মানিক তোমাদের দিয়েছে।—এবার মানিকের মা বিমলা ঘরে ঢুকে বসে।

দেবী দাঁত মাজতে মাজতে, উত্তর দেয়, সব মিথ্যে কথা আমরা ওসব কথা বলিনি।

দেবী ভাবে যদি বলি হ্যাঁ বলেছি, ভাল করেছি, তাহলে রাগের মাথায় ঘরের সব কিছু নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলে আমাদের এই অবস্থায় সামান্য কিছু কিনে আনাও অসম্ভব। দেবীর কথা শুনে বিমলা আবার চেঁচায়, চৌকি থেকে নেমে 'বলিস নি? মাসির কাছে মিছে কথা বলতে তোর লজ্জা হয় না, ডাকবো তোদের নির্মলা-বৌদিকে।' দেবীর মুখের কাছে এসে বিমলামাসী বলে।

—ডাক। আমি বলি নি—দেবী উত্তর দেয়। কথায় কোন ভাজ নেই।

এমন সময় চন্দ্রা আটা নিয়ে ঢোকে। সে চট্ করে বলে—আমি ডেকে আনছি বৌদিকে।—বলেই সে আটা রেখে চলে যায়। 'মানিককে আমি বলে দেব। আর কক্‌খনো ও বাড়ি যাবি না। ওরা ছোটলোক। যার রূপে তুই মজেছিস, ও তোকে পাত্তা দেয় না। তোকে চাকর বাকর ভাবে।—বিমলা, মানিকের মার গলার বিরাম নেই। সমানে বকে যাচ্ছে। আবার চৌকিতে বসে।

দেবী মুখ ধুতে বাথরুম চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে যায়,—আপনার ছেলেকে আপনি বলবেন। আপনি আটকাবেন। আমরা কি করতে পারি? তবে আমি ওভাবে বলিনি।

দেখলে দিদি দেখলে? তোমার মেয়ের কথা বলার ধরন। মনে হচ্ছে মুখে ঝামা ঘসে দি—হাত নেড়ে দেখায় বিমলা।

সত্যবতী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলে—মাসির সাথে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানিস না। ক্ষমা চেয়ে নে। আমার পোড়াকপালি মেয়ে।

সত্যবতী জানে ওটাই মাসির রাগ কমাবার মোক্ষম দাওয়াই। ক্ষমা চাইলে বিমলাদি গলে যায়। কারণ বিমলাদি অনুকূল ঠাকুরের একনিষ্ঠ শিষ্যা।

এমন সময় চন্দ্রা নির্মলাবৌদিকে ডেকে এনেছে ঘরে। মুখ ধুয়ে দেবীও ঘরে ঢুকেছে। ঘরে এখন ছয়জন লোক। ছোট ঘরটাতে মাত্র এই ছয়জন লোকে ভরে যায়। লীলার হাঁপানির টানটা কমে এসেছে। সে উঠে বলে—বোসো বৌদি।

স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বৌদি বসে। সেসময় একটা বড়সড়ো টিকটিকি উপরের দিকে উঠে যায়। বিমলা প্রশ্ন করে—দাদা অফিসে চলে গেছে?

—ও তো নয়টায় বেরোয়—নির্মলা বৌদি বলে।

এরপরই শুরু করে বিমলা—তুমি আমাকে বলেছ কি না দেবীর নামে। দেবী আমার সম্পর্কে বলে বেড়ায়, আমার নাকি দেমাক। আমি ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি। দেবী না কি আমার ঋণ শোধ করে দেবে।

নির্মলাবৌদি সব কথা শুনে বলে—কথায় কথায় এরকম অনেক কথাই তো আমরা আলোচনা করি তা ওটা নিয়ে অতো মাথা ঘামাবার কি আছে। যান, বাড়ি যানতো। মাথা গরম করে মিলেমিশে থাকা যায় না।

এক কথায় দমবার পাত্র নয় এই বিমলা। সে বলে—মিলেমিশে থাকবো? আর নয়। অনেক থেকেছি। আমিই ওদের বেলুড়ে নিয়ে এসেছি। এই আমিই দিদিকে নার্স ইউনিয়ন অফিসে ঢুকিয়েছি। আর আমাকে কিনা ওদের বড় বড় কথা শুনতে হবে।

বিমলা এবার একটু থামে। দম নিয়ে আবার বলে—আর তোমায় কি বলবো দিদি? আমার মানিককে ওরা ওষুধ খাইয়েছে। সবসময় মানিক ওদের ঘরে, ওদের জন্য পয়সা খরচ করছে। বিমলা নির্মলাবৌদিকে দিদি ডাকে। যেমন ডাকে দেবীর মা, সত্যবতীও। এই বিমলা এবং সত্যবতী একই ট্রেনে হাবড়া থেকে কলকাতায় আসতো। লেডিজ কমপার্টমেণ্টে এদের আলাপ। দুজনেই বিধবা।

সুখদুঃখের কথা বলতে বলতে সত্যবতী একদিন জানায় তার কাজের কথা। তারপর একদিন বিমলা সত্যবতীকে নিয়ে আসে মানিকতলায়, নার্স ইউনিয়ন অফিসে। কাজ হয় সত্যবতীর। তারপর দুজনেই চলে আসে বাসা করে এই বেলুড়ে। আগে এসেছিল বিমলা, পরে সত্যবতী। সত্যবতী বলেছিল বিমলাদিকে—হাবড়া থেকে আসতে বড় কষ্ট। তুমি আমাকে খুবই কম ভাড়ায় একটা ঘর দেখে দাও। আসলে কষ্ট বা অসুবিধা ছিল না সত্যবতীর। হাবড়ায় সত্যবতীর দেওর সত্যবতীকে নার্স বা আয়া ঐ জাতীয় কাজ করতে বারণ করেছে। আবার তিন মেয়ে ও সত্যবতীকে ভরণপোষণ দিয়ে রাখতেও পারছে না। এই নিয়ে দুই দেওরের সাথে চরম অশান্তি হয়। 'ঐ সব আয়াটায়ার কাজ এখান থেকে হবে না বৌদি।' দেওর সুভাষ ঘরে বসে চেঁচায়। নিজেই দালান কোঠা করে নিয়েছে সুভাষ। একটি কোঠা একটি রান্না ঘর। সেনেটারি পায়খানা এখনো করে উঠতে পারে নি।

অন্য ঘর থেকে মেজো দেওর চিত্ত বলছে – সুভাষ ঠিকই বলেছে। আমরা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করছি। লোকে কি বলবে? তুমি বরং কলকাতায় একটা ঘর নাও বৌদি।

চিত্তরঞ্জনও একটি দালান কোঠা করেছে। রান্নাঘর ও পায়খানা করেছে। সুভাষেরা তিনভাই। মেজো ভাই চিত্তরঞ্জন হালদার, বড় ভাই প্রতুল হালদার, ছোটভাই সুভাষ হালদার। ওদের বাবা রবীন্দ্র হালদার পূর্ববঙ্গ থেকে এসে তিনকাঠা জমি পেয়েছিল। মৃত্যুর আগে তিন ছেলেকে ভাগ করে দিয়েছে, সমান সমান ভাগ। প্রথম প্রথম বেড়ার ঘর ছিল। পরে যে যার রোজগারে দালান কোঠা করে নিয়েছে। পারে নি সত্যবতীর স্বামী প্রতুল হালদার। রাজনীতি করতে গিয়ে মারা গেছে। রাস্তার মোড়ে বাঁধানো শহীদ বেদিতে লেখা আছে 'কমরেড 'প্রতুল হালদার অমর রহে'। ওদের কথা শুনে সত্যবতী উত্তর দিয়েছিল—'তিন তিনটি মেয়েকে নিয়ে ঘরভাড়া দিয়ে চালাবো কি করে? তোমরা তো পয়সাও সাহায্য করবে না।'

কথাটা শুনে সুভাষ বলে, 'ঠিক আছে, লীলা মাঝে মধ্যে এখানে থাকবে। তোমাদের তো এখানে একটা বেড়ার ঘর আছেই। আমার দুভাই ওর বাজার করে দেব!

সত্যবতীর এতে সায় ছিল।

এভাবেই সত্যবতী হাবডার স্বামীর অংশের ভিটেমাটিটুকু ছেড়ে এসেছিল।

তারপর থেকে এই বেলুড়ে বিমলাদির সাথে আছে।

নির্মলাবৌদি 'রান্না আছে' বলে চলে গেছে। বিমলার রাগ একটু কমে এসেছে। লীলা বিমলামাসির পায়ের কাছে বসে বলছে—আপনার মাসি দুই ছেলে। আমাদের কি কোন ভাই আছে যে দেমাক নিয়ে আপনার উপর কথা বলতে পারি।

বিমলা মাসি যাবার সময় বলে গেল—আবার যদি ওরকম কথাবার্তা শুনি, এই আমি বলে রাখছি, আমার যা আছে, সব কিছু আমি নিয়ে যাব। আর আজ থেকে আমি মানিককে বারণ করে দিচ্ছি। ও আর তোদের ঘরে আসবে না।

বিমলা চলে গেল। হঠাৎ আসে, একটা হৈচৈ বাধিয়ে চলে যায়। এখন বিমলা একটা বড় রকমের নার্সিং হোমের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই নার্স ইউনিয়ন থেকেই একজন পেসেন্টের মাধ্যমে ঢুকেছে। কিন্তু সত্যবতী পায় নি সেরকম সুযোগ। বিমলার মতো সত্যবতী সুযোগ করে নিতে পারে না। নিতে চায় না।

কারণ—

বিমলা একদিন সন্ধ্যার পর পেসেন্টের বাড়ি গেছে। পেসেন্ট একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় সোনামাসিকে ফোন করে একজন ভাল নার্স পাঠাতে বলেন। এই ডাক্তারের একটি মেয়ে স্বামীর সাথে কানাডায় থাকে। একটি মাত্র ছেলে কলকাতায় সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনে স্ত্রীর সাথে থাকে। ডাক্তারের স্ত্রী কলেজে পড়ান। কখনো নিজের বাড়িতে থাকে, কখনো বাপের বাড়িতে থাকে। দুটো বাড়িই কোলকাতার উত্তরে এবং দক্ষিণে।

বিমলা এই পেসেন্টের কাছে আগের বার এসে পাঁচদিন কাজ করে গেছে। তখনই বুঝতে পেরেছে ডাক্তারের কথাবার্তায় ডাক্তারের স্বভাব।

ডাক্তার বলেছে—সোনামাসি আমার পছন্দ মতো আয়া পাঠিয়েছে।

বিমলা চুপচাপ থেকে শুনেছে। ডাক্তার বলেছে—সামান্য কালো হলেও তোমার স্বাস্থ্য এখনও সুন্দর। আমার স্ত্রীকে তো দেখেছ। ভীষণ ফর্সা। এখন আর ফর্সা ভাল লাগে না। বিমলার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও সুঠাম স্বাস্থ্যের জন্য মনে হয় বিমলা ত্রিশ পেরিয়েছে। বিমলা চুপচাপ। কখনও ওষুধ দিচ্ছে। কখনও হাত-পা-গা টিপে দিচ্ছে।

শুধু একদিন বলেছিল—আপনি তো ডাক্তার। একটি ভাল জায়গায় নার্সের কাজে ঢুকিয়ে দেন না।

ডাক্তার বলে—সবাই একথা বলে। কিন্তু আমি যা বলি করে না।

বিমলা শান্ত হয়ে বলে—আপনি যা বলছেন তাই তো করছি।

ডাক্তার বিমলাকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বলে—আরও কিছু বলতে চাই। বলেই বিমলাকে জড়িয়ে ধরে। বিমলা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না। বরং সূক্ষ্ম চাপ দেয় ডাক্তার বুঝতে পারে।

ডাক্তার বলে—তোমার বুক দুটো এতো ভাল রেখেছো, এই বয়সেও। ষাটের কাছাকাছি আমার বয়স। আমার শরীরও গরম হয়ে উঠছে।

বিমলা কথা বলতে পারছে না। এতবড়ো নামকরা বিলিতি ডাক্তার, বিমলা যেন লাজুক যুবতী মেয়ে হয়ে গুটিয়ে যায়।

এক সময় বলে—আপনার স্ত্রী সাতটায় ফেরে।

শুনে ডাক্তার বিমলাকে ছেড়ে দিয়ে বলে—তাইতো!

আজ আবার সেই বাড়ি, ডাক্তার ধরের বাড়ি। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার। কলিং বেল বেজে ওঠে। ডাক্তার নিজে দরজা খোলে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিমলা বলে—বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে।

ডাক্তার উত্তর দেয়—না, গিন্নী বাপের বাড়ি। শাশুড়ির শরীর ভাল নেই। কাল আসবে।

বিমলা প্রথমবারেই ডাক্তারের কাছে সহজ হয়ে গেছে। সহজভাবেই বলে—আবার আপনার কি হল?

ডাক্তার উত্তর দেয়—কিছুই না। ভয়ানক পরিশ্রম। হার্টের অসুখ আছে। দু তিন মাস পর পাঁচ / ছ দিন পুরো বিশ্রমে না নিলে নয়। এখন আর টাকার পিছনে ছুটতে ভাল লাগে না, অবশ্য টাকাই আমার পেছনে ছোটে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—। ওরা ডাক্তারের ঘরে এসে যায়।

বিমলা জানতে চায়—মাঝে মাঝে আপনার কি ইচ্ছে হয়?

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—ডাক্তার বলে–আত্মমর্যাদার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে, নাম-যশ-অর্থের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে তোমার মতো শান্ত-নম্র-বিনয়ী মেয়েদের সাথে দুদণ্ড সুখ দুঃখের গল্প করি, যা খুশি তাই করি।

বিমলা এ কথার জবাব ধীর শান্ত সহজভাবে দেয়—করুন। সুখ দুঃখের গল্প করুন। আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করুন। আজ তো আমার নাইট ডিউটি। সারারাত আপনার সকল সেবাই আমাকে করতে হবে। আর আপনি তো ডাক্তার আমার ভয় কি? শুধু একটি কথা—

ডাক্তার শুয়েছিলেন দামি খাটে, নরম বিছানায়। উঠে বসে প্রশ্ন করে—কি কথা?

বল বিমলা।

বিমলা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনি বলেছিলেন, আমাকে একটা নামকরা নার্সিং হোমে ঢুকিয়ে দেবেন।

ডাক্তার বিমলাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে—বলে রেখেছি, সানসাইন নার্সিং ল্যাণ্ড।

বিমলা বিস্ময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে—ওরে বাবা সে যে অনেক বড় নার্সিং হোম। সেখানে?

ডাক্তার ধর বিমলাকে কাছে টেনে নিয়ে—পরশু তুমি দেখা করবে, হয়ে যাবে।

শুনেই ডাক্তার ধরকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয় এবং মুখটা ডঃ ধরের মুখের কাছে নিয়ে বলে—চুমু খাবো? এতবড় ডাক্তার, যদি কিছু মনে করেন, এ ভেবেই ও রকম প্রশ্ন।

ডঃ ধর বলেন—যত খুশি। যেখানে খুশি। তবে সাবধানে। হার্ট তো তেমন সুবিধার নয়।

এভাবেই বিমলা, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যা শরীরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসেছে। ফাঁকি দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করে নিতে পেরেছে। আজ বিমলার দুছেলে চাকরি করে। দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। দেড় কাঠা জমি কিনেছে। এখনও সানসাইন নার্সিং ল্যাণ্ডের বড় নার্স। এখনও ডঃ ধর ফোন করে মাঝে মধ্যে ডেকে পাঠান। বিমলা যায়। শুধু নিজেকে ব্যবহার করতে দিতে নয়। একজন বিখ্যাত সম্মানীয় ডাক্তারের সুখদুঃখের কথা, নিসঙ্গ মনের বেদনার কথা শুনতে ভাল লাগে বিমলার। দেবীর মা এরকমটি পারে না নারীর আত্মমর্যাদায় লাগে।

চার ॥ তুমি কেমন হায় সরলতা!

বিকেল চারটের সময় সোনামাসির ইউনিয়নে কেউ আসে না। এখানে আসার দুটো সময়। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে এবং সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে। ঐ দুটো সময়ের মধ্যে প্রাইভেট আয়া ও নার্সরা আসে ডিউটির আশায়।

প্রাইভেট নার্স ইউনিয়ন অফিসটি তৈরি করেছেন সোনা সোম। সোনা সোম ট্রেইণ্ড নার্স ছিল। বিশ বছর হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে কাজ করার পরেও কোন উন্নতির আশা না দেখে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলেছে মানিকতলায়। একটি বড় ঘর,

কাঠের পার্টিশন দেওয়া। এক ধারে রান্না ঘর, অপর ধারে অফিস এবং জানালার ধারে পুরনো আমলের জাম রঙের খাট। এখন সোনা সোমের বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। স্বামী আছে। পুত্র কন্যা নেই। সোনা সোমের প্রাইভেট নার্স ইউনিয়নে ট্রেইন্ড মেয়েরা আসে না, আসে নন্ ট্রেইন্ড মেয়েরা। তাদের সোনা সোম তিন মাস ট্রেনিং দেয়। প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে বেতন নেয়। তারপর এখান থেকেই তাদের কাজ দেয়। নন্ টেইন্ড বয়স্ক বিধবারাও আসে এখানে আয়ার কাজের জন্য। তাদের কাজ দেয় সোনা সোম। সোনা সোম এদেরকে এখান থেকে পাঠায় প্রাইভেট ফ্যামিলিতে রোগীর পরিচর্যার জন্য। শুধুমাত্র পরিবারের রোগীর সেবা করাই এদের কাজ। এখান থেকে অনেকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে সুযোগ পেলে চলে যায় সোমের নার্স ইউনিয়ন ছেড়ে। যেমন চলে গেছে বিমলা। সোনা সোম এতে আপত্তি করে না। তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলেই হলো। দশ ঘণ্টার কাজে দশটাকা প্রতিদিন। সেখান থেকে সোনা সোম কেটে রাখে আড়াইটাকা। সাড়ে সাতটাকা দিয়ে দেয় নার্সকে। আয়াদেরও একই রেট। ওদের কাছ থেকে সোনা কেটে রাখে তিনটাকা। দিনরাতের ডিউটির রেট পঁচিশ টাকা। সেখান থেকে সোনা সোম একটু কম কাটে, মাত্র ছয়টাকা বাদ দেয়। পঁচিশ পয়সা ছেড়ে দেয়। নার্স বা আয়ারা কেউ আপত্তি করে না। সোনা সোম মাঝে মাঝে রেগে যায়। তখন সে মুখ খারাপ করে। বিমলার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।

একদিন—

একদিন বিমলা অভিযোগ করেছিল সোনামাসির বিরুদ্ধে। বলেছিল—তুমি ডঃ ধরের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিলে কেন?

সোনামাসি সরাসরি উত্তর দেয়—খানকি বৃত্তি করলে আমি এরকমই করি।

বিমলা এখনও শান্ত গলায়—মুখ খারাপ করছো কেন?

সোনামাসি তখনও রাগেনি—মুখ খারাপ সাধে করি? আমার কাছে রিপোর্ট আছে। তোকে টাকা দেয়, একটা শাড়িও দিয়েছে। এসব আমি জানতে পেরেছি।

সোনামাসি সবাইকে, ছোট থেকে বড়, তুই তোকারি করে কথা বলে।

বিমলা বিধবা হলেও সাদা থান পরে না সত্যবতীর মতো। বিমলা শাড়ি ব্লাউজ রঙিন পরে এবং সাজতে ভালবাসে। কপালে নানারকম কালারম্যাচিং টিপ পরে।

সেই বিমলা বলে—আমি কি পাই, না পাই তোমার দেখার কথা নয়। তোমার

যা প্রাপ্য তা তোমার পেলেই হল।

এবার সোনামাসি রেগে যায়। বলে—তার মানে তুই শাড়ি তুলবি, আর আমি কিছু বলবো না। মনে রাখিস, আমার প্রতিষ্ঠানের একটা গুডউইল আছে। সেটা আমি নষ্ট করতে দিতে পারি না। মনে রাখিস, আমি এখানে বেশ্যালয় খুলিনি।

বিমলা রেগে যায়। সেও কথা শোনায়—তুমি আর ভাল সাজতে যেওনা সোনামাসি। তুমিও শাড়ি তুলে তুলেই এতবড় প্রতিষ্ঠানটা করতে পেরেছ। তুমিও তো ভন্ড পেসেন্টের কাছ থেকে টাকা খাও। আমার জানতে বাকি নেই। তিনবার তো স্বামী পাল্টেছো। তবুও তো ছেলেপুলে হল না। বাজা মাগির আবার কথা।

শেষের কথাগুলো শুনে সোনামাসি যা রেগেছিল তার চেয়ে তিন চার গুণ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে—কি বললি হারামজাদি খানকি। যা, বেরিয়ে যা, এখান থেকে। কোনদিন আমার কাছে ডিউটি চাইতে আসবি না। আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, কেন পুরুষ পেসেন্টরা তোকে চায়। কত কামিয়েছিস খানকিবৃত্তি করে? যা, বেরিয়ে যা, এখান থেকে, এখনি।—বলেই সোনামাসি বিমলার চুলের মুঠি ধরতে যায়। বিমলাও সোনামাসির শক্ত হাতটা আরও শক্ত হাতে চেপে ধরে নামিয়ে দিয়ে বলে—আমার পয়সা আমাকে মিটিয়ে দে। আমি চলে যাচ্ছি।

সোনামাসি চেঁচিয়ে বলে—এক পয়সাও পাবি না। চলে যা, তা নাহলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

ঘরে অনেকেই ছিল ডিউটির আশায়। সত্যবতীও ছিল। সত্যবতী বুঝলো রাত আটটা পেরিয়ে গেছে, ডিউটি পাবার আর আশা নেই। তারপর এরকম অশ্লীল ঝগড়া। সে সোনামাসিকে বলে চলে গেল। সোনামাসি তখনও গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে বিমলাকে—রুগী সেবার নাম করে গোদা গোদা মাই দেখিয়ে আর শাড়ি তুলে পয়সা কামাচ্ছিস। যা বেরিয়ে যা। আর এখানে ডিউটি চাইতে আসবি না। এমন সময় ফোনের রিং বেজে ওঠে। সোনামাসি ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে বলে—হ্যাঁ বলুন, সোনা সোম বলছি। সোনা মাসির গলার স্বর ভদ্র হয়ে যায়। শান্ত, ধীর তার সাথে মেশানো সামান্য শ্বাসকষ্ট।

ফোনের ওপারের কন্ঠস্বর—আমি ডঃ ধরের স্ত্রী ফোন করছি। শ্বাসের কষ্ট, ডাক্তার দেখে গেছেন, একজন নার্স দরকার। উনি বললেন, কে একজন বিমলা নামে আছে, তাকে পাঠিয়ে দিন।

সোনামাসি জানিয়ে দিল—হ্যাঁ এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি! তবে বিমলা যাবে না। তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি।

রিসিভার রেখে দিয়ে সোনামাসি অপেক্ষায় থাকা একজন নার্সকে বলে—যাও তো সত্যবতীকে রাস্তায় পেয়ে যাবে, ডেকে আন।

একজন নার্স চলে যায়। সত্যবতী হাওড়ার বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে নিয়ে যায়। একেই বলে ভাগ্য, সত্যবতী ভাবে।

এরপর বিমলা সোনা সোমের নার্স ইউনিয়নে আর কোনদিন আসে নি। আসার প্রয়োজনও ছিল না, সানসাইন নার্সিং ল্যাণ্ডে কাজ পেয়ে গেছিল।

সোনা সোম চারটের পর অবসরে থাকে। এ সময় সে বিশ্রাম করে। সোনা সোমের মেজাজ এসময় ঠাণ্ডা থাকে। সত্যবতী এসব জানে। সেমত সে তার বড় মেয়ে দেবীকে নিয়ে এল চারটের পর! সোমা সোম অফিস ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়ছিলো। সোনা সোমের দুটি ঘর, একটি ঘরে থাকে, অন্য ঘরটি নার্স ইউনিয়ন অফিস চালায়। অনেকের ধারণা ওটা বোধ হয় নার্সদের রাজনৈতিক ইউনিয়ন। সত্যবতী এমত ভুলধারণা অনেককেই শুধরে দেয়।

ঘরে ঢুকেই সত্যবতী বলে—দিদি, মেয়েকে নিয়ে এলাম।

সত্যবতীর গলার স্বর শুনে সোনাদি বইটা পেজমার্ক দিয়ে পাশে রেখে চোখ তুলে তাকায়—বেশ করেছ, ভাল করেছ।

সোনা সোমকে সবাই মাসি বলে, একমাত্র সত্যবতী তাকে দিদি বলে।

সোনাদি সামনের দিকে ঝুকে বসে প্রশ্ন করে দেবীকে—কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছ? কি নাম তোমার?

দেবী ধীর স্থির উত্তর দেয় যেন পাত্রপক্ষ প্রশ্ন করছে—স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।

চাকরির অফারে দেবীর ঠোঁটে শেফালি ফুলের হাসি নেই। মুখে নেই চাঁদের সরলতা। নেতিয়ে পড়া অবাধ্যতা, কঠোরতা দেবীর চোখে মুখে। বুঝতে পারে সোনা সোম। মনে মনে ভাবে, এরকম মেয়েই চায় সে। আহা, বেশ সুন্দর! একটা পাশ। রোগিদের কাছে এদের চাহিদা অনেক। তবু বলে—নার্সের কাজ কিছু জান? ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর নাম শুনেছো?

দেবী উত্তর দেয়—মার কাছ থেকে শুনে শুনে কাজ সম্পর্কে একটা আইডিয়া আছে। নাইটিঙ্গেল ইংলণ্ডের একজন নার্স। তিনি নার্সদের আদর্শ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি সৈন্যদের দিনরাত সেবা করেছিলেন। তিনিও আপনার মতো নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন গড়েছিলেন।

—বাঃ বাঃ তুমিতো আমাকে অবাক করলে। এতো ভাল জানো নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে—মুখে বলে সোনা সোম। দেবীকে দেখছে আর মনে মনে ভাবছে সোনা

এরকম সুন্দরী মেয়েদেরকেই আমার পয়সাঅলা ঘরের পুরুষ খদ্দেররা চায়। এরা সমাজের চোখে গাম্ভীর্য রপ্তকরা সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। এরা সোনামাসিকে সমাজের কাছে নাইটিঙ্গেলের সাথে তুলনা করে, প্রয়োজন হলেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।

তা ঠিক আছে। অসুবিধায় পড়তে হবে না। আমি শিখিয়ে নেবো—বলতে বলতে সোনা হাঁকে—মিনতি চা দিয়ে যা। মিনতি সোনা সোমের কাছে থাকে। সে বি. এ পড়ে। এই সোনাই বাপ-মা হারা মিনতিকে এখানে নিয়ে আসে দশ বৎসর বয়সে। সবাই জানে মেয়ের মতো মিনতি থাকে এখানে। সোমার কোন সন্তান সন্ততি হয় নি। সোনার ভীষণ ইচ্ছে, ওর একটা সন্তান হোক। সে দুবার বিয়ে করেছে। প্রথমটি মারা গেছে। পরে যাকে বিয়ে করেছে, সেও তাকে সন্তান দিতে পারে নি। এ ছাড়া একটি সন্তানের জন্য অবৈধভাবে একজন পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গ ঘটিয়েছিল বেশ কয়েকবার। সেও সন্তান দিতে পারে নি। এবং পুরুষ বন্ধুটিকে সরিয়ে দিয়েছে, কারণ নার্স ইউনিয়নে এনিয়ে কানাকানি তার কানে এসেছে। সোনা সোম নার্স ইউনিয়নকে ভীষণ ভালবাসে। এটাকে সে নষ্ট হতে দিতে চায় না।

এই সোনা সোম, অনেক সন্তানের জন্মমুখ খুলে দেয়। সে পারেনি শুধু নিজের সন্তানের জন্মমুখ খুলে দিতে। সোনার আর্থিক সাফল্য জীবনকে ঢেকে দেয় সন্তান-আকাঙ্ক্ষার বিকল কালো চাদর দিয়ে। পরে সে বুঝতে পারে দোষটা নিজের, ডাক্তারও তাই বলেছে। তবু সোনা স্বামীকে দেখতে পারে না। স্বামী পোষা জীবের মতো সোনার সংসারে চলাফেরা করে। একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। সামান্য বেতন। দুমুঠো খেতে পায়, রাতে শুতে পায়, আর নার্স ইউনিয়নের ব্যবসা চালিয়ে নিতে সোনাকে সাহায্য করে। হিসেবনিকেশ রাখে, চুলচেরা হিসেব নিকেশ। বি. কম পাশ সোনার স্বামী। লাভের অংকটা ভাল বোঝে মনীন্দ্র, সোনার স্বামী। আর খুব বিশ্বস্ত, সোনাকে ভীষণ ভালবাসে। স্বামীর ঘর দোর নেই বাবা মা ভাইবোন নেই। সোনার কাছেই থাকে, এসব কারণে সোনা খুব খুশী।

সোনামাসি বোঝায় দেবীকে—আমার এখানে, সেবাই ধর্ম—এটা মেনে নিয়ে যত বেশী মন দিয়ে কাজ করবে, তত বেশি তোমার চাহিদা বাড়বে। টাইম মতো অ্যাটেন্ড করা, রোগী যা চায় সেভাবে কাজ করা। এসব করতে পারলে দেখবে কোনদিন তোমার ডিউটির অভাব হবে না। সোনা দেবীর চতুর দৃষ্টির পাঁপড়ি খুলে দেয়। দেবীর ডিমের মতো মুখটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সামান্যতম ভাবান্তর লক্ষ্য করে না।

এবার দেবীর মা● দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় সোনা, বলে—তোমার তো বয়স হচ্ছে। তোমার ডিউটিও আগের মতো আমি আর পাচ্ছি না। এবার তোমার মেয়ে কাজে লাগুক। তবে তুমিও এসো। না আসতে পারলে তোমার মেয়েকে বলে দেব। তোমাকে খবর দেবে। তখন চলে আসবে।

মিনতি চা নিয়ে আসে। সবার হাতে চা দেয়। সাথে একটা নিমকি বিস্কিট। সবার হাতে চায়ের কাপ। সোনার হাতে চায়ের কাপ এবং প্লেট। হাতে নিয়েই সোনা কথা সাজায়—সবই তো তোমার মেয়েকে বুঝিয়ে বললাম আবারও বলি, তোমার মেয়ে মনেপ্রাণে রাজী হয়েছে তো ?

সত্যবতী প্রথমে হাসে, তারপর বলে—রাজী হয়েছে বলেই তো নিয়ে এসেছি দিদি। কদিন আর উপোস দিয়ে থাকা যায়। একমাস হল ডিউটি পাচ্ছি না। ও কবে থেকে জয়েন করবে দিদি ?

সোনা চায়ের সাথে বিস্কিট খায় না। সে চায়ে চুমুক দিতে শুরু করেছে। সত্যবতী চায়ের সাথে নিমকি বিস্কিট ভিজিয়ে খায়। সোনা আবার শুরু করে—দেখ দেবী, প্রথমে কয়েকমাস তোমাকে আয়ার কাজ করতে হবে। তবে তোমাকে এ কাজ বেশিদিন করতে হবে না। কয়েক মাস। তারপর তোমাকে নার্সের কাজে ঢুকিয়ে দেব। প্রথম প্রথম বেডপ্যান ধরতে হবে। পেচ্ছাব করাতে হবে। দেখ, পারবে তো এসব কাজ ? এখনও ভেবে দেখ রাজি আছ কিনা ? কথাগুলো শেষ করেই সোনা দেবীর মুখের দিকে তাকায়। এবার একতিল হাসি দেবীর ঠোঁটে সোনা লক্ষ্য করে। দেবী উত্তর দেয়—রাজি না হলে, আপনার কাছে আসবো কেন ?

দেখবে দেবী, নামটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, দেবীর মতো চেহারা তোমার, দেখবে এখান থেকে কাজ করতে করতে। এমন সময় একটা ফোন আসে। সোনা ফোন ধরে। বাকি কথাটা শেষ হয় না। সোনা সোমের ইজিচেয়ারের পাশেই ছোট টেবিলে ফোন থাকে। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সে ফোনে কথা বলে। শেষ কথাটা স্পষ্ট শুনতে পায় সত্যবতী, ঠিক আছে। আগামিকালই সকালে পাঠিয়ে দেব।

সোনার শেষ কথাগুলো সত্যবতীর বুকের মধ্যে ফোয়ারার সাদা বলের মতো লাফাতে থাকে এই আশায় যে সোনা বোধহয় ডিউটিটা সত্যবতীকেই দেবে। আশা, এই বুঝি সোনা ফোন নামিয়ে রেখে বলবে—'সত্যবতী, যাক্ তুমি ডিউটি পেয়ে গেলে।

হায় সরলতা, তুমি কেমন ? মানুষ যাহা আশা করিয়া থাকে, কল্পনার কথা বলিতেছি না, তাহা সত্য করিয়া তুলিতে পার না, হায় সরলতা। সরলমতী সত্যবতী

আশা করিয়াছে সে আজ ডিউটি পাইবে। এই আশা কি সত্যবতী করিতে পারে না? না করিতে পারে না। কারণ সত্যবতী সকলকেই সরল ভাবে, জটিল ভাবে না। তবুও সত্যবতী টিকিয়া থাকিবে এই সংসারে।

কিন্তু সোনা সোম তা বললো না। সে বলে—হ্যাঁ যা বলছিলাম দেবী। এখান থেকে কাজ করতে করতে অনেকে ঘর বাড়ি করেছে। অনেকে ভাল হাসপাতালে সিস্টার হয়েছে। অনেকে মেট্রন হয়েছে। রুগীর মন জয় করতে পারলে, তুমিও একদিন হতে পারবে। এদের হাতে অনেক পয়সা। সামান্য অসুস্থতার কারণে এরা নার্স ডেকে পাঠায় আমি আশা করি দেবী, তুমি পারবে।

সত্যবতী ভাবছে তার ডিউটির কথা। ফোন এল, নার্স চাইলো। অথচ সোনা ঐ বিষয়ে কিছুই বললো না। কাকে দেবে না দেবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তাহলে কি দেবীকেই প্রথম এই কাজে লাগিয়ে দেবে? ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে? সোনা সোম আবার শুরু করে—তবে হ্যাঁ, অনেক ধরনের রুগী আছে। তোমাকে সেসব বুঝেসুঝে চলতে হবে। বুঝলে? কোন রকম অসুবিধা বুঝলে আমাকে বলবে।

তবুও দেবী অসহায় নারীর মতোই বলে—আপনার কথা শুনে খুবই প্রেরণা পাচ্ছি মাসি। তবুও ভয় হয়।

সোনা বুঝতে পারে, দেবীর ভয়টা কোথায়।

দেবী, কাঁচা পয়সা তোমার ভয়কে সাহসে পরিণত করিয়া ফেলিবে! তোমাকে করিয়া তুলিবে বেপোরোয়া। তখন তুমি আমার কথা ভাবিবে। আমার স্বার্থ দেখিবে। আমি তোমাকে সাহস দিব। অর্থ উপার্জন করিও আমি বাধা দিব না। তবে আমাকে অর্থের কিছু অংশ দিতে হইবে। সবাই দেয়, তুমিও দেবে। বিমলা চালাকি করতে গিয়েছিল। একাই আত্মসাৎ করিবে ভাবিয়াছিল। আমি তাড়াইয়া দিয়াছি। তবে সে চতুর মহিলা, কাজ গুছাইয়া লইয়াছে। তাহা সে লইতে পারে, আমি এখন তাহার অন্ন মারিতে চাহি না। কারণ আমি নাইটিঙ্গেলের সেবা ধর্ম মনে রাখি। উহা আমার বিবেককে নষ্ট হইতে দেয় না। দেবী, এই সব কাজ সবাই করিতে পারে না। যেমন তোমার মা সত্যবতী করিতে পারে নাই। আশা করি, তুমি পারিবে।

সোনা অভিজ্ঞ দিদিমণির মতো অভয় দিয়ে বলে, প্রথম প্রথম ভয় হবে। তারপর ভয়ডর কেটে যাবে। তাছাড়া আমি তো আছি। আমার এখানে বদনামের ভয় নেই। বদনাম যাতে না হয় সেটা আমি লক্ষ্য রাখি। তবে আমাকে সব বলতে হবে। লুকোবে না কিছুই। লজ্জা করবে না, ভয় করবে না।

দেবী দেবীর মতো হেসে বলে, আমি কি পারবো মাসি সব মানিয়ে নিতে?

—মানুষ সবই পারে। যারা পারে না, তাদের দুঃখও ঘোচে না।—বলেই সোনাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। দেবী আবার মায়ের পাশে এসে বসে।

—দিদি, একমাস হয়ে গেল বসে আছি একটা ডিউটির জন্য—কাকুতি মিনতি করে সত্যবতী।

—হবে হবে। এবার যেমন করেই হোক তোমাকে একটা দেব।

সোনা সোম বেশির ভাগ বৃদ্ধ রুগীদের কাছে সত্যবতীকে পাঠায়। একমাস হয়ে গেল এরকম কোন রুগীর বাড়ি থেকে ফোন আসছে না। সোনা বলে—তোমরা একটু বোসো। বাথরুম সেরে আসছি।

ঘরে এখন দেবী এবং দেবীর মা। সোনা চলে যেতেই দেবী বলে, দেখলে ফোনে একটা ডিউটির খবর এল, তোমাকে দিল না। তোমাদের ঐ দিদিটি বেশি সুবিধের নয়। তবুও কাজ আমি করবো। দেখা যাক্, কি হয়।

না করলে উপায় কি? খাব কি? মানিকের মা আর নির্মলাবৌদি যদি না দেখতো তাহলে তো এদ্দিনে সগ্গোবাস করতে হতো।—সত্যবতী কথাগুলো নিম্ন কণ্ঠস্বরে বলে দেবীকে।

সে সময় ঐ কথার সূত্র ধরে দেবী বলে—কেন কাকুরাও তো লীলার সাথে কিছু না কিছু দিয়ে পাঠায়। তুমি গেলেও তো দেয়।

সত্যবতী এ কথার উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ আর কেউ কথা বলে না। পুরনো আমলের দেয়াল ঘড়িটার শব্দ দুজনের হৃৎপিণ্ডের ওঠা নামার সাথে মিশে যায়।

সোনা সোম ফিরে আসে। খোলা চুল, ঘাড় পর্যন্ত। হাত-কাটা ছোট ব্লাউজ। পিঠ এবং পেটের বেশির ভাগ খোলা। নাভি থেকে অনেকটা নামিয়ে শাড়ি পরা। ফরসা চামড়া, চল্লিশের সোনা পুরুষের চোখে এখনও কামনা জাগাতে পারে।

দেবীর হাসি পায় বয়স্ক মেয়েমানুষের ঐরকম সাজ দেখে। আবার এসে ইজিচেয়ারে বসে সোনা। এবার পায়ের ওপর পা তুলে দেয়। হাত দুটো মাথার

দিকে লম্বা করে তুলে দেয়। দেবীর নজরে আসে সোনামাসির না-কামানো বগলে অসম্ভব চুল। মেয়েদের অতো চুল হয় ? দেবীর এই প্রথম অশ্লীল অভিজ্ঞতা।

সোনামাসি তোমার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইতেছে না। হয়তো কাজ করিতে করিতে তোমাকে বুঝিতে পারিব। তোমার মাতৃইচ্ছা, তোমার সেবাধর্ম কতটা সঠিক, পরে বুঝিতে পারিব। সোনামাসি, হাত দুইটা নামাইয়া রাখুন। নাভির কাছে শাড়িটা তুলিয়া আনুন। মনে রাখিবেন শরীরের গঠন নারীদের সৌন্দর্যের একদিক, শোভনতা ও শালীনতা নারীদের সৌন্দর্যের অন্যদিক। চোখই কামনার দর্পন, শরীর নয়।

এমন সময় সোনা সোমের স্বামী মণীন্দ্র ঢোকে। পাখার হাওয়াটা বাড়িয়ে দেয়। সোনা বলে—বাড়াবে না। যা আছে থাক্। আমার শরীর ভাল নেই।

মণীন্দ্র পাখা কমিয়ে দেয়। সোনার সামনে একটা চেয়ারে বসে। দেবী ও সত্যবতী উঠে দাঁড়ায়। যাবার আগে দেবী জানতে চায়, তালে আমি কবে আসবো ?

সোনা সোম উত্তর দেয়—রাতের ডিউটি একটা হাতে আছে। আজই হতে পারে। তবে তোমাকে এখনই রাতের ডিউটি দেব না। তুমি বরং আগামীকাল এসো। সকাল সাতটার মধ্যে। পাওনা গণ্ডার কথা তোমার মা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে।

সত্যবতী জবাব দেয় চট্পট—আমি সব বলে দিয়েছি দিদি। কিন্তু আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। একমাস চালাতে অনেক ধার করতে হয়েছে। মা-বেটিতে মিলে এবার শোধ করতে হবে।

সত্যবতী হাত দুটো জোড় করে বলে যেন সে মাটির মূর্তির দেবীকে অঞ্জলি দিচ্ছে। সোনা সত্যবতীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু সত্যবতী সোনাকে দিদি বলে।

—তোমার উপযুক্ত কাজ এখনো আসেনি। আগে তোমার মেয়েকে কাজে লাগাই। পাঁচ ছ দিন অপেক্ষা কর, পেয়ে যাবে।—বলেই সোনা সোম ভাবে, বলা যায় না সত্যবতীকে এই মুহূর্তে একটা ডিউটি দিয়ে দিলে মেয়েকে আর কাজে পাঠাবে না।

দেবী এবং সত্যবতী নার্স ইউনিয়ন অফিস থেকে বের হয়ে এলো রাস্তায়। এখন দুজনে বাড়ি ফিরবে বলে হাওড়া স্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। মানিকতলা থেকে হাওড়া স্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে যাবে। সত্যবতীর হাতে একটা চামড়ার ছোট্ট লেডিস

ব্যাগ আছে, তবে সেখানে কোন পয়সা নেই। আর দেবীর হাতের মুঠোর গিট বাঁধা লেডিস রুমালে আছে একটা অচল এক টাকার কয়েন। সেটা দেখিয়ে সরকারি বাসে এসেছিল, নামিয়ে দেয় নি। কিন্তু পুনরায় ওভাবে যাবার ইচ্ছে ছিল না বলেই দেবী বলেছিল—মা, চলো হেঁটে যাই।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে যখন দেবী মাকে নিয়ে হাওড়া ব্রীজ পার হচ্ছিল, তখন দেবী ব্রীজের মাঝখানে এসে রুমালের গিট খুলে অচল কয়েনটা বের করে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পাঁচ ॥ কেউ কেউ আপন হয়, কেউ কেউ পর।

ঘরে আটা ছিল না। সামান্য মুড়ি কেনার পয়সাও ছিল না। ফলে সকালের খাবারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সকাল নটা-দশটায় চন্দ্রার খুব খিদে পায়। রাতের বাসি রুটি একটা ছিল। লীলা সেটা আগেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। গত কাল থেকেই লীলার হাঁপানীটা সামান্য বেড়েছে। তবুও চন্দ্রা মেজদিকে সকালের খাবার নিয়ে খোটা দিয়েছে, খারাপ খারাপ কথা বলেছে। খিদে পেলে চন্দ্রা আর ভদ্র থাকতে পারে না, ছোটলোক হয়ে যায়। খানকি, ওলাওঠা, মাগী, মরগে যা, এসব ভাষা চন্দ্রার মুখে খিদের সময় আটকায় না। কিন্তু লীলা রাগে না। ও জানে ছোটবোনের মেজাজ। এই বোনই দুটো পেয়ারা পেলে একটা নিয়ে আসে মেজদির জন্য। এই বোনই কেউ বাদাম খাওয়ালে ঠোঙার তলায় সামান্য কয়েকটা বাদাম নিয়ে আসে মেজদির জন্য। হাঁপানির টান বাড়লে গরম তেল মালিশ করে দেয়।

চন্দ্রাকে অনেকেই মোটা রুটি বলে, সামনে নয়, পেছনে। সামনে বললেও চন্দ্রা কিছু মনে করে না, হাসে। ও একটু মোটা বটে, তবে ও মোটা রুটিও খেতে ভালবাসে। মা সত্যবতী ওর জন্য একটা রুটি মোটা করবেই। নিমেষে খেয়ে নেয় আঁখের গুড় দিয়ে এই চন্দ্রা। চন্দ্রা জানে, কোথায় গেলে সে এখন রুটি খেতে পাবে। মানিকদার বাড়ি গেলে সে এখন তিন-চারটে রুটি পাবে। বড়দি এখন টিউশনিতে। ফিরবে এগারোটায়। তারপর হয়তো রুটি বা আটা কিনে আনবে। সে এখন অনেক দেরি।

চন্দ্রা মানিকদার বাড়ি যায়। দশটার আগে যেতে পারলে মানিকদার সাথে দেখা হয়। যে সময় চন্দ্রা মানিকদার বাড়ি পেঁছয়, সে সময় মানিকদার খাওয়া হয়ে গেছে। মানিকদাদের বাড়ির কড়া নাড়তে হয় না। বার ঘর এক উঠোন। খোলা সদর দরজা, সর্বদাই খোলা। তারপর উঠোন, লম্বা উঠোন। মানিকদার ঘর।

মানিকদা জামা প্যান্ট পরছে। ঘরে ঢুকে চন্দ্রা বলে, মাসিমা কোথায়? মানিকদা উত্তর দেয়—দোকানে গেছে! এখনি আসবে। দরজা বন্ধ করো। চন্দ্রা দরজা বন্ধ করে। একটু হেসে বলে—খিল দেবো?

মানিক চন্দ্রার গাল টিপে দিয়ে বলে—তোমার ইচ্ছে।

চন্দ্রা তার ইচ্ছা প্রকাশ করে। খিল দেয়। তারপর বলে—খিদে পেয়েছে মানিকদা। রুটি আছে?

—মা কি তোর জন্যে না রেখে পারে। আছে নিশ্চয়ই।—বলেই মানিক মাথা আঁচড়ায় তাকে বসানো ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। এনামেলের বাটির উপর প্লাস্টিকের ঢাকনা সরিয়ে চন্দ্রা চারটে রুটি পায়, তরকারি পায়। বলে—সব কটাই খেয়ে নেব?

—তোমার জন্যেই রাখা। খেয়ে নাও।—বলেই মানিক টাকা পয়সা,রুমাল, ট্রেনের মান্থলি সব গুছিয়ে নেয়, পকেটে রাখে।

খেতে খেতে বলে চন্দ্রা—'তোমার ট্রেন কয়টায়?

মানিক জবাব দেয়—দশটা কুড়ি। মানিকের প্যাণ্ট-গেঞ্জি পরা হয়েছে দেখে চন্দ্রা চিবোতে চিবোতে বলে—অনেক দেরি, পৌনে দশটা বাজে। পুরোনো আমলের টেবিলওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলে, ঘড়িটা পাঁচ মিনিট স্লো।

মানিক বসে থাকে, চন্দ্রার খাওয়া লক্ষ্য করে। খিদে পেলেই চন্দ্রা এ বাড়িতে চলে আসে। মা তাকে যত্ন করে খাওয়ায়। দেবীর খিদের কথা কখনও কাউকে বলে না, চেপে থাকে। চন্দ্রা সহজেই বলে দেয়। চন্দ্রাকে মানিকের মা খুব ভালবাসে। দেবীকে ভালবাসতে পারে না। মানিক জামাটা গায়ে দিতে গিয়ে দেখে বোতাম নেই। রেগে যায়। বলে মাকে, বারবার বলি বোতামটা লাগিয়ে দিতে। বোতাম ছাড়াই অফিস যেতে হবে। ভাগ্যিস পিওনের কাজ! ছেঁড়া জামা পরে গেলেও ক্ষতি নেই। শেষের কথাটা অভিমানের। চন্দ্রার রুটি খাওয়া হয়ে যায়। মুখটা ধুয়ে হাতটা মুছে জামাটা মানিকদার হাত থেকে নিয়ে বোতামটা লাগিয়ে দেয় চন্দ্রা। মানিক জামাটা পরে পায়ে চটি গলায়। রঙ চটা ধুলোয় ভরা চটিটা চন্দ্রার নজরে চলে আসে! চন্দ্রা মানিকদার পায়ের কাছে বসে ময়লা ন্যাতা দিয়ে মুছে দেয়। এ বাড়িতে ব্রাশ নেই, কালো রঙ নেই। ন্যাতা দিয়ে ঘসে ঘসে চন্দ্রা চটি জোড়া পরিষ্কার করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বলে—বাব্‌বা কি ময়লা। মানিক হাসে। চন্দ্রা প্রায়দিনই এ সময় আসে। মাসিমার, মানিকদার টুকটাক কাজ করে দিয়ে যায়। আজ মানিক বলে—সত্যি, তোমর সাথে তোমর দিদির

কত পার্থক্য !

চন্দ্রা অল্প হাসে, বলে—কার সাথে কার তুলনা। দিদি দেখতে কতো সুন্দর। মাধ্যমিক পাশ করেছে, টিউশনি করে।

মানিক চন্দ্রাকে কাছে টেনে নেয়। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বলে—তুমিই বা খারাপটা কিসে। যার স্বভাব ভাল, মন ভাল সেতো আরও সুন্দর।

চন্দ্রার মুখে সর্বদা গরম ভাতের মতো হাসি লেগে থাকে। এখনও একদানা ভাতের মতো হাসি লেগে আছে। ভাতের মার পড়লে যেমন গরম ভাত চিক্ চিক্ করে, ঠিক সেরকম মানিকদার কথার স্পর্শে চন্দ্রার হাসিটুকু চিক্ চিক্ করছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কালো মানিক চন্দ্রাকে আরো চেপে ধরলে চন্দ্রা বলে—ছাড়ুন। মাসিমা এসে যাবে। আমি না আপনার শালী, শালীকে ওভাবে ধরতে নেই।

মানিক চন্দ্রাকে আলগা করে দেয়। চন্দ্রা মানিকদার বুকের কাছ থেকে সরে আসে না। মানিক বলে 'আর দূর, আমার তো মনে হয় না, দেবী আমাকে বিয়ে করবে। ও ভাবে ওর ঐ সুন্দর চেহারাটা দিয়ে রাজ্য জয় করবে। তা করুক। দেখুক, চিনুক সমাজটাকে, আমি চলি। মা না-আসা পর্যন্ত থাকবে। অন্যের বাড়িতে গিয়ে বেশি টিভি দেখবে না, তুমি যা ছটফটে। এটা আবার দেবীর মধ্যে নেই। বলে মানিক বেরিয়ে যায়। চন্দ্রা দরজা ভেজিয়ে দেয়। মানিক ভাবতে ভাবতে যায় এরপর চন্দ্রা জামা কাপড় বিছানা তোষক সব গুছিয়ে রাখবে। এঁটো বাসন, চায়ের কাপ প্লেট ধুয়ে মুছে রাখবে। ঘর ঝাট দেবে। রান্নাঘরটা গুছিয়ে রাখবে। মানিকদার গেঞ্জিটা কেচে রেখে দেবে। মা দোকান থেকে ফিরে আসবে। বলবে, খেয়েছিস। তোর জন্যে রুটি তরকারি রেখে দিয়েছিলাম। আজ দুপুরে আসিস। পাকা চুল তুলে দিবি।

চন্দ্রা আসবে, দেবীকে না জানিয়ে, মাকে না জানিয়ে। চন্দ্রা এভাবেই এ বাড়িতে লুকিয়ে আসে, যায়।

ছয় ।। দেবী অন্ধকার সরিয়ে এগোচ্ছে।

দেবীর সাথে মানিকের দেখা হল তিনদিন পরে। দেবী ডিউটি দিয়ে ফিরছিল। একই ট্রেনে মানিকও ফিরছিল। রাত তখন আটটা হবে। বহুদিনের ব্যবহৃত রঙ চটে যাওয়া কালো শাড়ির মতো অন্ধকার প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে। সেখানে মানিক

দেবীকে দেখতে পায়। মানিক পেছনে। দ্রুত হেঁটে কাছে যায়। ডাকে—এই দেবী।

দেবী দাঁড়ায়। পেছন ফিরে তাকায়। মানিক এখন দেবীর পাশাপাশি। দুজনে হাঁটে। মানিক বলে—তুমি নাকি নার্সের কাজে ঢুকেছ?

দেবী উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

তারপর ঠিক আবদার বলা যায় যায় না, অভিযোগের সুরে বলে—অনেকদিন তো যান নি আমাদের বাড়ি। কি হল?

মানিক দেবীর কথার উত্তর না দিয়ে আশাভঙ্গতা এনে বলে—শেষপর্যন্ত ঐ কাজেই ঢুকলে? আমার ইচ্ছে ছিল না।

কেন—দেবীর কথায় আলোর স্পষ্টতা—আপনার মা-ও তো ঐ কাজ করে।

এ কথার জবাব দিতে মানিক এক পলকও সময় নেয় না—মার ঐ কাজ আমি পছন্দ করি না। মাকেও পছন্দ করি না।

দেবীর কথার তেজ নেমে আসে—আপনি তো পারলেন না। আমি তো আপনার ইচ্ছাকেই পূরণ করতে চেয়েছিলাম। পারলেন কোথাও ঢুকিয়ে দিতে?

মানিক দেবীর এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না। দেবী পুনরায় বলে—তাছাড়া কাজ, কাজই। আমি তো চুরি করছি না। বেশ্যাগিরি করছি না।

দেবীর এই কথায় ক্রোধ ছিল। মানিক সেটা বুঝতে পারে।

দেবী, আমি তো তোমাকে বিবাহ করিতে চাই। আমি তো তোমাকে ভালবাসিতে চাই। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। ভয় পাই, কারণ তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখান কর। কারণ আমি তো দেখিতে সুন্দর নই। আমি তো চতুর্থশ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মী। আমি বুঝি, তুমি আমার সাহায্য চাও, আমার ভালবাসা চাও না। কিন্তু আমি তোমার ভালবাসা চাই। আমি বুঝি, তোমার অহংকার আছে, তোমার স্বপ্ন আছে। কিন্তু তুমি ছাড়া আমার কোন স্বপ্ন নাই। আর যাহা আছে তাহা শুধু বাঁচিয়া থাকা এবং বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করা।

মানিকচন্দ্র এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলে—সত্যি দেবী, আমরা শুধু বলতে পারি না, করতে পারি না। করতে পারি না বলেই আপন করে চাইতে পারি না।

তারপর আবার একটু চুপচাপ। সিগারেট ধরিয়ে সামান্য শূন্যে সময়টাকে

পূরণ করে দেবে তাও মানিক পারে না, কারণ সে সিগারেট খায় না। পাশাপাশি দুজনে হাঁটে নিত্যযাত্রীদের ভিড়ের ভেতর দিয়ে। যত ভিড় বেলুড় স্টেশনের খানিকটা রাস্তা। তারপর লোকের ভিড় কমতে থাকে। বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকেই মানিক বলে—তোমাদের ছুটি কটায়? দেবী জানিয়ে দেয়—আমাদের ছুটি নেই। তবে সপ্তাহে একদিন কামাই করা যায়। তবে দশ টাকা, না দশ টাকা নয়, সাত টাকা কাটা যাবে। এ লাইনে এটাই খারাপ।

মানিক দশ টাকা, সাত টাকার মানেটা বুঝতে পারে না।

বলে,—দশ টাকা, সাত টাকা! বুঝলাম না।

দেবী, রাস্তার মাঝখান থেকে ডান দিকে সরে গিয়ে বলে—দশ টাকা পেমেন্ট দেয় একবেলা ডিউটির জন্য। সেখান থেকে সোনামাসি, যে আমাদের ডিউটি ধরিয়ে দেয়, তিনি রাখেন তিনটাকা। সাত টাকা আমাদের।

দেবী প্রসংগ ঘোরায়। বলে, আপনার মা সেদিন আমাদের ঘরে এসে অনেক কথা শুনিয়ে গেল।

একটা শব্দ হয়। মোটর বাইকের শব্দ। ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

মানিক বলে, আমাকেও ঘরে অনেক আজেবাজে কথা শুনিয়েছে। তবে একটা কথা মা সত্যি বলেছে।

মানিক একটু দেবীর পাশে সরে এসে বলে—তোমার দেমাকের কথা।

দেবীর মধ্যে অভিমান চলে আসে মানিকের মুখে দেমাকের কথা শুনে। অভিমান চেপে রাখে।

তারপর অন্য সুরে বলে—ভেবেছিলাম আমাদের ঘরে আসতে আপনাকে বারণ করে দেবো। দেখছি, আপনিই আসছেন না মার কথা মতো, ভালোই হল।

মানিক যখন কথা বলে হাত নেড়ে কথা বলে—তা নয় দেবী, অফিসে কাজের চাপ পড়েছে। করি তো শালা পিওনের কাজ। তারপর আবার ইউনিয়ন অফিসে যাই। অবশ্য মাঝে মাঝে, নিয়মিত না।

মানিকের কথা শুনে দেবীর বিস্ময় বোঝা যায় না। অথচ দেবী অবাক হয়ে বলে—আপনি আবার ইউনিয়ন করেন নাকি? জানতাম না তো।

ওরা পাড়ায় এসে গেছে। কয়েকটা ছেলে গলির মোড়ে ফিস্‌ফাস কথা বলছে। মানিক এবং দেবীকে দেখে সরে গেল।

সেই দৃশ্য দেবীর নজর এড়াতে পারেনি।

ওদের দেখে দেবী প্রশ্ন করে—কি ব্যাপার বলুন তো? আমাদের দেখে হঠাৎ

এইভাবে—

বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও জিগ্যেস করি—বলেই মানিক এগোতে যাবে, তখনি টান খেল। দেবী মানিকের জিনসের সার্ট ধরে টেনে বলে, না যাবেন না। বাড়ি চলুন।

মানিক দাঁড়িয়ে—আরে দূর, ছাড় তো। একজনকে তো চিনি, হাবু।

না, যাবেন না—আবার বলে দেবী। বলেই দুজনে এগোতে থাকে। দেবীদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেবী বলে—মানিকদা, আসুন না ঘরে? আসবেন?

—চলো একটু বসে যাই।

বলেই মানিক দেবীদের ঘরে তিন-চার দিন পর ঢোকে। দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তেই 'আমি দেবী' কথাটা শুনে চন্দ্রা দরজা খুলে দেয়। আগে দেবী পেছনে মানিক ঢোকে। ঘরে ঢুকেই দেবী বুঝতে পারে একটা থমথমে ভাব ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। নির্মলাবৌদি চন্দ্রাকে কি যেন বোঝাচ্ছিল। লীলা চুপচাপ বসে চটের আসনে ফুল ফোটাচ্ছিল। মানিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে?

চন্দ্রা মানিকদার হাত ধরে টেনে বলে—বসুন। বলছি। আমার গায়ে হাত দেওয়া দেখাচ্ছি।

দেবী হঠাৎ খেপে যায়। চেঁচিয়ে বলে—তার মানে।

মানিক দরজা বন্ধ করে দেয়। নির্মলাবৌদি সব খুলে বলে—আমি চন্দ্রাকে মুড়ি-চানাচুর আনতে পাঠিয়েছিলাম। ও যখন কিনে ফিরছিল মধুদাদের গলির ভিতর দিয়ে, তখন চারটি ছেলে ওর বুকে হাত দেয়। হাত ধরে টানে।

দেবী আবার চেঁচিয়ে বলে—তুই মধুদাদের অন্ধকার গলিটা দিয়ে যাস কেন। তোকে অনেকদিন আমি বারণ করেছি রাতের বেলায় ঐ গলি দিয়ে যাতায়াত করিস নে।

মানিক ঐ কথা শুনে রেগে যায়। গলায় কর্কশ রাগ। বলে—আচ্ছা, এতবড়ো আস্পর্ধা। অসহায় মেয়েদের উপর অত্যাচার। কাউকে চিনতে পেরেছিস?

চন্দ্রা এবার একটু মাথা নিচু করে—মনে হয় বল্টু ছিল।

চন্দ্রার মুখে নামটা শুনে মানিক অবাক। দেবীর সাথে আসতে আসতে মানিক হাবু আর বল্টুকেই দেখেছে। এমন কি বয়েস ওদের, এই বয়সেই এতো পেকেছে।

এবার মানিক বলে—আমি যাচ্ছি পার্টি অফিসে। গিয়ে বলবো, বল্টু বলে যে ছেলেটা তোমাদের পোস্টার মারে, সে কি করেছে জানেন?

বলেই সে যখন ঘর থেকে বেরোতে যাবে, তখন দেবী মানিকদার জামা ধরে টেনে রাখে। বলে—দাঁড়ান। আপনি এভাবে যাবেন না।

তারপর চন্দ্রাকে বলে দেবী—তুই চেঁচাতে পারলি না। বলতে পারলি না গায়ে হাত দিলেই চেঁচাব, লোক ডাকবো।

লীলা একমনে চটে গোলাপ ফোটাচ্ছিল সুচ দিয়ে। হঠাৎ বাঙাল ভাষায় বললো—বলদা, এক নম্বরের বলদা। আমি হলে জুতো দিয়া মারতাম।

আর তখনি দেবী ঠাস করে চন্দ্রার গালে চড় মারে।

মেরেই বলে—তোর গায়ে যে হাত দিয়েছে, ঠিক মতো চিনেছিস? বল্টুই তো।

চন্দ্রার দুচোখে জল। গাল বেয়ে ঝরছে। নিজের দোষের কথা ভাবতে ভাবতে উত্তর দেয়—হ্যাঁ বল্টুই। জিনসের প্যাণ্ট পরা, গায়ে সেই হলুদ গেঞ্জি।

বলেই চন্দ্রা পুনরায় নিজের কথা ভাবে। বল্ট ও ওর বন্ধুদের সাথে সে মাঝে মধ্যে হাসি ঠাট্টা করে। বল্টুর ভাল নাম তমাল। একদিন বল্টুই চন্দ্রাকে ওর বাপের দেওয়া নামটা বলেছে। চন্দ্রা ছাড়া তমাল নামটা কেউ জানে না। তমাল মাঝে মাঝে চন্দ্রাকে রসগোল্লা, তেলেভাজা খাওয়ায়। চন্দ্রা খায়। তমাল একদিন চন্দ্রাকে সিনেমায় যাবার কথা বলেছিল, চন্দ্রা যায় নি। সে শুধু পাড়াতেই ওদের সাথে হেসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে দিনের বেলায় কথা বলে। পাড়ার ছেলে চটাতে নেই। কিন্তু ওদের মনে যে এরকম পাপ লুকিয়ে আছে সেটাই চন্দ্রা বুঝতে পারে নি।

দেবী আর অপেক্ষা করে না। চন্দ্রার হাত ধরে টেনে বলে—চল আমার সাথে থানায় ডাইরি করে আসবো।

তারপর কি ভেবে বলে—থাক্, তোকে যেতে হবে না। একাই যাচ্ছি। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মানিকও সাথে সাথে বের হয়ে, 'চলো, আমিও তোমার সাথে যাই,' বলে। বলায় সে রকম দৃঢ়তা ছিল না। সেটা বুঝতে পারে দেবী। সেজন্য কি সে বলে, যেতে হবে না। আপনার বিপদ হতে পারে। বিপদ বলতে দেবী বোঝে, থানার লোক হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, সঙ্গের ছেলেটি কে? আপনার সাথে এর কি রকম সম্পর্ক? কাজ করে কিনা? পাড়ার ঐ সব ছেলেদের সাথে মেশে কিনা? মানিক দুটাকার একটা লাল নোট বের করে বলে—রিস্কা করে চলে যাও। এতো রাতে—।

দেবী টাকা না নিয়ে, 'দরকার হবে না। এমন কি রাত। সাড়ে আট্টা, আমি হেঁটেই যাব,' বলায় মানিক ভাবে, দেবী এতো মানসিক জোর কোথা থেকে

পায়। ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে দেখে মানিক, দেবী অন্ধকার সরিয়ে এগোচ্ছে সামনের দিকে।

সাত ।। অশ্লীল শর্ত একদিন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

দেবীর নতুন ডিউটি পড়েছে। আয়ার কাজে ঢুকেই দেবী প্রথম ডিউটি পেয়েছিল বৃদ্ধার সেবা করা। তিনমাস কাজটা চলেছিল, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সাতটায় ছেড়ে দিত দুপুরে বৃদ্ধার ঘরেই ভাত খেত। সকালে বিকালে চা-মুড়ি। কোন কোন দিন লুচি সুজি।

দেবীর নতুন ডিউটি ভবানীপুরের একটি আধুনিক ফ্ল্যাটে পড়েছে। এই আধুনিক ফ্ল্যাটে মণি গুপ্ত থাকেন। তার আরেকটি ফ্ল্যাট আছে সল্ট লেকে। সেখানে স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে থাকে। ভবানীপুর ফ্ল্যাটে মণি গুপ্তের রাজনৈতিক অফিস এবং তিনি এখানে একা থাকেন। মাঝে মাঝে সল্ট লেকে যান কোনো জরুরি কাজে। পরিবারের ফোন পেলে দ্রুত চলে যান। তিনি একটা ব্যবসাও করেন। ব্যবসার কাজেও তিনি এই ফ্ল্যাট ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে যান। কোন কাজকর্ম তখন করেন না। না ব্যবসার কাজ, না রাজনীতির কাজ। সেসময় তিনি পরিবারের সাথেও যোগাযোগ রাখেন না, অসুস্থ বলে সবাইকে কাটান। সেসময় তিনি একা থাকেন, সম্পূর্ণ একার জগতে। শুধু সোনা সোমকে ফোন করে বলে দেন ভাল স্বাস্থ্য দেখে সুন্দরী এক নার্সকে পাঠিয়ে দিতে। সোনা সোম এর জন্য মণি গুপ্তের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মাসোহারা পান। এ ছাড়াও সোনা সোম নার্সের কাছ থেকে কমিশন কেটে রাখেন।

এখন মণি গুপ্তের অসুস্থ হবার সপ্তাহ চলছে। দুদিন দেবী ডিউটি করে চলে গেছে। একদিন দেবীকে পাজা-কোলে তুলে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দিয়েছিল। এবং দুজনে একসাথে চিকেন সুপ ও বিরিয়ানি খেয়েছিল। সেদিন দেবী শুধু বলতে পেরেছিল—ছাড়ুন ছাড়ুন, আমার এসব ভাল লাগে না।

মণি অভিজ্ঞ লোক। সহজেই ছেড়ে দিয়েছিল। মণি নারীদের মাছ মনে করে। কোন মাছের কি রকম টোপ লাগে মণি জানে। এবং দেবীও মণির পরিচয় পেয়েছে কিছুটা। দেবী জানে মণিবাবুর অসুখ শরীরে নয়, মনে। কন্দুর এগোতে হয়, কন্দুর পেছোতে হয়, দেবী জানে। দেবী জানে, মণিবাবু প্রকৃত নয়, বিকৃত। দেবী জানে, মণি গুপ্তের স্ত্রী আছে, এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই বাইরে থাকে। ছেলেটি

নরেন্দ্রপুর মিশনে থাকে। দশম শ্রেণীর ছাত্র। মেয়েটি দিল্লী থাকে। ওখানে ডাক্তারি পড়ে। স্ত্রী মাসের মধ্যে দশদিন বাপের বাড়ি থাকে। মণি গুপ্ত একা, নিঃসঙ্গ। একদিন দেবীকে মণি বলেছিল—জান দেবী, আমি বড়ই একা, নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে তোমাদের সেবা পেতে ইচ্ছে করে। যখন ইচ্ছেটা মনের মধ্যে ঝড় তোলে তখনই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন সোনা সোমকে ফোন করি বলি, প্লিজ একটা নার্স বা আয়া পাঠাও। তুমি অতো দূরে কেন দেবী। আমি ভীষণ অসুস্থ, একটু কাছে বসো। আমার গা হাত পা টিপে দাও। এর জন্য আলাদা টাকা পাবে। দেবী যেমন এগিয়ে গিয়ে মণি গুপ্তের হাত পা টিপে দিয়েছিল, তেমনি বলেওছিল—আমার কাজ কিন্তু ওটা নয় মণিবাবু। কাকু নয়, দাদা নয়, সরাসরি মণিবাবু। মণি শুনে কানে লেগেছিল শব্দটা। কারণ এই পর্যন্ত কোন সুন্দরী আয়া বা নার্স মণি গুপ্তকে 'বাবু' বলেনি। মেয়েটার ব্যক্তিত্ব আছে, মণি সেটা বুঝতে পারে।

আজও মণি বসে আছে বাইরে একটা চেয়ার টেনে। সে জানে দেবী ঠিক পোনে আটটায় আসবে। কাজকে সে কাজ বলেই জানতে শিখেছে। আজও দেবী ঠিক সময় মতো এলো। একটা হাল্কা সবুজ শাড়ি সবুজ ব্লাউজের সাথে পরে এসেছে। সবুজ শাড়িটি প্রথমবারের বিধবা বৃদ্ধা দেবীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দিয়েছে মণি মুপ্তের ফ্ল্যাটের সামনে এসে সে কলিং বেল টেপে। মণি দরজা সামান্য খুলে দেয়। মণি শুধুমাত্র একটা সাদা জাঙ্গিয়া পরে আছে। দেবী পাশ কাটিয়ে ঘরে যায়। মণি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ঘরে আসে। দেখে, দেবী বিছানার চাদর পাল্টে দিচ্ছে।

মণি বলে—এসেই কাজে লেগে গেলে। আগে চা-টা খেয়ে নাও। সে সোফায় বসে পায়ের উপর পা তুলে বিদেশি ফিল্ম জার্নালের পাতা ওল্টায়।

দেবী উত্তর দেয়—যাচ্ছি, মুখ ধুয়েছেন ?

মণি দেবীর দিকে তাকিয়ে, তারপর দেবীর বুকের দিকে তাকিয়ে—আমি অসুস্থ। তুমিই তো সব জোগাড় করে দেবে।

দেবী খোলা ছড়ানো স্টেটসম্যান কাগজ ভাজ করে সেলফের মাথায় রেখে দেয়। সে সময় মণি হঠাৎ দেবীর হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলে—দেখ ছবিটা।

দেবী কোনরকম অভদ্রতা না করে বলে—এ্যাঁ মা ! কি বিচ্ছিরি ছবি। এভাবে কেউ ছবি তোলে। অসভ্য ছবি, ও সব দেখবেন না। বলেই উঠে পড়ে বলে—যাই গরম জল করি।

সে গ্যাসের উনোন ধরিয়ে চা ও মুখ ধোয়ার জল গরম করে। মণি নুন মেশানো

অল্প গরম জলে মুখ কুলকুচি করে। ওতে মুখে পায়োরিয়া হয় না, কোনরকম গন্ধ থাকে না। তারপর অল্প গরম জলে লেবুর রস দিয়ে খেয়ে নেয়, পায়খানা ভাল হয়। দেবী প্রথমেই নুন মেশানো গরম জল, টুথব্রাশ পেস্ট এসব সাজিয়ে দেয়। পরে রান্নাঘরে যায় চা করতে। সেখান থেকে শোনে মণির মুখ ধোয়ার শব্দ, কুলকুচির শব্দ, অসভ্যের মতো জাঙ্গিয়া পরে আছে, দেবী ভাবে। চা করে চা নিয়ে যায়। গরম চা বিস্কুট ছোট রাখে। আলনা থেকে পাজামা নিয়ে বলে—পরুন। বলতে বাধ্য হয় কারণ ও রকম একজন বয়স্ক লোক! মণি পাজামা পরে। বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে চা খায়। দেবী রান্না ঘরে বসে চা খায়। মণির জন্য ফল কাটে। মণি ফল খাবে, ওষুধ খাবে। কি ওষুধ দেবী জানে না। দেবীর ধারণা, মণি গুপ্তের কোন অসুখ নেই। তবু দুপুরের খাবার ডাক্তারের চার্ট দেখে ঠিক করতে হবে। চার্টে শরীরের জ্বর বসাতে হবে। তিন চারদিন ধরে দেবী চার্টে জ্বর বসাচ্ছে। শরীরে জ্বর নেই, তবুও। সোনা মাসি বলেছে হার্টের অসুখ। দেবী মণি গুপ্তের চালচলন দেখে বুঝতে পারে না। মণি গুপ্তের হাই প্রেসার। দেবী তাও অনুমান করতে পারে না।

প্লেটে ফল কেটে টেবিলে রাখে। ফল খেতে খেতে মণি প্রশ্ন করে—তোমার এরকম একটা চাকরি করতে ভাল লাগে দেবী?

দেবী কথায় উত্তর দেয় না। মাথা নেড়ে জানায়, ভাল লাগে না। মণি দেবীকে কাছে টেনে নিয়ে 'তুমি অন্য কোন কাজ করবে' বলে মাছ ধরিয়েদের স্বভাবে।

দেবী নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সামান্য তফাতে বসে মাথা নেড়ে জানায় হ্যাঁ, সে করবে। গত তিনদিন ধরে মণি দেবীকে বুঝতে চেষ্টা করছে। লক্ষ্য করছে আর দশটা পাঁচটা মেয়ের মতো দেবী সহজেই বেঁকে যায় না। দেবীর মতো মেয়েকে সে দু একজনকে দেখেছে। তাদের ভালও লেগেছে। এরকম মনের মতো বেশ কয়েকজন নার্স ও আয়াকে বিভিন্ন কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে মণি গুপ্তের শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছিল। তবে, মণি কারোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শয্যাসঙ্গিনী করে না। জোর করে ধর্ষণ মনোভাব নিয়ে নারী শরীরের অধিকার নিতে বিখ্যাত নেতা ও সফল ব্যবসায়ী মণি গুপ্তের ব্যক্তিত্বে, পুরুষালি মনে লাগে।

দেবী মণির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি কিন্তু বেশিদূর লেখাপড়া শিখিনি। তবে স্কুল ফাইনাল পাশ। টাইপ জানি না। হবে তো?

মণির ঠোটে মৃদু হাসি। মাছ টোপের কাছে আসছে। টোপের গন্ধ ভাল লাগছে।

ওসব লাগবে না। ছোটখাটো ফার্মে কেরানির কাজ করবে—

দেবী মণির কথাটা শুনে মণি গুপ্তের মুখের দিকে তাকায়। দেখে জংলী ফুলের মতো সাদা হাসি মুখে ছড়ানো।

দেবী বলে—কিন্তু আমাকে, আপনাদের চোখে সামান্য এই আয়া, চাকরি দিতে যাবেন কেন?

মণি উঠে বসে, গা থেকে গেঞ্জি খুলে ফেলে। চওড়া লোমশ বুকে দেবীর চোখে অন্ধকার নিয়ে আসে। মণি বলে—ঠিক বলেছ। অনর্থক চাকরি দেবার লোক মণি গুপ্ত নয়। চাকরি দেবার শর্ত তো একটা আছেই—বলেই বিছানায় পাজামা খুলে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলে—আমি কখনও কথার খেলাপ করি না দেবী। আমি অনেককেই চাকরি দিয়েছি। সবাই আমার শর্ত পালন করেছে! যারা পালন করেনি, একজন ছিল, মেয়েটির নাম পারুল। তার এই আয়ার কাজটাও চলে গিয়েছিল। তোমাদের ঐ সোনা সোম, জানো, ওকে আমি নতুন নার্স বা আয়ার বিনিময়ে তিন'শ টাকা দেই, শুধুমাত্র তোমাদের মাতো নতুন মেয়েদের এখানে পাঠাবার জন্যে। তার পরেও আমি—

বাকি কথাটা দেবীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—'জোর করেন না। জবর দস্তি করেন না। সত্যি এ জায়গাটায় আপনি অসাধারণ।'

কথাটা বলার পরই মণির অশ্লীলে শুয়ে থাকাটা নজরে আসে। তারপর বলে পুনরায়—বলুন আপনার শর্তটা কি? দেখি পূরণ করতে পারি কি না।

মণি সামান্য কাৎ হয়। লম্বা-চওড়া একটা পুরুষের শরীর দেবীর চোখের সামনে, দেবী সেটা ভাবতে পারছে না। এখনও দেবীর কাছে ঐ লোকটা একজন বয়স্ক রোগী। তাকে সে সেবা করতে এসেছে, তার রোগ সারাবার জন্য সাহায্য করতে এসেছে। কিন্তু মণি গুপ্তের শর্তটা শুনে দেবী চমকায় নি। সে জানতো এরকম কিছু একটি তিনি বলবেন।

মণি গুপ্ত শর্তটা বলেছিল—'দু একদিনের জন্য আমি তোমাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই। কি রাজি তো।' 'দেবী, আমি তোমাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই'—মণি গুপ্তের এই কথাটা বারবার তার কানে আঘাত করছে।

দেবী দেখলো মণিবাবু কথাগুলো বলে তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন না। মণিবাবু তাকে কাছে টেনে নেয়ার জন্য খাট থেকে নামলেন না। শুধু বললেন—কি দেবী, তুমি যে কিছু বলছো না।

দেবীভাবে শর্তটা কঠিন নয়। এবং এই অশ্লীল শর্তটা শুধু দুজনেই জানবে।

এই সমাজের আর কেউ জানবে না। সমাজের লোক জানবে, জনদরদী নেতা মণি গুপ্ত দেবীকে সদয় হয়ে চাকরি দিয়েছে। দেবীও সমাজের লোকদের বলে বেড়াবে—দেখ হে মানুষজন, আমি কেমন সুন্দর নেজের যোগ্যতায় কত উপরে উঠেছি, দেবীর ভেতর আরেকটা দেবী হাঃ হাঃ হাঃ হাসছে।

দেবী শর্তটা শুনে বলে—মণিবাবু এত্‌তো সহজ উপায়ে চাকরি পাওয়া যায়। আগে না হয় ভয় ছিল, সন্তান হওয়ার ভয়। এখন তাও নেই। অথচ সারাজীবনের জন্য একটা চাকরী। এতো সহজ উপায়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! আমি জীবনে এই প্রথম জানলাম, ফলে দেবী কোনদিন উঠে আসতে পারবে না আলোকিত পরিবেশে। বক্তব্য শেষ হতেই দেবীর মনে, অশ্লীল শর্ত একদিন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

কাছে বসো, বলছি! তুমি আরও বড়লোক হতে পারবে। আমার এক বন্ধু আছে। মাসে হাজার টাকা খরচ করে মেয়েদের পিছনে। দু'তিন হাজার তো হবেই। অফিস করে সপ্তাহে একদিন যদি ওর কাছে যাও একশ দু'শো তো পাবেই—মণি বলে, সুচের মতো অহংকারের হাসি হেসে।

—আমাকে আর বলবেন না, আমি আর শুনতে চাই না। তাহলে আমি আয়ার কাজ করতে এলাম কেন মণিবাবু। প্রস হলেও তো পারতাম। যাক্ দশটা বেজে গেছে। আপনার হার্টের ট্যাবলেটটার খাওয়ার সময় হয়েছে। খেয়ে নিন।—বলেই দেবী উঠে যায়। একগ্লাস জল ও হার্টের একটা ট্যাবলেট নিয়ে আসে।

—'না না দেবী, প্রস হবে কেন ? এতো তোমার স্বাধীনমতো কাজ। যদি দুঃখ-কষ্ট অভাব এসব সরিয়ে দিতে চাও, তাহলে তোমাকে এভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে তোমাকে ওসব কাজে যেতে হবে না। বলেই হার্টের ট্যাবলেটটা খেয়ে নেয় মণি। তারপর আবার বলে—আমার একটা অন্য ব্যবসা আছে। চোরাই ব্যবসা বলতে পার। যাকে বলে লুকিয়ে চুরিয়ে ব্যবসা করা। সেখানে যদি লাগতে চাও তাহলেও পারবে প্রচুর পয়সা কামাতে। লোকে জানবে তুমি একটা ছোটখাটো ফার্মের কেরানী। বুঝলে দেবীবালা। কিন্তু সাবধান এসব যেন কেউ টের না পায়। কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে তোমার আমার দুজনেরই সব্বোনাশ!—বলেই মণি খাট থেকে নামে। পাজামা পরে নেয়। কয়েকটা ফলের টুকরো মুখে দেয় সোফায় বসে। দেবীকে কাছে টেনে নিয়ে পাশে বসায়। দেবী পাশে বসে। কোথায় যেন একটা ভয় কাজ করছে। তারপর আবার মণি বলতে শুরু করে—তুমি ওসব পারবে না। আসলে তুমি মিথ্যে বলতে পার না। মিথ্যেকে সত্য, সত্যকে মিথ্যে এসব

কায়দা তোমার জানা নেই দেবী। বড় কাজের ঝুঁকি তুমি নিতে পারবে না। তুমি চাকরিই করো। কি এবার রাজি তো?

দেবী মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে এই ভয়ংকর ক্ষমতাবান লোকটার কাছ থেকে সে বাঁচতে চায়। এবার সে নারীর অস্ত্রগুলো বের করে আনে। একটু ঘেসে বসে দেবী এবং মণি গুপ্তের বুকের কালোচুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—আপনার যে আবার ব্যবসা আছে তাতো জানতাম না। আমাকে সোনামাসি আপনার পরিচয় দেন একজন নামকরা নেতা হিসেবে। তিনি একথাও বলেছেন, তোমার একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। বলেছেন, মণিবাবু অনেককে চাকরী দিয়েছেন। একজন সোদপুরে বাড়িও করেছে।—বলেই মণির আরও কাছে বসে। মণি ওকে শক্ত করে বুকের কাছে টেনে বুকে হাত দেয়।

দেবী কিছু বলে না, ভাবে।

মণি গুপ্ত! কি আশ্চর্য মোহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন নারীদের মনে। আপনার সুঠাম শরীর দ্বারা, আপনার সুন্দর ব্যবহারের দ্বারা, আপনার চাকরি বা অর্থের লোভের দ্বারা, আপনি বোধ হয় এভাবেই জনতার মনে মোহ সৃষ্টি করিতে পারেন। এবং সরল-সহজ সুন্দর জনতা আপনাকে ভোট দেয়। মণি বাবু মাইকের সামনে নিশ্চয় বলিয়া থাকেন, বন্ধুগণ, আমার প্রিয় জনমন জনগণ, আমার শ্রমিক ভাইগণ, আজ আপনাদের সময় আসিয়াছে। এই সময় সংগ্রামের সময়, বন্ধ কলকারখানার মালিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়। আপনারা একতাবদ্ধ হইয়া তৈরী থাকিবেন, আপনারা ধর্ম-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ ভুলিয়া জোট বাঁধুন। দেখিবেন, আপনাদের সকল দাবি শেষকালে মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেবীর ভাবনা ভেঙে যায়। সে দেখে মণিগুপ্ত দেবীর ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলেছে। ভেতরের জামার হুকটা খুলে ফেলেছে। তার গোলাকৃতি সুন্দর স্তন-দুটি ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করে মণিগুপ্ত ঘাটাঘাটি করছে। কখনো কখনো মুখের কাছে ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দেবীর বিশ বছরের শরীর গরম হয়ে উঠেছে। সুখানুভূতি তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তেই সে হঠাতই বুঝতে পারে, এ অন্যায়। তার মনের ভিতরে সাবধানতা নম্রতার মাথা তোলে। দেবী বলে—আর নয়। আবার পরে। এগারোটায় ডাক্তার আসবে। আপনাকে চেক করে যাবে। বলার পর মণি গুপ্তের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খায়। তারপর সেখান থেকে সরে যায়।

সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়ে ভেতর জামা ব্লাউজ ঠিকঠাক করে নেয়। মনি গুপ্তের শরীরটা ঠাণ্ডা হতে সময় নেয়। তারপর মণি বলে—আমার এই আকাংখা মিটে গেলে আমি আর তাদের সাথে অশান্তি ডেকে আনি না। এই মুহূর্তে যে কাণ্ডটা করে ফেললাম, তুমি হয়তো সেটা ভেবে মনে মনে আমাকে পশু ভাবছো। কিন্তু দেবী আমার মধ্যে তো মানুষও আছে। আমাব ওই নিঃসঙ্গ সময়টা, আমার এই বিষাদ যখন কেটে যাবে, তোমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে।

কথা শেষ না হতেই কমপ্ল্যান করে নিয়ে এসেছে। মণির হাতের কাছে তুলে দিয়ে বলছে—খেয়ে নিন্। তারপর শুয়ে পড়ুন। একটু বিশ্রাম করুন। ডাক্তার আসবে। এভাবে দেখলে ভাববে কি? মনি কমপ্ল্যানে চুমুক দিতে দিতে—তোমার কথা শুনছি। মাঝে মাঝে বিষন্নতার জগতে চলে যাই। তখন আমাকে একমাত্র শরীর শরীরই সেই জগত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। একবার এই নির্যাতীত নিপীড়িত মানুষের জগতে ফিরে এলেই আমার মনে পড়ে না তোমাদের কথা। সোনা মাসিকে বললে জানতে পারবে। তিন চার মাস আমি ফোন করি না। তখন আমি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাই না। বলেই মণি একটু হাসে। ধীরে ধীরে কমপ্ল্যান খায়। কয়েক ফোটা কমপ্ল্যান বুকের লোমের উপর আটকে যায়। দেবী লক্ষ্য করে। তোয়ালে দিয়ে মুছে দেয়। তারপর দেবী যায় রান্নাঘরে। দুপুরের খাবার তৈরী করতে। সেখানে সে ভাবে অভাব কিছু মানুষকে কত নিচে নামিয়ে আনে। অভাবের পিছনে লোভের টান মানুষকে নিচে নামিয়ে আনে। অভাবের পিছনে সংগ্রামের টান মানুষকে উঁচুতে তুলে দেয়। ছোট থেকে দেবী শুনে এসেছে, লেখাপড়া শিখলে, ভালভাবে হাতের কাজ শিখলে মানুষের চাকরীর অভাব হয় না। আর এখন সে বুঝতে পারছে ধারণাটা সম্পূর্ণ উল্টো। ঘুষ এবং নারীত্বের অবমাননাই হচ্ছে চাকরি পাওয়ার একমাত্র পথ। অথচ এই মানুষটাই, এই মণি গুপ্ত রাত আটটার পর একটা গাড়ি আসবে, এই গাড়িতে তিনি উঠবেন। দামি সাদাপ্যাণ্ট, সাদাসার্ট, হাতে দামি সিগারেট প্যাকেট।

তারপর দেবীর সেই নকল অসুস্থ রোগীকে নিয়ে গাড়িটা হুস্ করে দেবীর সামনে দিয়ে বের হয়ে যাবে। দেবীর ভেতর আরেকটা দেবী চিৎকার করে ওঠে, শোন মানুষজন আমি এসব ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে চাই। মানিকদা হাতটা বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার হাতটাই ধরতে চাই।

আট ॥ স্নেহ বিন্দু লুকোনো আছে শুভেন্দুদার মনের গভীরে।

'কি বিশ্বদা, কেমন আছেন, খুব মন দিয়ে কাজ করছেন দেখছি।'

দেবীর কথাবলার মধ্যেই মুখ তুলে দেবীকে দেখতে পেয়ে অবাক হয় বিশ্ব। যে দেবী বিশ্বকে অপমান করেছিল, সেই দেবী এখন বিশ্বের সামনে। কি ব্যাপার! তুমি এখানে। আমি তো জানি তুমি আমাকে ভুলে গেছ। মানিককে কতবার তোমার কথা বলেছি। উত্তর দেয় না। একদিন শুধু বলেছিল, তুমি নাকি নার্সের কাজ পেয়েছো, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

বলেই বিশ্ব একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি দেবীকে বসতে বলে।

চেয়ারে বসে দেবী বলে—নার্সের কাজ নয়, আয়ার কাজ করতাম। এখন আর করি না, ছেড়ে দিয়েছি। তা আপনি বলেছিলেন নাটকে অভিনয়ের কাজ আপনি দিতে পারেন, তা দিন না, করবো।

সে তো ভাল কথা। আমরা তো একজন অভিনেত্রী খুঁজছি। পেশাদারী মেয়েরা এতো টাকা চায়, দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর অনেকরকম বায়নাক্কা। তারচেয়ে নতুনরা অনেক ভাল। অভিনয়টাও সিরিয়াসলি করে, পয়সার চাহিদাও সেরকম নেই। বিশ্ব দেবীর মুখের দিকে তাকায়। মুখটা বেশ সুন্দর, মেকআপ ছাড়াই। খুব বেঁটে নয়। নায়িকার রোলে ভালোই মানাবে।

বিশ্বদা এক গ্লাস জল। বাইরে যা রোদ না—বলেই দেবী পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

বিশ্ব বাড়ি থেকে পলিথিনের বোতলে জল নিয়ে আসে। প্রতিদিন নয়, মাঝে মাঝে। মাঝে বিশ্বের জন্ডিস হয়েছিল, তারপর থেকে বিশ্বের মা পলিথিনের বোতলে ফোটান জল দিত। এখন আর ফোটানো জল দেয় না, টিউবের জল ভরে দেয়। সেখান থেকে একগ্লাস জল ঢালে। দেবী সেটা লক্ষ্য করে বলে—আবার ওখান থেকে কেন? কাউকে বলুন, অফিসের জল দিয়ে যাবে। বিশ্ব দেবীর মনোভাব বুঝতে পারে। মেয়েটার অনেকগুণ, মানবিক।

বিশ্ব দেবীকে অন্য চোখে দেখে, শারীরিক নেশার চোখে। ঐ চোখে অভিনয় আছে। কিন্তু দেবীর চোখকে সেই অভিনয়ের দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারে না।

তুমি জান না দেবী। সরকারি চতুর্থশ্রেণী কর্মচারীরা এখন বাবু। তোমাদের

ঐ মানিক, ওদের নেতা। ওদের কাছে এক গ্লাস জল চাইলে বাবা বাছা করতে হবে। নইলে প্রায় মাসেই টাকা ধার দিতে হবে। তার চেয়ে বরং এই নাও—বলেই জলভরা গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

দেবী ঢক্ ঢক্ করে পুরো জলটা খেয়ে নেয়।

দেবীর জল খাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেবী ঠোঁট লাগিয়ে জল খায় না। আলগা করে গলায় জল ঢেলে খায়।

বিশ্ব বলে—তুমি একটু বসো। আমি হাতের কাজটা সেরে নিই। পাঁচটায় বেরিয়ে যাব। বাইরে চা খেয়ে নেব। এখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেবী জিগ্যেস করে—মানিকদা কোথায় ?

মুখ না তুলে 'কাজ সারতে সারতে বিশ্ব জানায়—মানিকতো এখন য়ুনিয়ন লিডার। আজ মিছিল আছে। তোড়জোড় করছে হয়তো।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর দেবী জিগ্যেস করে—আপনারা যে নাটক করছেন তার নাম কি ?

বিশ্ব মুখ তুলে কলমটা ঠোঁটের কাছে এনে উত্তর দেয়—উৎপল দত্তের 'লেনিনের ডাক'।

দেবীর কৌতূহল হয়। সে জানতে চায়—আপনারা পার্টি করেন বুঝি।

বিশ্ব আবার কাজ সারে। মুখ না তুলে লিখতে লিখতে—না, আমরা কেউ পার্টি করি না। কেউ যদি করেও থাকে জানি না। তবে আমি আর পরিচালক শুভেন্দু সরকার যে করি না এ বিষয়ে তুমি সিওর থাকতে পার।

কথাটা শুনেই ঝট্‌পট্ উত্তর দেয় দেবী—না, না, সিওর হবার কি আছে বিশ্বদা। পার্টি করা কি খারাপ ?

বিশ্ব এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, খারাপ কেন হবে ? মানিক তো পার্টি করে। কথাগুলোর মধ্যে একটা ভাণ আছে।

দেবী সংক্ষিপ্ত উত্তর—জানি। তবে পার্টি নয়, য়ুনিয়ন করে। লজেন্স চুষে খাওয়ার মতো এরকম অনেক কথা ওদের মধ্যে হয়। আবার কখনো চুপচাপ বসে থাকা হয়। এভাবেই পাঁচটা বাজে এবং বিশ্ব বলে—চল কেটে পড়ি। আর নয়। পাঁচটা বেজে গেছে।

বলতেই বিশ্ব টেবিলটা গুছিয়ে রাখে। দুতিনবার ড্রয়ার খোলে এবং বন্ধ করে। দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব খানিকটা পর চেয়ারে শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় এবং দেবীকে বলে—দাঁড়াও, বড়বাবুকে বলে আসি।

ডালহৌসি এবং লালবাজার পেরিয়ে ট্রাম লাইনের ধারে একটা রেষ্টুরেন্ট আছে। এখানে পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী সবাই আসে। তিনটে থেকে আসতে শুরু করে। পাঁচটা-ছয়টায় জমজমাট হয়। সে সময় চলে তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা, ব্যবসায়িক কথাবার্তা। বিশ্ব সপ্তাহে তিনচারদিন এখানে আসে। আজ সে দেবীকে নিয়ে এসেছে।

ঘরের চারদিকটা একবার চোখ স্প্যান করে দেখে শুভেন্দুদা আসেননি। তারপর একটা টেবিলে বসে রেষ্টুরেন্টের যুবককে বলে—দুপ্লেট মাখন টোস্ট, লঙ্কা দিয়ে, পরে দুকাপ চা।

বসেই দেবী গালে হাত রেখে বলে—সেদিনের ঘটনার পর ভেবেছিলাম আপনার সাথে দেখা করবো কিনা। ওভাবে কথা বলাটা সেদিন আমার উচিত হয়নি।

কোন কথাটা, কোন্ ঘটনাটা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দেবী-বিশ্বের কথায় নাটকের ভাব চলে আসে।

দেবী কিন্তু সহজভাবেই বলে—যেদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, আপনার সাথে প্রথম আলাপ হল, মানিকদা ছিল।

ও হরি—বলেই বিশ্ব হো হো করে হাসতে থাকে। হাসিটা মাপা, সময়টা আরও মাপা। তারপরই কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিকতায় নামিয়ে এনে বলে—দূর দূর, আমি ব্যাপারটাই ভুলে গেছি। দেখ একটা ব্যাপার আমি স্পষ্ট করেই বলি—বলেই বিশ্ব চারদিকটা একবার আড়চোখে দেখে নেয়। তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনে বলে—ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমি তোমার শরীরের স্পর্শ চেয়েছিলাম, তুমি চাওনি। আমার শরীরের স্পর্শ অনেক মেয়ে চায়, আমি চাই না। আবার দেখ দেবী দুজনেই দুজনের স্পর্শ চাইছে এ রকমটাও হয়, অথচ সেখানে কোন ভালবাসা নেই। পুরুষরা, ওরকম আশাতেই গোপনে হাতটা আগে বাড়িয়ে দেয়। পেয়ে গেলাম ভাল, না পেয়ে গেলে, ব্যাপারটা ভুলে যাই। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। বল কি খাবে ?

বিশ্বের এরকম সহজ ব্যাখ্যা শুনে দেবী অবাক হয়। আরও বিস্মিত হয়ে বলে—অর্ডার তো দিলেন, চা, মাখন টোস্ট। ভুলে গেলেন ?

হঠাৎ বিশ্ব প্রসঙ্গ পাল্টায়।

বলে—তোমার কি একটাই শাড়ি ? সেদিনও এই শাড়িটা পরে এসেছিল।

দেবী হাসে। দেবীর হাসি সুন্দর। কারণ দেবীর সাজানো দাঁতগুলো নকল দাঁতের মতো সাজানো।

বলে—এই শাড়িটা আমার না, নির্মলাবৌদির। ফেরৎ দিতে গেছিলাম। নেয় নি, দিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব জানতে চায়—নির্মলাবৌদি কে?

দেবীর উত্তর—আমাদের পাড়ার বৌদি। আমাদের খুব ভালবাসেন। তারপর কথা থামিয়ে, একটু চুপচাপ থেকে দেবী আবার বলতে শুরু করে—যদি কোনদিন যান আলাপ করিয়ে দেব। দেখবেন, আপনার ভাল লাগবে। ভীষণ মিশুকে।

মাখন টোস্ট আসে। টেবিলে রেখে চলে যায়। আগেই দু'গ্লাস জল দিয়েছিল। দেবী এক গ্লাস খেয়েছে। আরেক গ্লাস পড়ে আছে। বিশ্ব খায়নি। বিশ্ব বোধ হয় বাইরের জল খায় না। সেদিনও খায় নি। দেবী লক্ষ্য রেখেছিল। বিশ্ব একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। মুখের কাছে হাত নেড়ে দেবী ধোঁয়া সরিয়ে দেয়।

ঐ যে আসছে—ঠোঁট থেকে সিগারেটটা দু'আঙুলের ফাঁকে নিয়ে বিশ্ব বলে।

পেছন ফিরে দেবী জানতে চায়—কে?

আমাদের পরিচালক শুভেন্দু সরকার। ও বললেই তোমার কাজ হয়ে যাবে। যাত্রায় সোর্স আছে। সেখানেও ঢুকে যেতে পার। অনেক কামাবে।—বিশ্ব এতগুলো কথা টানা বলে যায় নি, থেমে থেমে সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছে।

সে সব বলার মধ্যেই দেবীর পাশে শুভেন্দু বসে পড়ে। দেবী সরে বসে। দেবী একনজরে দেখে নিয়েছে একজন লম্বা বলিষ্ঠ প্রৌঢ় লোককে। চুল ওঠেনি, তবে কাঁচা পাকা মেশানো একরাশ চুল। জিনসের প্যাণ্ট, নানারকম পকেট লাগানো ঢোলা সার্ট গুঁজে পরা।

শুভেন্দু বসতেই বিশ্ব শুরু করে—শুভেন্দুদা, কয়েকমাস আগে আপনাকে যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, এই সে।

দেবী লক্ষ্য করলো শুভেন্দু হাত জোড় করে অভিবাদন করলো না। না করুক, দেবী ভাবে, সে বয়সে অনেক ছোট, মেয়ের মতো। ফলে না করাটাই দেবীর শোভন মনে হয়েছে। কিন্তু সে হাত জোড় করে প্রণাম করে শুভেন্দুর পা ছুঁতে গেল।

শুভেন্দু পা সরিয়ে নিয়ে বলে—তোমার দ্বারা নাটক হবে না। তুমি কেটে পড়তে পারো।

তারপর বিশ্বকে বলে—কি সব মাল জোগাড় করিস।

তবে শুভেন্দুর কথায় রাগ ছিল না। শুভেন্দু কথাটা হাসতে হাসতেই বলেছে। হাসিটা দেবী লক্ষ্য করেছে।

দেবী একটু নার্ভাস হয় শুভেন্দুর কথাবার্তায়। তবু বলে—কেন? কেন? আমার দ্বারা নাটক হবে না কেন?

শুভেন্দু হাসে। হাসতে হাসতে বলে—ওসব পা ছুঁয়ে প্রণাম টনাম এখানে চলে না। এখানে আমরা সবাই বন্ধু।

এবার একটু আমতা আমতা করে দেবী বলে—না, মানে, আপনি বয়স্ক লোক, আমি আপনার মেয়ের মতো।

এবার আর শুভেন্দুর ঠোঁটে হাসির কণাটাও নেই। বলে—মেয়ের মতো, বাপের মতো, বয়স্ক লোক এখানে চলবে না। ওসব নাটকে বলবে, যাত্রায় বলবে, এখানে নয়। নাটক করতে এসেছ এসব না ভেবেই। আমরা সবাই নাট্যকর্মী। সংসারের মতো ভিন্ন সত্তা নেই আমাদের, আমরা নাটক ভালবাসি।

না, আমি ভেবেই এসেছি শুভেন্দুদা—দেবীর কথায় অত্যন্ত দৃঢ়তা আছে বুঝতে পেরে শুভেন্দু দেবীর পিঠ চাপড়ে বলে—হ্যাঁ এই তো চাই। আমাকে শুভেন্দুদা বলতে পার, সবাই বলে। কিন্তু কাকু, জেঠু, মামু এসব চলবে না। শুভেন্দুদার স্পর্শে দেবী সরে যায় না। শুভেন্দু বিড়ি ধরায়। লাইটার রাখে না। ম্যাচেস রাখে। তবে ম্যাচেস বের করে নি। বিশ্ব লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেয়।

তোর হবে আজই লেগে যা।—শুভেন্দু কথার মাঝে দুবার বিড়িতে টান মারে!

—আজই। দেবীর এই কথায় একটা দ্বিধা কাজ করে।

হ্যাঁ আজই। একটা মেয়ে প্রায়দিনই আসে না, ওকে নেব না। বিশ্বের সাথে টাকা পয়সার কথা বলে নেবে। ও অফিস রিক্রিয়েসনের সেক্রেটারি।

টোস্ট আসে। একপ্লেট বেশি আসে। ঐ প্লেটটা দেবীকে দেয় বিশ্ব। বাকি প্লেটটা থেকে শুভেন্দু ও বিশ্ব ভাগাভাগি করে খায়।

বিশ্ব খেতে খেতে—তিনশ টাকার মতো পেয়ে যাবে। সে আমি ব্যবস্থা করে দেব। যাতায়াতের জন্য পাঁচটাকা।

দেবীর আজ অন্য কাজ ছিল। সোনামাসির কাছে পঁয়ত্রিশ টাকা পাওনা আছে। দেবীর মা চেয়েছিল দেয়নি। বলেছে দেবী যেন আসে। আজ দেবীর যাবার ইচ্ছে ছিল। গরিব পরিবারে পঁয়ত্রিশ টাকার মূল্য পাঁচশ টাকার মতো।

দেবীর চুপ করে থাকাটা বিশ্ব লক্ষ্য করে। শুভেন্দু লক্ষ্য করে না। সে বিড়ি এবং টোস্ট দুটোই খাচ্ছে। বিশ্ব বুঝতে পারে, দেবী কিছু একটা ভাবছে।

বিশ্বের কাছে পঞ্চাশটাকা আছে। বিশ্ব সেটা ভেতরের পকেট থেকে বের করে

এনে দেবীকে দিয়ে বলে—ধরো, অ্যাডভান্স। সপ্তাহে তিনদিন রিহার্সাল। ঠিক সাড়ে-ছটায় চলে আসবে। একমাস বাদেই অফিস ফাংশান।

দেবীর আর যাওয়া হলো না সোনামাসির বাড়ি। আরেকদিন যাবে। প্রথমদিন বলে দেবীকে আজ রিহার্সাল করিয়ে সাড়ে সাতটায় ছেড়ে দিয়েছে শুভেন্দু।

শুভেন্দু দেবীর ভয়েস এবং সংলাপ বুঝে, বলা দেখে একটু অবাক হয়েছিল। 'খাসা মাল বিশু'—চেঁচিয়ে বলেছিল। তারপর দেবীর চুলে আঙুল বুলিয়ে বলেছিল—লেগে থাক্। তোর হবে। একদিন তুই ভাল অভিনেত্রী হবি। এই শুভেন্দু সরকার বলে রাখলো।

দেবী হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবছে। মালটাল বলা সত্ত্বেও শুভেন্দুদাকে দেবীর ভাল লেগেছে। একেবারে 'তুই তোকারি।' তুমি টুমি নয়। কোথায় যেন একটা স্নেহের বিন্দু লুকোনো আছে শুভেন্দুদার শরীরের ভিতরে। দেবী সেটা আঁচ করতে পেরেছে। দেবী হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটছে। হাওয়া বইছে দক্ষিণ দিক থেকে। যে কটা খুচরো পয়সা আছে তার সাথে অচল সিকিটা যোগ করলে একপিঠের বাস ভাড়া হয়। পঞ্চাশটাকার একটা আস্ত নোট পাওয়াতে সে বিশ্বের কাছ থেকে যাতায়াত ভাড়ার জন্য পাঁচটাকা চাইতে পারে নি। আর দেবীর কপালও খারাপ। বাস-ট্রামের যত অচল পয়সা ওর হাতে আসে। এসব কারণে সে হাঁটাকেই বেছে নেয়। তাছাড়া একা একা হাঁটতে দেবীর ভাল লাগে।

ব্রিজের মাঝখানে আসে দেবী। রুমালের গিট খুলে অচল সিকিটা বের করে আবার ফেলে দেয় গঙ্গাজলে।

নয় ॥ শরীর খুঁড়ে দেখ, দেখবে ভিতরে জটিল মুখ।

সোনামাসির বাড়িতে আসে দেবী ঠিক তিনটের সময়। এসময় সোনামাসি বিশ্রাম করে, ঘুমায়। পাঁচটার পর অফিস ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসে শরৎচন্দ্র পড়ে, সিনেমা পত্রিকার উপন্যাস পড়ে।

দেবীর তিনটের সময় আসার কারণ সোনামাসির মেজাজ এ সময় ভাল থাকে। বড়ই আশা নিয়ে দেবী এসেছে। যদি পঁয়ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়। ছটার পর এলে দেখা যায় সোনামাসির গরম মেজাজ। মণি গুপ্তের বাড়ির ডিউটি মাঝখানে না-বলে ছেড়ে দেবার পর দেবী আর সোনামাসির সাথে দেখা করেনি। রাগটা রয়েই গেছে। ফলে

মার হাত দিয়ে পাওনা প'য়ত্রিশ টাকা দেয়নি। দেবী খবর নিয়ে জেনেছে, সোনামাসি মণি গুপ্তের বাড়িতে সন্ধ্যাকে পাঠিয়েছে, সন্ধ্যা মেয়েটি লোভি। অর্থের কাছে সন্ধ্যার নরম শরীর নতজানু হয়। সোনামাসির হিসেবের তালিকা আছে। কোন্ মেয়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে, কোন মেয়ে এগিয়ে আসে না। এই হিসেবটা সোনা মাসির জানা। দেবীকে সোনামাসি নিজের মতো কাজে লাগাবে ভেবেছিল। কিন্তু পারলো না। না পারার জন্য সোনামাসির প্রতিহিংসা নেই। কত মেয়ে আসবে, কত মেয়ে যাবে। সোনামাসির কাছে অর্থই বড়, প্রতিহিংসা নয়।

সোনামাসির শোবার ঘরের সামনে এসে দেখে দরজা ভেতর দিয়ে বন্ধ, জানলা বন্ধ, অফিস ঘরে তালা ঝুলছে। এ সময় খুবই কাছের লোক ছাড়া সোনামাসির কাছে কেউ আসে না। সত্যবতী সোনামাসির খুব কাছের লোক। সোনা জানে, কিছু সৎ, চরিত্রবান আয়া-নার্স রাখতে হয় প্রতিষ্ঠানে। তা নইলে প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না। সত্যবতীর মেয়ে দেবীও সেই কারণে কাছের মেয়ে। দেবীর যদি মণি গুপ্তের বাড়ির কাজটা পছন্দ না হয় সেটা সোনামাসিকে দেবী যদি জানাত তাহলে সোনামাসি দেবীকে ভাল পেসেণ্ট দিতে পারত। একেবারে সোনামাসিকে না জানিয়ে দেবীর চলে যাওয়াটা সোনার ইচ্ছা ছিল না। এই ক্ষোভের কথা সোনা সত্যবতীকে বলেছে।

তোমার মেয়ে আমাকে না জানিয়ে চলে গেল কেন ?—সোনা বলেছিল।

ও লজ্জায় দিদি আপনার কাছে আসতে পারে নি—সত্যবতী বলেছিল,

বলার পরই আবার বলেছিল—দেবীকে জোর করে শোওয়াতে চেয়েছিল।

সোনা অবাক না হয়ে সেদিন বলেছিল সত্যবতীকে—কিন্তু মণি গুপ্ত তো কাউকে জোর করে না। আর আমিও জোর করি না, আমি দেবীকে অন্য কোন ভাল রোগীর বাড়িতে পাঠাতাম।

সত্যবতী বলেছিল—আমিও ওকে বলেছিলাম। ঐ মেয়েটা আমার বড়ই একরোখা।

সোনা আরও বলেছিল—তুমি তো জান, আমার এখানে অনেক ভাল মেয়েও কাজ করে। আমি শুধু বলি, সেবার সাথে সাথে রোগীদের অন্য ইচ্ছে পূরণ করতে পারলে তোমাদের পাওনা বেতন ছাড়া আরও টাকা উপায় করতে পারবে। এ কাজটা অনেকে পারে, অনেকে পারে না। যেমন তুমিই পার না। তোমার বন্ধু বিমলা পারে।

সত্যবতী হাসে। সামান্য হাসি। হেসে বলে—আমার কি সেই বয়স আছে।

আমার কি সেই স্বাস্থ্য আছে। তাছাড়া আমি এসব পছন্দ করি না।

'সে তো জানি'—সোনা বলে—'তবুওতো এক রোগী তোমার এই বয়সেই, এ রকম স্বাস্থ্যেই হাত ধরে টেনেছিল। তুমি বলার পর তো সেখান থেকে তোমাকে সরিয়ে দিয়ে বিমলাকে দিলাম। বিমলা ওর কাছ থেকে কিছু কামাল।

সোনা বলেছিল—পুরুষদের ঐ একটা দুর্বলতা। ওটার সুযোগ নিয়ে পয়সা কামাতে হয়। বিপদে পড়ে চাও, একটা আধলাও তোমাকে দেব না। পুরুষ জাতটা এমন শয়তান।

সত্যবতী বলে—ভালোও তো আছে।

সোনা ঐ কথা শুনে চুপসে যায়। বলে—সে তো আছেই।

যাক্ গে দিদি, ওসব কথা এখন থাক। যা হবার হয়ে গেছে। দেবী বলেছে পঁয়ত্রিশ টাকা পাবে, আমাকে নিয়ে নিতে বলেছে।

সত্যবতী এই কথাটা বলার সুযোগ খুঁজছিল। ভগবান সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও সত্যবতী ভগবান বিশ্বাসী নয়।

সোনা কথাটা শুনলো। সিনেমা-পত্রিকায় পেজমার্ক বসানো জায়গাটা বের করে পড়বার আগে কথাটার উত্তর দেয়—

—দেবীকে আসতে বলো। ওর মুখ থেকে টাকার কথাটা শুনতে চাই। এসো এখন। রাত হয়েছে। আজ আর তোমার ডিউটির আশা নেই।

দেবী এখন কি করবে? দেবী ভাবে, সে কি ফিরে যাবে? সোনামাসির ঘরের দরজা বন্ধ। ফ্ল্যাটের চারপাশ চুপচাপ। কোন শব্দ নেই। পুরোনো দিনের ফ্ল্যাট। পর পর দুটি ঘর। লম্বা বারান্দা। দেবী একবার কান পাতে দরজায়। খস্‌খস্ শব্দ কানে আসে। দেবীর ধারণা হয়, ঘরে কেউ জেগে আছে। দেবী কড়া নাড়ে না, জানলার কাছে যায়। জানলার একটা কপাট চাপ দিয়ে ফাঁক করে। বন্ধ থাকলেও একটু ফাঁক হয়! দেবী ফাঁকে চোখ রাখে। ভেতরের দৃশ্য দেখে দেবী অবাক হয়। এই বিস্ময় দেবীর জীবনে প্রথম বিস্ময়। এই অভিজ্ঞতা দেবীর জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা। এই অশ্লীল দৃশ্য দেবীর জীবনে প্রথম অশ্লীল দৃশ্য। জানলার অল্প ফাঁক দিয়ে দেবী দেখে, মিনতি উলঙ্গ হয়ে নগ্ন সোনাবৌদির উপরে শুয়ে পুরুষদের মতো আচরণ করছে। সোনাবৌদি তার দুহাত মিনতির পিঠে জড়ো করে মিনতিকে চেপে ধরে তাকে কাত করে ফেলে গালে বুকে চুমু খাচ্ছে।

দেবী বিস্ময় থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। অশ্লীলদৃশ্য দেবীর চোখকে চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। সোনা মাসির পালিত কন্যা মিনতি সোনামাসিকে কোলে বসিয়ে আদর করছে। দেবীর শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়। দেবীর ইচ্ছে হয়, ভেতরে যেতে। ইচ্ছে হয় সোনামাসি আর মিনতির মতো হয়ে যেতে। তোমরা আমাকেও এই খেলায় মাতিয়ে তোল। দেবী ভুলে যায় পঁয়ত্রিশ টাকা কথা। দেবী ভুলে যায় মানিকদার ভালবাসার কথা, মা'র সংসারের অভাবদারিদ্রের কথা। আজও দেবী খেসারির ডাল আর মাদ্রাজি ডিমের চারভাগের এক ভাগ দিয়ে খেয়ে বেরিয়েছে। দেবী স্বপ্ন দেখে, সে ঘরে ঢুকে গেছে, সোনামাসি ও মিনতি ওর সব পোষাক খুলে নগ্ন করে দিয়েছে। সোনামাসি এবং মিনতি দুজনে মিলে ওর বুকদুটো চেপে ধরেছে। হঠাৎ একটা কালো হুলো বেড়াল কাঠের রেলিং থেকে লাফ দিয়ে দেবীর পায়ের কাছে পড়তেই দেবীর যৌনস্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

মেয়েরাও যে এসব করে দেবী এই প্রথম জানল। তাহলে দেবী বুঝলো সমাজে এরকম মেয়েও আছে যাদের সমাজের লোক চিনতে বুঝতে পারে না। অথচ এই মিনতি, কারোর সাথে কথা বলে না। ওর চালচলন আচরণ দেখলে মনে হয় নার্স-আয়াদের সে ঘৃণা করে। সবসময় সাজগোজ, স্টাইল নিয়ে থাকে। প্রয়োজন না হলে কারোর সাথে কথা বলে না। নিজেকে সবসময় আলাদা রাখতে ভালবাসে। কোন ছেলে বন্ধুর সাথে গভীরভাবে মেলামেশাও করে না।

মিনতির সাথে সোনামাসির এই যৌন সম্পর্ক দেখে দেবী সেখান থেকে ফিরে আসে। এই দৃশ্য দেখে দেবীর যেন কেমন মনে হয়, সোনামাসি ওকে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে না এবং নাইটিঙ্গেলের সেবাধর্মের কথা বলে ওকে জ্ঞান দেবে।

দেবী যে কখন রাস্তায় নেমে এসেছে দেবী জানে না। এবং দেবী যে কখন দোকানে এসে ফোনের ডায়াল ঘুরিয়েছে দেবী তাও জানে না। হ্যাঁ, মানিকদাকে পাওয়া গেছে।

এরপর শুরু হয় মানিকদার সাথে দেবীর কথাবার্তা।

মানিকদা, আমি দেবী ফোন করছি।

বুঝতে পেরেছি, কি ব্যাপার বলো ?

আপনি কি আজ আগে বেরোতে পারেন ? এই চারটে, সাড়ে চারটেয়।

আজ পারবো না, আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে একটা জরুরি মিটিং আছে। আজ কি তোমার রিহার্সাল নেই ?

না নেই। কিন্তু আপনাকে আজ আমার ভীষণ দরকার।

কি ব্যাপার বলতো দেবী, তোমাকে অতো নার্ভাস লাগছে কেন? তুমি তো আমাকে এভাবে কোনদিন বলনি।

আজ বলছি, আসুন না।

আচ্ছা আসবো। ম্যানেজ করতে হবে। মেট্রোর সামনে থেকো। আমি পাঁচটার মধ্যেই চলে যাব।

একা আসবেন। আপনি আগে দাঁড়াবেন। ফোন ছাড়লাম—বলেই ফোন ছেড়ে দেয়। ধীরে সুস্থে রুমালের গিট খুলে ফোনের পেমেন্ট মিটিয়ে দেয়।

সামনেই ফোর্ট-উইলিয়মের রাস্তা। এধারে রাস্তার পাশে গড়ের মাঠের ভিতর বেশ কয়েকটা বড় গাছ। গাছের গোড়া থেকে একটু এগিয়ে বসে কথা বলছে মানিকদা এবং দেবী। সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। একটু একটু করে চারাগাছ বেড়ে যাওয়ার মতো অদৃশ্য নির্জনতা দৃশ্য হয়ে ওঠে গঙ্গার বুকে।

এই প্রথম আজকের দুপুর তিনটার ঘটনাটা দেবী মানিকদাকে বলে। এই দৃশ্য, এই ঘটনা নিয়ে অনেক কথা হয় মানিকদার সঙ্গে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মানিক দেবীকে বলে—এটা মানুষের বিকৃত দিক, আরেকটা প্রকৃত দিক আছে। একটা শ্রেণী বিকৃতির বিকাশ ঘটায়। আরেকটা শ্রেণী প্রকৃতির বিকাশ ঘটায়। বিকৃতির বিকাশ জন্ম দেয় লোভ, লিপ্সা, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা, প্রতিযোগিতা, অসহযোগিতা। প্রকৃতির বিকাশ জন্ম দেয় লড়াই, আন্দোলন, অধিকার সচেতনতা, মানবিক সহযোগিতা। এ নিয়ে মন খারাপ করছো কেন?

তুমি এতো জানলে কি করে মানিকদা—বলার পর দেবীর ভীষণ ইচ্ছে হয়, মানিকদার হাতটা টেনে নেয় নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু পারে না। মানিক দেবীর মুখে এই প্রথম 'তুমি' শুনে দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো, মানিকদা? দেবী কি হাসতে হাসতে বলেছিল কথাগুলো? দেবী জানে না।

'দেখছি দেবীমূর্তির মতো তোমার ঐ সুন্দর মুখটা'—এই প্রথম মানিক ওভাবে দেবীর সাথে কথা বললো। মানিকের বহুদিনের ইচ্ছে ছিল ওভাবে কথা বলার।

'আমার মুখ তো বহুদিন ধরেই দেখে আসছো, এ আর নতুন কি মানিকদা—দেবীর কথায় নির্মল হাসি ছিল।

'যে মুখ আমি এখন দেখছি, সেটা ভালবাসার মুখ—'

এরপরেও মানিক পারেনি দেবীর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিতে। কারণ দেবীর মুখে 'তুমি' টা 'আপনি' হয়ে যেতে পারে আবার। তখন যে মানিক খুবই ব্যথা পাবে।

হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে—মানিক দেবীর আগের কথাটা তোলে।

দেবীর মনে ছিল। কারণ মানিকদা যে এতো কথা জানে দেবীর ধারণা ছিল না। দেবীর ধারণা কলেজ, য়ুনিভারসিটিতে পড়লেই সমাজ সম্পর্কে অনেক যুক্তিপূর্ণ ভালমন্দ কথা বলতে পারে।

ফলে দেবী স্মরণ করিয়ে দেয়—তুমি ওতো কথা জানলে কি করে?

আমাদের অফিস য়ুনিয়নে মাঝে মাঝে পণ্ডিত লোক আসেন। তারা আবার নেতাও বটে। ওনারাই এসব বলেন, আমরা শুনি। ওনারা অনেক কিছু বলেন—মানিকের এসব কথাবার্তায় একটা আগ্রহ দেখা যায়। এই আগ্রহটা দেবী বুঝতে পারে।

দেবী বলে—আর কি বলেন?

বলেন, অধিকারের কথা। প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। একশ্রেণী অধিকারের জন্য লড়াই করে, আরেক শ্রেণী অর্থের জোরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য করে। আমরা যেমন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আমাদের অধিকারের জন্য লড়াই করি, শ্রমিকরা শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই করে, কৃষকরা কৃষকদের অধিকারের জন্য লড়াই করে, নারীরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করে। এভাবে অনেকেই তাদের সংগঠনের মাধ্যমে অধিকারের জন্য লড়াই করে থাকে। এ লড়াইকে পথ দেখায়, সহযোগিতা করে, নেতৃত্ব দেয় একটা বিরাট পার্টি।

মানিক একটু থামতেই দেবী প্রশ্ন করে—তুমি কি পার্টি কর?

মানিক দ্রুত উত্তর দেয়—পার্টি করি না। তবে অফিস য়ুনিয়ন করি। পার্টি করলে ভাল হতো।

দেবী জানতে চায়—এটা এতোদিনে বুঝলে। আগে বোঝো নি কেন?

মানিক বলে—আগে বুঝি নি কেন জানতে চাও?

দেবী মানিকের কাছেই বসেছিল। তবু সামান্য ফাঁকটুকুকেও সরিয়ে দিয়ে মানিকের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে—জানতে চাই।

মানিক বলে—তোমাকে ভালবাসি বলে। দুজনকে ভালবাসা যায় না।

দুজনের কথা বলায় দেবী মানিককে থামিয়ে দিয়ে বলে—দুজনকে মানে কাকে? কাকে?

মানিক সহজভাবেই উত্তর দেয়—তোমাকে আর পার্টিকে।

দেবীর মনের খুশী ওর হাসির কম্পিউটারে ধরা যায়।

সে বলে—ধুর বাজে কথা। পার্টির ছেলেরা কি ভালবাসে না? যাক্‌গে এখন আফসোস করছো কেন?

মানিক উত্তর দেবার আগে বলে—শুনলে তো তুমি রাগ করবে।

উদাসীন মন নিয়ে দেবী—তবু বল, শুনি।

মানিকের ইচ্ছে হয় দেবীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, পারেনা। সে বলে—তুমি তো আমাকে অবহেলা কর। আমাকে ভালোবাসতে পারছো না। আমার রূপ নেই, অর্থ নেই, আভিজাত্য নেই, অহংকার নেই। আমার মা নার্স। তাও আবার স্বভাবচরিত্র ভালো নয়, শুনি।

মানিকের শেষের কথাগুলো দেবীর নারীমনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। মানিকের শেষের কথাগুলো মেঘের মতো এক বিশাল দুঃখ দেবীর মনের আকাশকে ঢেকে ফেলে। এরপর চেতনস্তর ছাড়িয়ে দেবীর অবচেতন মন থেকে কয়েকটি কথা বেরিয়ে এল দেবীর মুখ দিয়ে, অস্ফুট উচ্চারণে—মানিক আমি তোমাকে ভালবাসি। সেটা এতোদিন বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি। এই অনুচ্চারিত প্রেমময় কথাগুলো দেবী প্রকাশ করতে থাকে। মানিক নয়, দেবী নিজে মানিককে জড়িয়ে ধরে ও যেন একজন প্রিয় পুরুষকে জড়িয়ে ধরেছে। মানিক চারদিক তাকিয়ে দেখে, নির্জনতা তাদের পুরোপুরি ঘিরে রাখতে পারেনি। তবে অন্ধকার একটু একটু এগিয়ে আসছে। মানিকদের মতোই বেশকিছু যুবক যুবতী দাবার ছকের মতো চারদিকে ছড়ানো। সবাই কি কিস্তিমাতের অপেক্ষায়? মানিক এবার দেবীকে চেপে ধরে। বেশ খানিকটা পরে দেবী অনুভব করে মানিকের শরীরের উষ্ণতা। পুরুষের শরীর এতো উষ্ণ হয়! পুরুষের এই উষ্ণ শরীর এতো আনন্দের হয়। এতো উত্তপ্ত হয়। দেবীর এই প্রথম ধারণা। শরীরের এই আনন্দ আজ দেবী প্রথম বুঝতে পারে। দেবীকে অনেকেই অনেকবার জোর করে টেনে ধরবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দেবী ধরা দেয়নি। একবার শুধু পারেনি। সেদিন সেসময় তার মনে বুকে ঘৃণা ছিল, ক্রোধ ছিল। মানিকও এই প্রথম নারীর শরীরের উষ্ণতা বুঝতে পারে। নারীর নরম শরীর, কতটা নরম হতে পারে সেটাও আজ প্রথম মানিক বুঝতে পারে। কিন্তু প্রথম কি? এই মুহূর্তে চন্দ্রার কথা মনে পড়ে না।

একবার দেবী মুখটা উপরের দিকে তুলে মানিকের চোখের দিকে তাকায়। তারপর চোখ বুজিয়ে দেয়। মানিক মুখটা নামিয়ে এনে দেবীর সুন্দর ঠোঁটদুটোয়

চুমু খায়, একবার, দুবার, তিনবার। তারপর ঠোঁটদুটো দেবীর ঠোঁটের উপর চাপ দিয়ে রেখে দেয় খানিকটা সময়। দেবী যখন মানিকের ডান হাতটা তুলে নেয় বুকের কাছে। 'ভালবাসার দিন ফুরিয়ে যায় নি' ভাবতেই মানিক দেবীর বুকের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে এনে আস্তে আস্তে দেবীকে ছেড়ে দেয়। হঠাৎ একটা ভাবনা মানিকের মন দখল করে নেয়।

দেবী তোমার উত্তেজনা প্রবাহ আসিয়াছে দুপুরের দৃশ্য হইতে। সোনামাসি এবং মিনতির অশ্লীল দৃশ্য তোমাকে উত্তেজিত করিয়াছে। তুমি এমন একটি ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিলে যাহাকে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, তাহার নাম মানিকচন্দ্র দাস। আমি এখন বলিতে পারি না তুমি তোমার লালিত যত্নশীল অহংকার ত্যাগ করিয়া ভালবাসার কথা বলিয়াছ কি না। নাকি তোমার উত্তেজনা কমাইতে মানিকচন্দ্রকে ব্যবহার করিলে। যাহাই তোমার মনোভাব হউক, আমি অপেক্ষা করিব, আমি তোমার ভালবাসা বুঝিতে শিখিব। তবু তোমার আজিকার ব্যবহারে যেমন বিস্মিত হইয়াছি, তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি।

এতোদিন আমি বুঝে এসেছি দেবী, তুমি আমাকে খুবই বিশ্বাস কর, আমাকে কর্তব্যপরায়ণ মনে কর, কিন্তু ভালবাসতে পার না। মানিক ঘাসের উপর কাৎ হয়ে শোয়। দেবী মানিকের মাথাটা কোলের কাছে নিয়ে, 'আর আজ আমাকে কি ভাবছে', প্রশ্ন করে।

আজ আমি কিছুই ভাবছি না। ভাবছি তুমি শুধু আমার বহুদিনের পরিচিত দেবী। তবে এখনও 'আমার দেবী' ভাবতে পারছি না। মানিক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মানিকের কথাগুলো দেবীর ভাল লাগছে না বলেই দেবী বললো—উঠবে ?

মানিক উত্তর দেয়—আরেকটু বসি।

এমন সময় ওরা দেখলো ধুলো উড়ছে। টুকরো কাগজ, শুকনো পাতা নিচের দিকে উড়ছে। কিছুক্ষণ পর হাওয়া বইতে শুরু করলো। বাতাসের গতি ক্রমশই বাড়ছে। গাছের পাতা ভয়ানক নড়ছে। ধুলো, কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা বাতাস উপরের দিকে তুলে নিচ্ছে। যে সকল যুবক-যুবতী বয়স্ক-বয়স্কা গাছের নিচে বসে এতোক্ষণ গল্প করছিল, শরীর দেয়ানেয়া করছিল তারা উঠে বাতাসের সাথে সাথে দৌড়তে আরম্ভ করলো। দৌড়তে গিয়ে একজন যুবতীর চটি ছিড়ে

গেল। ডান হাতে একটা চটি নিয়ে যুবকের হাত ধরে দৌড়তে লাগলো। বাতাসের সো সো শব্দ। বাতাস উড়িয়ে নিচ্ছে শাড়ির আঁচল মাথার চুল। হঠাৎ মানিক একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেবীকে বুকের কাছে চেপে ধরল। বাতাস দেবীর লম্বা আঁচল উড়িয়ে নিয়ে ওদের মাথা ঢেকে দেয়। ওরা দুজনে ঠায় জড়াজড়ি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে। সবাই ছুটছে, ওরা ছুটছে না। ওদের মাথার উপর দিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় বইছে। পাখির গোঙানি, পাখির ডানার ঝাপটা, পাতার মর্মরতা থেমে গেছে।

একসময় ঝড় থেমে যায়। শুধু হৃদয় কাঁপানো মধুর বাতাস তখনও বইছে। সবাই চলে গেছে ভালবাসার জায়গা ছেড়ে। ওরা যায় নি। এবার ওরা হাঁটছে সামান্য বৃষ্টির ভেতর দিয়ে। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মনজুড়ানো আলোক-সজ্জা। মানিকের হাত শক্ত করে ধরে সেদিকে যেতে যেতে দেবী বলে—আমার পয়সার রুমালটা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে মানিক বলে—টাকা পয়সা কত ছিলো ?

দেবী উত্তর দেয়—একটা অচল একটাকার কয়েন।

দেবীর কথা শুনে মানিক আনন্দ পায়। আনন্দটা ধরে রাখতে পারে না। দেবীকে বলে দেয়—আমি যখন বেকার ছিলাম। বাড়িতে ভীষণ অভাব। তখনও আমি অচল পয়সা রেখে দিতাম। অচল পয়সা দেখিয়ে বাস ভাড়া ফাঁকি দিতাম।

দেবী এই কথার কোন উত্তর দেয় না।

রাতের শুরুতেই দেবী এবং মানিক বাস স্টপেজের দিকে হাঁটছে। ওরা এখন ঘরে ফিরবে।

দশ ।। ফুলের ভেতর ফুল প্রশ্ন করে আমি কি সুন্দর পুজোর ঘরে ?

আজ রোববার।

সত্যবতীর মেজ দেওর চিত্তরঞ্জন হালদার সকালে এসেছে হাবড়া থেকে। চিত্তরঞ্জন হালদার দেবীর মেজকাকা। হাবড়ায় পৈতৃক বাড়িতে থাকে। সে এসেছে দেবীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। অনেকদিন পর সত্যবতী, দেবীর মা ডিউটি পেয়েছে। নাইট ডিউটি। সন্ধ্যার পর যাবে। রোববার ঘরে সবাই আছে। একমাত্র চন্দ্রা নেই। সে গেছে নির্মলা বৌদির কাছে।

সত্যবতী দেওরকে বলে—খেয়েদেয়ে যাবে তো ?

চিত্তরঞ্জন মুড়ি খেতে খেতে বলে—খেয়েদেয়ে বিকেলের ট্রেনেই যাব।

চিত্তরঞ্জন আসার জন্যই আজ ডিম হবে। ডিমের ঝোল রান্না করবে দেবী।

সত্যবতী জানে না, চিত্তরঞ্জন কেন এসেছে। সেটা জানতেও চায় না। হয়তো লীলাকে নিতে এসেছে।

চিত্তরঞ্জনই আসার কারণ বলে—আমি একটা দেবীর জন্য সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি বৌদি।

সতবতী চা করছিল। কথাটা শুনে কোন উত্তর দিল না।

চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—পাত্রের ব্যবসা।

লীলা ঘর ঝাট দিচ্ছিল।

চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—ভাল রোজগার। পয়সা আছে, নিজের একটা বাড়ি।

দেবী সামান্য জামাশাড়ি ভাঙা আলনায় গোছাচ্ছিল।

চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—দেবীকে দেখেছে।

সত্যবতীর চা করা হয়েছে। দেওরকে চা দেয়। দেওরের পাশে চৌকির উপর চা রাখে। মেঝেতে দেবী, লীলা সত্যবতী চা খেতে বসে। গতকালের রুটি ভিজিয়ে ওরা চা খায়। চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—দাবি দাওয়া নেই! শাখা সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে যাবে।

দেবীর মা প্রশ্ন করে—বয়স কত?

চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—তা একটু বয়স হয়েছে! দোজবরে। আগে একটা বিয়ে করেছিল। পাঁচ বছর হল স্ত্রী মারা গেছে। ছেলে পুলে নেই মুড়ি চিবোতে চিবোতে চায়ে চুমুক দেয় চিত্তরঞ্জন। ওরা চুপচাপ মাটিতে বসে চা খায়।

চিত্তরঞ্জন বলতে থাকে—দুটো পাকাবাড়ি। আরেকটাতে ভাড়াটে থাকে।

এবার সত্যবতী অধৈর্য হয়ে বলে—তা পাত্রের বয়সটা কতো বলবে তো।

চিত্তরঞ্জন বলে—পঞ্চাশের মতো হবে। তবে স্বাস্থ্য ভাল। আমাকে প্রায়দিনই বলে কি হল সংবাদটা আনুন। তাই এলাম। দেবীও তো আমাদের ওখানে অনেকদিন হল যায় না।

সতব্যতী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলে—কি রে শুনলি তো।

ভাল পাত্র তো পাচ্ছি না। যা হোক একটা নির্মলা বৌদি আনল, পছন্দও হল। কিন্তু পনের হাজার টাকা পণ দিতে হবে। পাব কোথায়? এই তো তোদের মেজকাকা বসে আছে। চেয়েছিলাম। দুহাজারের বেশি দিতে পারবে না।

দেবী উত্তর দেয়—আমি এখন বিয়ে করলে তোমাদের চলবে কি করে? তুমি তো এখন আগের মতো ডিউটিও পাও না। প্রায় দিনই বসিয়ে দেয়। তবুও তো

আমি দু-একচা টিউশনি করছি, নাটক করছি। চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

চিত্তরঞ্জন পুনরায় বলতে থাকে—সেতো আমরাই আছি। লীলাকে তো আমরাই দেখি। আমাদের কাছেই তো বারমাস থাকে। তোদের এখানে তো মাঝে মধ্যে আসে। তোর বিয়ে হয়ে গেলে, তুইও সংসারটাকে দেখতে পারবি। পাত্রের অনেক পয়সা। আমি তো জানি। আমাকে একবার বলতেই তিনহাজার টাকা ধার দিয়েছে। বলেছে কথামত শোধ করতে পারলে আবার দেবে। মনটা ভালো রে দেবী। তোর খুব পছন্দ হবে।

দেবী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলে—না আমার পছন্দ নয়। বুড়ো। দোজবরে। তাছাড়া আমি এখন বিয়ে করবো না। যখন করবো তোমাকে বলবো মেজকা। বসো, আমি নির্মলা বৌদির কাছে যাচ্ছি।

দেবী বেরিয়ে যায়।

গিয়ে দেখে, মানিকদা নির্মলা বৌদির ঘরে। নির্মলা বৌদির স্বামীর নাম রমেন্দ্র দাশগুপ্ত। রমেন্দ্র দাশগুপ্ত একজন কবি। তিনটি কবিতার বই আছে। মানিককে নতুন কবিতা শোনাচ্ছে ঃ

ফুলের ভেতর ফুল প্রশ্ন করে
আমি কি সুন্দর পুজোর ঘরে।
আমি কি সুন্দর বসার ঘরে
কবি কহে, তুমি সুন্দর
ভালবাসার কাছে। মনের কাছে।

কবিতাটি পাঠ করেই রমেনদা বলেন—কি মানিক, বলো, কেমন লাগলো? রমেনের মুখে সাদা পালকের হাসি দেখে মানিক উত্তর দেয় আপনি বড্ড রোমান্টিক। এতো রোমাঞ্চ কোথায় পান—

মানিকের কথা শুনে পায়রার মতো সাদা পালকের হাসি মুখে উজ্জ্বল রঙ ধারণ করে।

পাবেন না! মাস্টারদের এখন কত বেতন! তারপর আবার দুবেলা কোচিং, টিউশনি। দেবীর গলা শুনে রমেন এবং মানিক দুজনেই দেবীর দিকে তাকায়। দেবী বলতে থাকে—জীবনে মানুষের কষ্ট দেখেছেন? জীবনে কোনদিন দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন? জীবনে কোনদিন অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন?

তার সাথে আরও যোগ কর দেবী—বলতে বলতে চা হাতে নির্মলাবৌদি ঢোকেন। পেছনে চন্দ্রার হাতে মুড়ি তেলেভাজা বলেন—জীবনে কোনদিন বাজার করেছেন,

রেশন তুলেছেন ? বসে বসে মেয়েছেলের কবিতা লিখছেন। চাঁদ, ফুল, প্রকৃতি, মেয়েদের শরীর এই নিয়ে ওনার কবিতা।

ও রকম বলবেন না বৌদি-মানিক বলে—'বিদেশ' পত্রিকায় দাদার কবিতা ছাপা হয়।

—'বিদেশ' একটা কাগজ! ওতো সাংস্কৃতিক বিলাসিতার কাগজ, বড়লোকী বিলাসিতার কাগজ। ওরা খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে মাথা ঘামায়? আর ঐ কাগজে লিখেই তো ওর কবিতার বারোটা বেজে গেছে। আগে কি রকম কবিতা লিখতো! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। ওসব কবিতা শুনে প্রেমেই পড়ে গেলাম। এখন পস্তাচ্ছি! এখন বস্তা পচা কথা যোনি, লিঙ্গ, স্তন কোমর—

বলেই নির্মলা বৌদি চা আর মুড়ির বাটি টেবিলে রেখে বলেন—নাও। গিলে আমাকে উদ্ধার কর। দেবী অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে—বৌদি মেজকা আমার জন্য পাত্রের সন্ধান এনেছেন।

রমেনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে নির্মলা বৌদি বলে—শুনেছি। চন্দ্রা বলেছে। তোর মার কি কোন আক্কেল নেই, একটা বুড়োর সাথে। দেখ্ গে যা, তোর মেজকার সাথে বুড়ো পাত্রের কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে।

কথাটা শুনে চন্দ্রা উত্তর দেয়—তুমি ঠিক বলেছ বৌদি।

হঠাৎ রমেন বলে ফেলে—কেন বুড়োটার সাথে কেন? মানিকের মতো একটা ভালো ছেলে থাকতে!

এ রকম সরাসরি একটা মন্তব্যে মানিক কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলে—দেবী আমাকে করবে কেন রমেনদা?

রমেন জানতে চায়—কেন নয়? তোমার স্বভাব চরিত্র ভাল। তুমি সৎ।

রমেনের এই প্রশ্নে কোনরকম জটিলতা ছিল না।

মানিক চটপটট্ উত্তর দেয়—আমি কালো, রোগা, স্কুল ফাইনাল পাশ মাত্র। অফিসের পিওন, গরীব। বাপের নিজস্ব বাড়ি নেই। দেবী আমাকে করতে যাবে কেন। এক অভাবের সংসার থেকে আরেক অভাবের সংসারে কেউ যায়? আপনি আপনার মেয়েকে দেবেন রমেনদা? এই যুগে স্বভাব চরিত্র সততার দাম নেই।

মানিকের এই দীর্ঘ সংলাপে যথেষ্ট অভিমান ছিল! সেই অভিমানের আলপিন দেবীর হৃদয়ে লাগে। দেবী উত্তর দেয়—আমি নিজেকে কখনও গরীব মনে করি না! আমার বাবা কারখানায় কাজ করতো! আমার মা বিধবা হয়ে প্রথমে অন্য বাড়িতে রান্নার কাজ করতো। বাড়ির কর্তা একদিন রাতে বাজে ইঙ্গিত করায় মা কাজ ছেড়ে দিয়ে আয়ার কাজ করছে। আমাকেও কাজ করেই বাঁচতে

হবে। অতএব বিয়ে করার ইচ্ছেটা আমার অধিকারেই থাকবে। শুধু তাই নয়, কাকে বিয়ে করবো সেটাও আমার ইচ্ছে। কে কালো, কে পিওন ভাবি না।

—যাক গে, ওসব কথা থাক দেবী। বিশ্ব আজ এখানে আসবে। আমি বৌদির ঠিকানা দিয়েছি। আমাদের তো ছোট একটা টালির ঘর। রান্না ঘরও নেই। তোমাদেরও তাই।—মানিকের বলায় ম্লানতা ছিল।

রমেন জানতে চায়—বিশ্ব কে ?

উত্তর দেয় নির্মলাবৌদি—মানিকের অফিসে কাজ করে। ক্লার্ক। গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করে। মনে হয় দেবীকে ভালবাসতে চায়।

দেবী কথাটা লুফে নেয়। সরাসরি বলেই ফেলে—আমাকে নিয়ে ফুর্তি করতে চায়। ভালবাসতে চায় না।

মানিক একটু গম্ভীর হয়ে—নাটক করবে বলে ওর কাছেই তো গেলে, উত্তর দেয়।

—যাব না !—খাটে বসে দেবী বলে···সামান্য একটা কাজের জন্য যেখানেই যাই ; সেখানেই অদৃশ্য একটা কালো হাত লম্বা করে রেখেছে মেয়েদের শরীরটা চটকাবে বলে।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে রমেন—দূর, তাই হয় নাকি ? সমাজে অনেক ভাল লোকও তো আছে।

নির্মলা বৌদি রমেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—এই দামি পেনটা ছুঁড়ে ফেলে দেবো। নির্মলা ছোঁড়ে না। কেড়ে নিয়ে বলে—লেখো তো মেয়েদের নিয়ে কবিতা, 'তোমার শরীরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করে'। তার মধ্যে কয়েকটা ইংরিজি শব্দ, ফরাসী শব্দ ঢুকিয়ে দাও স্মার্ট হবে বলে, ওসব করে কবি হওয়া যায় না। বিষ্ণু দে, সুধীন দত্তরা কোন দিন কবি হতে পারে নি যেভাবে জীবনানন্দ হয়েছে। তুমিও পারবে না।

রমেনের একটা গুণ, রমেন রাগে না। প্রতিটি কথায় মৃদু হাসি স্পষ্ট হয়ে থাকে ঠোঁটে। রমেন বলে—দু'পাতা ইংরেজি পড়ে চেটাং চেটাং কথা।

নির্মলা ইংরেজি অনার্স পাশ করেছে। কিন্তু কোনদিন চাকরির চেষ্টা করেনি। বিপদে না পড়লে করবেও না বলেছে। সে ছিমছাম সংসার করবে, আর দুটি ছেলেকে গড়বে। এটাই নির্মলার স্বপ্ন। সে ছেলে দুটিকে ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া শেখায়নি। সে তার ছেলে দুটিকে ড্যাডি, মামি, আণ্টি শেখায়নি। সে তার ছেলে দুটিকে ছুটি পড়লেই মামার বাড়ি দাদু দিদিমার কাছে বা কাকা, জেঠুদের বাড়িতে রেখে আসে।

অতএব এরকম একটি মহিলা রমেনকে বলতেই পারে—কি ! কি। কি বল্লে আমাকে, চেটাং চেটাং কথা !

—না, না, বাবা আমি আর কিছু বলছি না। এই চুপ করলাম।

রমেনের কথা শেষ হতে না হতেই বিশ্ব ঢোকে।

বিশ্ব ঢুকতেই মানিক দাদা বৌদির সাথে বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দেয়—বৌদি এরই নাম বিশ্ব। বিশ্ব, এই হচ্ছে আমাদের দাদা, বৌদি।

নির্মলা বিশ্বকে চামড়া লাগানো বেতের মোড়া টেনে এনে বসতে দিয়ে বলে—তোমার কথা অনেক শুনেছি দেবী মানিকের মুখে, নাটক কর।

মানিক পুনরায় বলে—আমাদের দাদা। খুব ফ্র্যাঙ্ক। ভাল কবিতা লেখেন। রমেন্দ্র দাশগুপ্ত।

নাম শুনেই বিশ্ব অবাক। বলে—আমি আপনার নাম শুনেছি, আমার বন্ধুর কাছ থেকে। সেও কবিতা লেখে। 'ভেতরে জটিল মুখ, মাটি খুড়ে দেখ'—এটাতো আপনারই লাইন!

—দাদা, বিশ্ব ভীষণ পড়াশোনা করে। আমরা তো মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—মানিক অবশ্য হাসতে হাসতেই বলে।

—না, না, সেরকম কিছু না। কি আর করবো বলুন। পড়তে ভালবাসি, নাটক করতে ভালবাসি।—বিশ্ব বলতে বলতে দেবীর দিকে তাকিয়ে কাজের কথাটা বলে ফেলে—আমি তোমার জন্যেই এসেছি দেবী। শুভেন্দুদার জরুরি তলব। পরশু মঙ্গলবার তোমাকে নিয়ে শুভেন্দুদা যাবে যাত্রার মালিকের কাছে, মালিকই নায়ক। উনি বললেই তোমার কাজ হয়ে যাবে। প্রতি শোতে এক হাজার টাকা পাবে, নায়িকার রোলে। আমাকেও শুভেন্দুদা নিতে চেয়েছিল। সরকারি অফিস, অসুবিধে আছে।

দেবী চুপচাপ কথাগুলি শোনে। চন্দ্রা বিশ্বকে দেখেই চলে গেছে। নির্মলা বিশ্বের জন্য চা করতে গেছে। রমেন হাতে একটা বই নিয়ে বসে আছে।

দেবী সব শুনে বলে—শুভেন্দুদা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিল। শুভেন্দুদাই তো যাত্রা পরিচালনা করছেন তবে নায়িকার কথা বলেননি।

হঠাৎ বিশ্ব বলে—এটাতো নির্মলাবৌদির ঘর। বেশ বড় ঘরটা।

দেয়ালের দিকে তাকাতে তাকাতে টি. এস এলিয়ট এবং জীবনানন্দের ফটোর দিকে বিশ্বের চোখ ঠেকে যায়। রমেনের দিকে না তাকিয়ে বলে—আপনি বুঝি রমেনদা এলিয়ট জীবনানন্দের ভক্ত।

কবিতার মতো রমেন উত্তর দেয়—রবীন্দ্রনাথ ভিতরে, এঁরা বাইরে।

মানিক এ সবের মধ্যে হঠাৎ বলে ফেলে—তোমাদের সব বড় বড় ব্যাপার। আমার কিন্তু নজরুল সুকান্তই ভাল লাগে। ছোটবেলায় সুকান্ত মুখস্থ করতাম। দু-

তিনবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। আজকের সমাজ মানেই সুকান্তর কবিতা।

এমন সময় নির্মলাবৌদি চা নিয়ে ঢোকে। বিশ্বকে চা দেয়। প্লেটে চানাচুর। মানিক নামিয়ে বিশ্বের পাশে রাখে। দেবী বৌদির সাথে রান্নাঘরে ছিল। বৌদির পিছু পিছু এসে মানিকের পাশে বসে। বিশ্ব সেটা লক্ষ্য করে। বিশ্ব চা-এ চুমুক দিতে দিতে—তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে না দেবী ?

আজ আবার মেজকা এসেছেন। আরেকদিন নিয়ে যাব। একটু যে আপনাকে বসতে দেব সে জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। চারপাঁচজনে ঘর ভরে যায়—দেবী কথাগুলো হরবরিয়ে বলে না, কেটে কেটে একটু একটু করে বলে।

সে তো জানি। এটা কি ঠিক হল, বলুন বৌদি—বিশ্ব চানাচুর চিবোয়। হাতে চায়ের কাপ—এতটা এলাম। তোমার মার সাথে আলাপ করে দাও অন্ততপক্ষে। সেদিন তো আলাপ হল না। চামড়া চুপসে যাওয়া রোগাসোকা মায়ের সাথে বিশ্বের আলাপ করিয়ে দিতে কেমন যেন লজ্জা পায় দেবী।

বিশ্ব দেবীর চেপে যাওয়া মনোভাবটা বুঝে নিয়ে বলে—আমরাও একদিনতো একটা ঘরে থেকেই বড় হয়েছি। এখন না হয় সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেছি।

দেবী সিদ্ধান্ত পাল্টায়। তবে বিশ্বের কথা শুনে নয়, সে বলে—চলুন, মার সাথেও আলাপ করিয়ে দিই।

দেবীর এই কথা কহিবার ভিতরে একটি কারণ রহিয়াছে। দেবী ভাবিয়াছে, আমাদের ঐ ঘর, ঘরের মধ্যে কোনপ্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার মতো সামান্য জিনিষপত্র, আমার বিধবা মা এবং মায়ের চর্মকুঞ্চিত রোগা চেহারা, লীলা এবং লীলার মেদহীন মাংসহীন স্তনহীন হাঁপানি বসানো খসখসে চেহারা, এইসব দারিদ্র্যচিহ্নিত দৃশ্য দেখিলে বিশ্ব আর দ্বিতীয় দিন বলিবে না, 'দেবী আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।' অথবা আমিকি ভুল করিতেছি ? বিশ্ব আমার দারিদ্র্যকে ভালবাসে বলিয়াই তো এখানে আসিয়াছে যাত্রায় অভিনয় করিবার খবর দিতে। ইহাকি কর্তব্য হবে ?

এগার ॥ হায় স্বপ্ন ! তোমার রাজার পোষাক তুমি ফিরিয়ে নাও।

শুভেন্দুর দরদী সুপারিশে 'সমীর নাট্য অপেরা'য় অস্থায়ী অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে দেবী। এই যাত্রাসংস্থার মালিক এবং নায়ক সমীরকুমার। পরিচালক শুভেন্দু সরকার, একবছর হয়নি দেবী এখানে অভিনয় করছে সাইড রোলে।

সমীর ওর অভিনয়ে খুশী। খুশী হওয়ায় প্রতি শোতে দেবীকে আড়াইশ টাকা দেয়। একটি ধর্ষণের দৃশ্যে দেবী গ্রামের দর্শকদের মাতিয়ে রাখার ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে বলে পরিচালক এবং মালিক খুশী। সেই প্রতিরোধ দৃশ্যে দর্শকরা হাততালি দিয়ে যাত্রার পরিবেশকে মুখর করে তোলে।

আজ সমীরকুমার তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে দেবীকে আসতে বলেছে, কারণ পরবর্তী বইয়ে দেবীকে নায়িকার রোল দেবে। এ বিষয়ে সে দেবীর সাথে কথা বলতে চায়। সমীরকুমারের ফ্ল্যাটে দেবী শুভেন্দুদার সাথে আরও দুতিনবার এসেছে। এই ফ্ল্যাট ছাড়াও সমীরকুমারের নিজস্ব বাড়ি আছে সোদপুরে। সেই বাড়িতে বাবা-মা-স্ত্রী-এক ছেলে-এক মেয়ে থাকে।

আজ দেবী একা যাচ্ছে সমীরকুমারের বাগবাজারের ফ্ল্যাটে। সাধারণত সে মানিকদাকে সাথে করে নিয়ে যায়। মানিকদা সেদিন অফিস কামাই করে। বা পরে যায়। কিন্তু আজ নিয়ে যায়নি। কারণ শুভেন্দুদা বলেছেন, সকাল দশটায় তিনি থাকবেন সমীরকুমারের ফ্ল্যাটে। তিনতলায় গিয়ে তখনি কলিং বেলে হাত দেয় না দেবী। একটুখানি জিরোয়। তারপর কলিং বেলে আঙ্গুল রাখতেই ভিতরে আওয়াজ হয় পিয়ানোর। সমীরকুমার দরজা খোলে। বলে, ভিতরে এসো।

দেবী ভিতরে যায়। সাজানো সোফায় বসে। বলে, শুভেন্দুদা আসেন নি ?

দরজা বন্ধ করে সমীর উত্তর দেয়—এসেছিলো, জরুরী কাজে চলে গেছে। বসো, আসছি। সমীরকুমার ভিতরে চলে যায়। টি-টেবিলে তিনচার জোড়া কাপ প্লেট। এ্যাসট্রে থেকে দু-একটা সিগারেটের টুকরোর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। লোকজন এসেছিল বুঝতে পারে দেবী। কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দেবীর দৃষ্টি বেরিয়ে যায়। দৃষ্টি সবুজ গাছপালাকে স্পর্শ করে। দেবী আজ সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। যাত্রায় আসার পর থেকে দেবীর অবস্থা পাল্টেছে। সাথে সাথে সংসারের অবস্থাও পাল্টেছে। এখন দুবেলা ভাত খায়। সপ্তাহে তিনদিন মাছ খায়, দুদিন ডিম খায়। মা সত্যবতীও মাছ খায়, ডিম খায়। দেবীর মা সত্যবতী কোনদিন পুজো-আচ্চাও করে না। বিধবার নিয়মকানুন মানে না। ধর্মের নিয়মকানুনও মানে না। এক কথা সবাইকে বলে—ভগবান আমাকে খাওয়াবে না, খাটি খাই। অসুখে পরলে ভগবান আমাকে বাঁচাবে না। শরীর রাখতে গেলে খেতেই হবে। সব রকম খেতে পাই না বলে তো শরীরটাও রাখতে পারি না।

দেবীর ভাবনা ঘুরে যায়। শুভেন্দুদা চলে গেলেন কেন ? এভাবে আমাকে একা রেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। এ বাড়িতে সমীরদা একা থাকলেও রান্নার

মেয়ে কাজ করে যায়, ঘরের কাজ এবং দেখাশোনার জন্য একজন কিশোর থাকে। সমীরদার দেশ-গাঁ-এর ছেলে। সেও ঘরে নেই, রান্নার মেয়েটিও ঘরে নেই। একমাত্র সমীরদা এবং দেবী। শুভেন্দুদাকে দাদা বলার জন্যেই দেবী সমীরকুমারকেও দাদা বলে। বয়সে সমীরকুমার বড়, শুভেন্দুদা ছোট।

সমীরকুমার বসার ঘরে এসে দেবীর পাশেই বসে। দেবী একটু সরে যায়। বুকের ওড়নাটা ছড়িয়ে দেয় বুকের ওপর।

প্রথমেই বলে—ওরা সব কোথায় ? কাজের ছেলেটি, রান্নার মেয়েটি।

সমীরকুমার হাত দুটো সোফার পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে—কটা বাজে বলতো ? সাড়ে দশটা, এখনো থাকবে রান্নার মেয়ে ? অবশ্য মাঝে মাঝে এগারোটায় যায়।

সমীরকুমার একটু থামতেই দেবী বলে—আর বিশাল, কাজের ছেলেটি ?

সমীরদা পান চিবোতে চিবোতে—ও সোদপুর গেছে। আমি কিছু জিনিস কেনাকেটা করেছি। সেসব দিতে গেছে। এসে যাবে। তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

এ সময় একটা ফোনের রিং বাজে। সমীরদা রিসিভ করতে উঠে যায়।

দেবী একটু ভাবার সুযোগ পায়। সমীরদার শেষ কথাটা কথা ভাবে। সত্যি, ভয়ের কারণ নেই। যাত্রায় ধর্ষণের দৃশ্যটা সমীরদার সাথেই। অথচ যাত্রার বাইরে কোনদিন খারাপ প্রস্তাব, খারাপ আচরণ দেবী পায় নি। শো-এর শেষে, রাতের শেষে তার ঘরে সমীরদা কোনদিন ডাকে নি। মেয়েরা যে ঘরে রাত কাটায় সেই ঘরেই সে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থেকেছে। যথার্থ মালিকের মতো, নায়কের মতো তার আচরণ। ধর্ষণের দৃশ্যতেও সমীরদার মাপা কাজ। কোন দিন, কোন সময় তিনি দেবীর বুকে হাত দেয় নি এবং চেষ্টাও করে নি। অথচ তিনি মদ খান, কিন্তু মদ খেয়ে অভিনয় করতে নামেন না এবং অপূর্ব অভিনয় করেন। হাততালি থামতে চায় না। যাত্রা শেষ হলে পাগলের মতো কিছু দর্শক তাকে দেখতে চায়। অটোগ্রাফ নিতে আসে গ্রামে-গঞ্জের শিক্ষিত যুবকযুবতীরা। যথার্থ অভিনয়কে ভালবাসে সমীরদা, সমীরদা আবার এসে দেবীর পাশে বসে। দেবী এবার সামান্যও সরে যায় না।

সমীরদা আর অপেক্ষা করে না।

কথা শুরু করে—দেবী আমার পরের পালায় তুমি সহনায়িকার রোল করবে। নায়িকা সিনেমার স্টার। তোমার শো-প্রতি টাকার অঙ্কের পরিমাণটাও বাড়বে। তবে একটা শর্ত আছে।

সহ নায়িকার কথা শুনে দেবীর মুখে একধরনের খুশীর হাসি পাউডারের মতো

সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বলে—বলুন, শর্ত কি কঠিন ?

সমীরদা দেবীকে সামান্য কাছে টেনে আনে। দেবী আসে। বলে—কঠিন, না সহজ সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে। কারোর কাছে সহজ, কারোর কাছে কঠিন। এখন তোমার কাছে কি রকম, সেটা তুমি জান। আমি জানতে চাই।

দেবী সমীরদার মুখের দিকে তাকায়। বলিষ্ঠ চেহারা সমীরদার। বলিষ্ঠতার ছাপ মুখে। উজ্জ্বল চোখ। চোখা নাক। চল্লিশ বছরের সমীরদাকে মনে হয় ত্রিশ। একরাশ লম্বা লম্বা কালোচুল। স্যাম্পু-মাখা চুলগুলো এখন লাগাম ছাড়া। সমীরদা এই বন্ধ ঘরে যদি একটা এখন চুমুও খায় দেবী কিছুই বলতে পারবে না। বরং গ্রহণ করবে। সমীরদা কিছুই করলেন না। দেবীর মুখের দিকে নজরটা সামান্য বুলিয়ে নিয়ে বললো—তুমি খুব সুন্দর দেবী। তোমার মত মেয়ে যাত্রায় বেশি আসে না।

দেবী চোখ নামায়। বলে, বলুন আপনার শর্ত।

ঠিক এমন সময় কলিং বেল বাজে। সুন্দর পিয়ানোর আওয়াজ হয় ঘরে। সমীরদা উঠতে যায়। দেবী সমীরদার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে—আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি। ফ্ল্যাটের সদর দরজা দেবী খোলে! একজন মধ্যবয়স্ক লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। চোস্তা-পাঞ্জাবি পরা। ধোপ দুরস্ত নয়, একটু ময়লা, সাতদিনের ব্যবহার করা পোযাক। বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন—সমীরকুমার আছেন।

দেবী উত্তর দেয়—আছেন। ভেতরে আসুন।

দেবী দরজা বন্ধ করে। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক সমীরকুমারের সোফার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সমীরকুমার পায়ের উপর পা তুলে শরীরটা চৌকো করে রেখেছেন। হাতে সিগারেট পুড়ছে। ধোঁয়ায় একটা গন্ধ আছে। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধটা দেবীর ভাল লাগছে। আবার সমীরদার পাশে বসে।

সমীরদা যাত্রার মতো গলার স্বরটা করে বলেন—বলুন।

ভদ্রলোক বলেন—ফোনে পাই না, তাছাড়া ফোনে পয়সা লাগে। তাই চলে এলাম।

সমীরকুমার সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ঠোঁটে লাগিয়ে বলে—শুনলাম। এর পর—।

মধ্যবয়স্ক বলেন—দু হাজার টাকা, আমি পেতাম শো-এর হিসেব মতো—।

ভদ্রলোকের কথাগুলোর প্রতিটি অক্ষর হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসে।

সমীরকুমার তা শুনে খুবই সহজভাবে বলে—ধুত্তোর দু হাজার টাকা। দু হাজার টাকার নিকুচি করেছি। আপনি মশাই আমার পালাটাই ঝুলিয়ে

দিয়েছেন। দর্শক ইঁট ছুড়তে বাকি। যান, যান, আর টাকা কড়ি হবে না।

মধ্যবয়স্ক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। আবার বলছেন—ঠিক আছে। পরের পালাটায় আরেকটা চান্স দিন, আমি টাকা চাই না। পাওনা টাকাটাই দিয়ে দেবেন।

সমীর সহজভাবেই, না রেগে বলে—আপনারা মশাই বিশ বছর ধরে যাত্রা করছেন, এখনও অভিনয়টাই শিখলেন না। যান আমি এখন ব্যস্ত আছি।

মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ দেবীর দিকে মুখ করে—মা, তুমি যদি সমীরকুমারকে বলে আমার পাওনা টাকাটা, তোমার মতো মা, আমার একটা মেয়ে আছে ঘরে। ভদ্রলোকের কথায় চিড়ে ভেজানো নরমতা ছিল।

অসহায় স্বভাবে দেবী উত্তর—আমি কি করবো? আমি কি করতে পারি? ওটা সম্পূর্ণ সমীরদার ব্যাপার।

এই ব্যাপারে দেবীকে টেনে আনায় সমীর বেশ বিরক্ত হয়, এবার রেগে যায়। বলে—আপনি যাবেন?

আশ্চর্য মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক গুটিসুটি পায়ে বেরিয়ে যায়, যেন একটা রাস্তার কুকুর হাত তোলায় সরে যায়। তবে সব কুকুর নয়, তবে সব মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক নয়।

রাগের চোখমুখ অতিসহজে গুটিয়ে ফেলে সমীর। তারপর বলে—এরা এতো জ্বালায়! যাগ্‌গে, কি খাবে বলো?

দেবী জানায়—খাবারের ব্যাপারে আমার কোন পছন্দ অপছন্দ নেই।

সমীরকুমার সোফায় হেলান দিয়ে, পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বলে—ও ঘরে ফ্রিজ আছে। আমি একটু ড্রিংক করবো, নিয়ে এসো। সন্দেশ আছে, তুমি খেয়ে নাও। ভয় নেই, তোমাকে ড্রিংক করতে বলবো না। সেটা তোমার ইচ্ছে।

দেবী উঠতে উঠতে বলে—না, না, ভয় করবো কেন। আপনার সাথে অ্যাক্টিং করতে করতে ভয়-না-করার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

দেবী নিজেই পানীয় সাজিয়ে দেয়! নিজে সন্দেশ খেতে খেতে বলে—বলুন, আপনার শর্ত। শর্তটা পালন করতে পারলেই তো সহনায়িকা হতে পারবো। পোস্টারে আমার ছবি ছাপা হবে। আমার নতুন নাম দেবিকারাণী চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমি বস্তি থেকে মা আর দুবোনকে নিয়ে দুটো ভাল দালানকোঠা ভাড়া করবো। মাকে আর আয়ার কাজ করতে হবে না।

—আঃ দেবী থাম থাম—বলেই মদের গ্লাসে তৃতীয় চুমুকটি দেয় সমীরকুমার। শুনেছি, তুমি একটি ভাল মেয়ে! তোমার একটা নিজস্ব নীতি আছে, তুমি সংগ্রাম করে বড় হতে চাও। একটা ছেলে তোমাকে ভালবাসে। মানিক নাম। শুভেন্দু আমাকে

এসব বলেছে, বলেই থামে সমীরকুমার। তারপর পুনরায় বলে—আমার শর্তটা হচ্ছে—সমীরকুমার হাতে মদের গ্লাস নিয়ে চোখ বুজে আছে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। দেবীও। দেবীর চোখ সজ্জিত ঘরের চারদিক ঘোরে। না, সুন্দর সাজানো ঘরের দেয়ালে কোন টিকটিকি নেই যে সামান্য নীরবতাকে ভেঙ্গে দিতে পারে। একমাত্র সমীরকুমারের ভারি গলা থেকে শর্তের কথাটা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসে—আমার শর্তটা হচ্ছে একদিন বা একরাত্রি তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। এ কথা আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানবে না। এর জন্য তুমি পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক পাবে শর্ত পূরণ হয়ে গেলে, আমার এই খেলায় আমি বাকি রাখি না দেবী। যদি চাও তো আজ এখনি হতে পারে। যদি মনে কর ভেবে দেখবে, তাহলে দু দিন পরেও হতে পারে। নারীর ইজ্জত কিনে নেওয়াটা আমার একটা প্রিয় খেলা।

সমীরকুমার, তুমি ভাবিয়াছ আমি তোমার ফাঁদে পা দিব। আজ সহনায়িকা ও পাঁচ হাজার টাকার লোভে আমি তোমার শয্যাসঙ্গিনী হইব। কাল ঠিক ঐ রকম প্রস্তাবে আরেকজনকে শয্যাসঙ্গিনী করিবে। তোমার এই প্রিয় এবং খেলা মিটিয়া গেলে পরের পালায় তোমার পছন্দ মতো অন্য আরেক সুন্দরী সহনায়িকা হইবে এবং পাঁচহাজার টাকা পাইবে। এইভাবে তুমি অনেক নারীকেই পাইবে। কিন্তু সমীর-কুমার দেবীকে ওরফে দেবিকারানীকে পাইবেনা।

আদর্শবান পুরুষের কাছে মাঝে মধ্যে দুর্বল হইতে ইচ্ছা করে, ইহাতে গৌরব আছে। কারণ তাহাদের শর্ত থাকে না তাহাদের দাবি থাকে না। তোমাকে আদর্শবান নায়ক ভাবিতাম। এখন আর ভাবিতে পারিতেছি না।

আবার সমীর ডান হাতে কাছে টেনে নেয় দেবীকে। বলে—কি ব্যাপার শর্ত শুনে আর রা'টি নেই। কিছু বলো। দেবিকারাণীর উপর রাখা সমীরদার হাতটা দেবীর ভীষণ ভারি মনে হচ্ছে। তবু দেবী হাসে। বলে—দূর সমীরদা, এটা কোন শর্ত হলো। তবে টাকাটা কিন্তু পাঁচহাজার নয়, চার হাজার হয়ে যাচ্ছে। আপনি তো আমাকে চারটি শো-এর টাকা এখনও দেননি। এক হাজার টাকা পাব। সমীর-কুমার আর মদ ঢালে না। সামান্য পান করেছে মাত্র! কথায় কোনরকম মাতলামো নেই। স্বাভাবিক ভাবেই বলে—কাল এসো যাত্রা অফিসে। আমি বলে দেবো। পাওনা এক হাজার টাকা নিয়ে যাবে। শর্তটা কি আজই এখুনি পালন করতে চাও দেবী? আমি কিন্তু তৈরী যদি তুমি রাজি থাক। এখুনি চেক বইটা নিয়ে আসছি।

—বলেই সমীর উঠে দাঁড়ায় এবং পা বাড়ায়। দেবীও সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায় এবং সমীরের হাতটা ধরে গমন-গতিকে থামিয়ে দিয়ে দেবী বলে—শর্ত আমি মেনে নিলাম। তবে আজ নয়। আজ আমার শরীর ভাল না। আরেক দিন। তবে দিনে নয়, রাতে। আমি ফোনে বলে দেব। সমীর দেবীর দিকে মুখ করে এবং দেবীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে মাত্র। তারপর দেবীর নরম পাতলা ঠোঁটে একটি চুম্বন দিয়ে বলে—তাহলে এসো দেবিকাসুন্দরী!

দেবী সমীরকুমারের কাছ থেকে রেহাই পেয়ে রাস্তায় নেমে এসে দশটা চলমান পথচারীদের সাথে মিশে যায়। দেবী শুনতে পায় তার শরীরের ভিতরে গুম্ গুম্ আওয়াজ। স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে। ফ্ল্যাট, রঙিন টিভি, ফ্রিজ, ফোন, দামি দামি অঢেল শাড়ি, শালোয়ার কামিজ সব গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের সহনায়িকা দেবিকা সুন্দরী এখন পথের সংগ্রামে পুনরায় দেবী হয়ে গেছে। হায় স্বপ্ন! তোমার রাজার পোষাক তুমি ফিরিয়ে নাও।

বারো ॥ অবহেলায় দূষিত পরিবেশে থাকা যায় না।

সমীরকুমারের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তায় নেমে দেবী ঠিক করতে পারছে না কোথায় যাবে এখন, বাড়ির দিকে নাকি শুভেন্দুদার বাড়িতে। শুভেন্দুদা মানিকতলায় থাকেন। ভাড়া বাড়িতে, পুরনো বাড়ি, সম্পূর্ণ সেপারেট, ফ্ল্যাটের মতো। একদিন বিশ্ব নিয়ে গেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল শুভেন্দুর স্ত্রীর সাথে। শুভেন্দুর স্ত্রীর মধ্যে অহংকার না থাকলেও সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে চলেন শুভেন্দুদার পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে। তবুও সহজ হতে গিয়ে দেবী বৌদি বলেই ডাকতে শুরু করেছে। একমাত্র বিশ্বই বৌদির খুব কাছের লোক। শুভেন্দুদা বৌদিকে ইংরেজি বাংলা পড়াতো উচ্চ মাধ্যমিকে। তারপর বৌদিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, বৌদি সরে যেতে পারলেন না। বৌদি বুঝলেন, সরে যাওয়া যায় না। এখন শুভেন্দুদা নাটক নিয়ে, পড়াশোনা নিয়ে রইলেন। বৌদি ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে রইলেন। একটি সন্তান, ছেলে হিন্দু স্কুলে পড়ে।

দেবী একবার ভাবলো, শুভেন্দুদাকে বলে আসা উচিত সে আর যাত্রা করবে না। আরেকবার ভাবলো, পাঁচ হাজার টাকা, সহনায়িকা, প্রচার বিজ্ঞাপন। সমীরকুমারের সাথে দৈহিক সম্পর্ক দেবী ছাড়া কেউ জানবে না। এর পরও যদি সমীরকুমার ছাড়িয়ে দেয়, তাহলে অন্য দলে যাবে। দেবী বাড়ির দিকেই যায়। কিন্তু তাহলে

আবার অন্যের সথে সমীরকুমারের মতো শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এরজন্যই কি সংসারের লোক বলে যাত্রার লাইন খারাপ, সিনেমার লাইন খারাপ। ওরা তাহলে ঠিকই বলে। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার খারাপ নয়, এটা দেবীর একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা। দেবী শিখেছে, সুস্থ চেতনার জন্য যৌথ সংগ্রামের নাম গ্রুপ থিয়েটার। শুভেন্দুদার পরিচালনায় গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে দেবী নিজেকে গর্বিত মনে করে।

ভাবতে ভাবতে দেবী চলে এসেছে শ্যামবাজারের মোড়ে। দেবীর খিদে পেয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সকাল নটায়। আঁখেরগুড় দিয়ে তিনটি বাসি রুটি চা খেয়েছে। দেবী এগ্‌রোল খেয়ে নেয়। মানিকতলার বাস ধরে।

বাস থেকে নেমে মানিকতলার বাজার পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে বা-এর গলিতে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকের দোতলা পুরনো বাড়িটাই শুভেন্দুদার। সামান্য অন্ধকারে ডোবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় এলেই আবার আলোর কাছে আসা যায়। কলিং বেল বাজাতেই ভেতরে টংলিং টংলিং আওয়াজ হয়। টংলিং টংলিং আওয়াজ থামতেই শুভেন্দুদা দরজা খুলে দিয়েই বলেন, ভিতরে এসো। কিন্তু আজ দরজা খুলছে না। অনেকটা সময় দেবী দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই যতটুকু হাঁফ ধরেছিল সেটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। তবু শুভেন্দুদা দরজা খুলছেন না কেন ? দেবী বুঝতে পারছে না, শুভেন্দুদার বাড়ি কিভাবে চলে এলো।

অবশেষে যে দরজা খুলে দেবীকে 'তুমি হঠাৎ' বলে বিস্মিত হল, তাকে দেখে দেবী আরও বিস্ময় প্রকাশ করে 'বিশ্বদা তুমি এখানে, কি ব্যাপারে ? নতুন নাটক শুরু হচ্ছে ? করছো নাকি ?' ভেতরে এসো, বলছি—বলেই বিশ্ব ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সাজানো ডিভানে বসে। দেবী লক্ষ্য করে বিশ্বের জিনসের ঢোলা সার্টটার বোতাম উল্টোপাল্টা লাগানো। চুলগুলো পরিপাটি নেই। বিশ্বের আঁচড়ানো চুলগুলো টানেনি, কে যেন এলোমেলো করে দিয়েছে। এমন কি কর্ডের প্যাণ্টের চেনটাও পুরো অথচ নাভির কাছে বড় মেটালের বোতামটা আটকানো আছে। দেবীর মনস্ক চোখ বিশ্বের শরীর থেকে সরে আসতেই দেবী প্রশ্ন করে—শুভেন্দুদা বাড়িতে নেই ?

একটা চেয়ার টেনে দেবী বসে। বিশ্ব বলে—'ছেলেকে নিয়ে বেলঘরিরা গেছে। ওর বোনের আজ রেজিস্ট্রি বিয়ে। বেলঘরিয়ার বাড়িতেই রেজিস্ট্রি হবে। বসো, আসছি। একটু বাদেই বিশ্ব ফিরে আসে। দেবী বুঝতে পারে বিশ্ব চেন টেনে এলো। দেবী পুনরায় প্রশ্ন করে—বৌদি যাবেন না ?

বিশ্ব উত্তর দেয়—বৌদির শরীরটা ভাল নেই, বিকেলে যাবেন। বিশ্ব ডিভানে

বসে। একটা চৌকো হলুদ বালিশ কোলের কাছে টেনে নেয়। দেবীর কথা শোনে, শুভেন্দুদা কখন গেছে ? বিশ্ব ডিভানে রাখা একটা নাটকের বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বলে—বলতে পারবো না। আমি তো তোমার আসার কয়েক মিনিট আগে এসেছি।

দেবীর তা মনে হল না। দেবীর মনে হয়েছিল, বিশ্ব অনেক আগেই এসেছে শুভেন্দুদার বাড়িতে। শুভেন্দুদা না থাকলে এ বাড়ি থেকে এক কাপ চা দেবী কোনদিন পায় নি। এ বাড়িতে একা, এবং বিশ্বদাকে নিয়ে দেবী অনেকবার এসেছে। শুভেন্দুদার সাথে গল্প করেছে, আড্ডা মেরেছে, নাটক অভিনয় নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে, কিন্তু বৌদির সাথে দেবী কয়েকদিন মাত্র কথা বলেছে। অবশ্য বৌদি চাকরি নিয়েই থাকেন, ব্যাঙ্কের কাজ। তবে ছেলের জন্য যত তাড়াতাড়ি পারেন অফিস ম্যানেজ করে বাড়ি ফেরেন। যদিও ছেলেকে শুভেন্দুদা স্কুলে দিয়ে আসেন, নিয়ে আসেন। অনেক সময় কাজের লোক নিয়ে আসে। শুভেন্দুদা না থাকলে বৌদি কোনদিন নিজে এসে দেবীর কাছে বসে গল্প করেনি এবং এক কাপ চা-ও কোনদিন করে খাওয়ায় নি।

এর আগে অন্য একদিন বিশ্বের সাথে দেবী শুভেন্দুদার বাড়িতে এসেছিল, সন্ধ্যার পর শুভেন্দুদার খোঁজ নিতে। সেদিন শুভেন্দুদা বাড়ি ছিলেন না। বৌদি মাত্র ফিরছেন ব্যাঙ্ক থেকে। ছেলেটি মামার বাড়ি ছিল। সেদিন বৌদি চা-চাওমিন খাইয়েছিল দেবীকে এবং বিশ্বকে। এবং বাইরের ঘরে বসে বিশ্বদা এবং আমার সাথে খোলামেলা গল্প করেছিল। দেবীর মনে হয়েছিল, বিশ্বদার জন্যই এমন আন্তরিক আড্ডা। কারণ যেদিন শুভেন্দুদা থাকেন, সেদিন বিশ্ব ও দেবী বা বিশ্ব থাকলেও এভাবে আড্ডা মারতে বৌদি ঘরে আসেন না। খানিকটা সময় এলেও বেশ গম্ভীর থাকেন। দেবীর মনে হয় বৌদির এই গাম্ভীর্য ঠিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, পর্দায় আঁকা গাম্ভীর্যের প্রকাশ। পর্দার আড়ালে অন্য একটা ব্যাপার আছে।

আজ এখন বিশ্বও খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না দেবীকে দেখে। অন্য সময় অন্য দিন বিশ্ব এমন আগ্রহ দেখায় দেবীর প্রতি যেন সে দেবীকে অনেকদিন ধরে ভালবাসে, দেবীই তার একমাত্র নারী, দেবী ছাড়া অন্ধকার। বিশ্ব চুপচাপ ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে। দেবীর বুঝতে সময় লাগে না। শুভেন্দুদার বাড়িতে এইমুহূর্তে দেবীর উপস্থিতি বিশ্ব পছন্দ করছে না। দেবী বুঝতে পারে। শুভেন্দুদার লোকবসার ঘরে কার্ল মার্কসের একটা ছবি। কয়েক বছর আগে কার্ল মার্কসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মানিক। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে দেবী বলে—বিশ্বদা এক গ্লাস জল খাবো।

বিশ্ব উঠে যায়। খানিকবাদে এসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়, বলে—বৌদি আনছেন।

বিশ্বদা আবার চুপচাপ। কোন প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ কথা একটাও বলছে না বিশ্বদা। দেবীকে আজ এড়িয়ে যাচ্ছে। দেবী আর বিশ্বের নকল অবহেলায় গা ভাসিয়ে দিতে চাইছে না। সরাসরি বলে—বিশ্বদা, শুভেন্দুদার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম একটা কথা জানাতে, দেবী একটু থামল। যদি বিশ্ব আগ্রহ দেখিয়ে বলে—কি কথা ?

না, বিশ্ব আগ্রহ দেখাল না।

দেবী পুনরায় বলে—বলে দেবেন, আমি যাত্রা করবো না।

যদি এবার বিশ্ব আগ্রহ দেখিয়ে বলে—কেন ? কি ব্যাপার ? যাত্রা আজকাল ভাল পয়সা দেয়। না, বিশ্ব আগ্রহ দেখাল না। শুধু ঠান্ডা গলায় বললো—বলে দেবো।

দেবী এই অবহেলায় দূষিত পরিবেশে আর থাকতে চাইছে না। উঠে পড়ে। সটান দাঁড়ায়। বিশ্বদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—আমি যাচ্ছি। রিহার্সাল রুমে দেখা হবে।

—তুমি জল খাবে বললে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। বৌদি বোধহয় কাজে ব্যস্ত।—যেই বিশ্ব অন্য ঘরে যাবে, ঠিক তখনি বৌদি এক হাতে জল, অন্য হাতে একটা তালশাঁস সন্দেশ নিয়ে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকতেই বৌদির পাতলা নাইটি দেবীর নজর কেড়ে নেয়। ভেতরের সামান্য কালো অন্তর্বাস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বৌদির সুঠাম শরীরটি পাতলা নাইটির ভেতর দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বৌদির গায়ের রঙ খুব কালো নয়। এ রকম পোষাকে দেবী কোনদিন বৌদিকে দেখে নি। আজ প্রথম দেখল এবং অবাক হল। বৌদি বিশ্বের পাশে বসল গা ঘেসে। বিশ্ব সরে বসলো না। জলের গ্লাস এবং সন্দেশের স্টিল-প্লেট হাতে নেবার পর দেবীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—আগে জল চাইলে জলের সাথে গৃহস্থ ঘরের গিন্নীরা বাতাসা, চিনি দিত, আর এখন রসগোল্লা, সন্দেশ এসব দেয়। কথাটা শুনে বৌদি এবং বিশ্ব হাসতে থাকে। দেবী সন্দেশটা খেয়ে নিয়ে পুরো জলটাই খেয়ে নেয়। তারপর আবার বলে—যাদের বাড়িতে রঙিন টিভি, ফ্রিজ, ফোন আছে তারাই বোধহয় জলের সাথে সন্দেশ বা রসগোল্লা দেওয়াটা চালু করেছে। কি বলেন বিশ্বদা। বিশ্বদার উত্তর হোঃ হোঃ হাসিতে পেল দেবী। বিশ্বদার সাথে সাথে বৌদিও হাসছে। এবং বিশ্বদার গায়ে

ঢলে পড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেবী আর হাসিটি শুনতে পায় নি। তবে দরজাটা যে জোরেই বন্ধ করেছে, তার শব্দটা দেবী শুনতে পেয়েছে আর তখনি দেবীর চোখের সামনে একটা দৃশ্য চলে আসে—বৌদি নিজের নাইটি খুলে বিশ্বের জামা প্যান্ট আবার খুলছে।

তের ।। একাত্ম হতে পারলেই তো যথার্থ ভালবাসা জন্ম নিতে পারে।

দেবী ছটফট করছে। ওর চলায়বলায় ছটফটানি বোঝা যায় না। এ চঞ্চলতা থামাতে পারে মানিক। এ ছটফটানি থামাতে পারে। সে এখন মানিককে চায়। পরপর তিনদিন তিনরাত পার হয়ে গেল, মানিকদা একদিনও আসেনি। সাতদিন আগে একবার এসেছিল। দেবীর সাথে রাত দশটা পর্যন্ত ঘরে বসে গল্প করে গেছে। মানিকদাই মাঝে মাঝে দেবীর বাড়িতে আসে, গল্প করে, মুড়ি তেলেভাজা কিনে খায়। কোন কোন দিন মাংস কিনে আনে, দেবী রান্না করে, সবাই মিলে খায়। কিন্তু দেবী কোনদিন মানিকদার বাড়িতে যায় না। একদিন মানিকদার মা বিমলা মাসি দেবীকে বাজে কথা শুনিয়েছিল। কথাগুলো রেকর্ড হয়ে আছে দেবীর মনে, আমার ছেলের সাথে ছেনালিপনা করছিস, ছেনালমাগি। আমার সাদামোটা ছেলেকে রূপ দিয়ে ভুলিয়ে টাকাকড়ি আদায় করে নিচ্ছিস। তা নাহলে তোদের বাড়িতে দিনরাত পড়ে থাকে কেনরে ছেনাল মাগি। আরও অনেক আজেবাজে কথা বলতো। চলে এসেছিল, বলতে পারে নি। আসার সময় বলে এসেছিল—বাজে কথা বোলো না মাসি। মুখ সামলে কথা বল। তোমার ছেলেকে সামলাও। তোমার ছেলের প্রতি আমার সামান্য দুর্বলতাও নেই। আমি ওকে আসতে বলি না কোনদিন! কোনদিন বলিনি, মানিকদা আমাকে পাঁচ টাকা ধার দাও।

এতগুলো কথা দেবী একবারে বলে নি। কথার পৃষ্ঠে কথা এসেছে। যেমন বিমলা মাসি দেবীর কথা শুনে বলেছিল—সে তো আমি জানি ছেলেটা যে আমার তোকে ভালবাসে। ওটাই হয়েছে ওর কাল। আর আমারও তো ইচ্ছে ছিল, তোকে ঘরে ছেলের বৌ করে আনি। তোর মাকে আমার মনের কথা বলেছিলাম, উনি চুপ করে শুনলেন। কিছু বললেন না। ভারী আমার সতীলক্ষ্মীরে! মানিকের মা দেবীর মাকে প্রায় সময়ই সতীলক্ষ্মী বলে খোটা দেয়। আর তুই! তোর তো

রূপের দেমাকে পা মাটিতে পড়ে না। দেখবো কত বড় ঘরে, শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে হয়।

এসব কথা দেবী একদিনে শোনায় নি বিমলা মাসিক। মাঝে মধ্যে, কখনো সখনো, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, রাগে ক্ষোভে, স্নেহ মমতায়, সুখেদুঃখে বলেছিল। এখনও বলে, দেবী কখনো রাগ করে, কখনো রাগ করে না। ঝগড়া করে, আবার মিলেমিশে থাকে।

কিন্তু আজ দেবীর কোন কিছু ভাল লাগছে না। ঘরে শুয়ে আছে। মা নেই, নতুন ডিউটি পেয়েছে দুমাস পর। দেবী সকালের টিউশানিটা রাতে করে চলে এসে শুয়েছে। লীলা নেই, হাবড়া গেছে কাকাদের কাছে। চন্দ্রা নিশ্চয়ই নির্মলা বৌদির বাড়িতে। সে ঘরে একা, ছটফট করছে বুকের ভিতরটা। ভিতরের ছটফটানি কেউ দেখতে পায় না।

দেবীকে দেখে এখন সবাই ভাববে মেয়েটা শান্ত, শুয়ে আছে। কিন্তু তার চিন্তাভাবনায় কত লোক আসছে, যাচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বদা। সেদিন শুভেন্দুদার বাড়িতে দেবীর প্রতি বিশ্বের ব্যবহার, শুভেন্দুদার স্ত্রী জয়ার প্রতি বিশ্বের সম্পর্ক সে ভুলতে পারছে না। দেবী কি তাহলে বিশ্বের প্রতি দুর্বল। সে কি ভালবাসার টানে রেষ্টুরেন্ট এবং মেট্রোর ঘটনার পরেও বিশ্বের অফিসে গিয়েছিল, নাকি, নাটকে অভিনয় করার তাগিদে দেখা করেছিল। দেবীর কি আশা ছিল, বিশ্ব নারীর শরীরের প্রতি দুর্বলতার মোহ কাটিয়ে ভালবাসার কাছে নতজানু হবে। নতুন করে বিশ্বদার সাথে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে সে তো কোনদিন আর বিশ্বদার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নি। বরং একদিন সে রিহার্সালের শেষে বিশ্বদার সাথে হাঁটতে হাঁটতে নানারকম গল্প করতে করতে বাড়ির কথা নিজের কথা বলতে পার্কে বসেছিল। বিশ্বদা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বসেছিল, একটু চেপে ধরেছিল। বিশ্বদার কঠিন শরীরের স্পর্শে গুঁড়ি গুঁড়ি উষ্ণতা তাকে আমোদ দিয়েছিল, মৃদু সুখ দিয়েছিল। সে তো প্রতিবাদ করে নি। ছাড়ুন বিশ্বদা, বাড়ি চলুন বলে উঠে আসে নি। বিশ্বদা অভিনয় সম্পর্কে, নাটক সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। মানিকদা যেমন রাজনীতি সম্পর্কে অনেক কথা বলে। মানিকদার মুখে সে শুনেছে কার্লমার্কসের কথা, লেনিনের কথা, হো-চি-মিনের কথা, নেলসন ম্যাণ্ডেলার কথা। আরও অনেক নাম দেবীর মনে থাকে না। বিশ্বদাও অনেক নাট্যকারের কথা বলেছে, জার্মান নাট্যকার ব্রেশটের কথা, রাশিয়ার নাট্যকারের নামটা দেবী উচ্চারণ করতে পারে না। স্তানিস্লাভস্কি বোধ হয়।

কিন্তু দেবী এসব শুনতে জানতে চায় না। সে সুন্দর সংসার ও সে এমন একজনকে 'চিরকালব্যাপিয়া ভালবাসিতে' চায় যে সে দেবীকেও ভালবাসবে। দেবী চায় তার সুন্দর 'ঈশ্বর প্রদত্ত তনুশ্রী'কে এবং মনকে অর্পণ করতে যে তার শরীরটাকে, মনটাকে মর্য্যাদা দেবে। সে সুন্দর অমলিন একজনের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায় এবং নিজের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী গড়তে চায়। কিন্তু মানিক ভালবাসে, দেবী ভালবাসতে পারে না। দেবী ভালবাসে, বিশ্ব ভালবাসতে পারে না। কিছুতেই দুজনের ভালবাসা একাত্ম হতে পারছে না। একাত্ম হতে পারলেই তো যথার্থ ভালবাসা জন্ম নেয়। একাত্ম হতে পারছে না বলেই তো যন্ত্রনা, দুঃখ, বেদনা, বিষন্নতা, হতাশা এসব মানসিক অসুস্থতা শরীরকে মনকে ঘিরে ফেলে। সে রাজনীতি চায় না, সে পাণ্ডিত্য চায় না, সে চায় একমুঠো স্বর্ণরেনুর ভালবাসা, সে চায় নারীর সম্মান। নারীকে শুধুমাত্র ভোগের দ্রব্য ভাবুক এরকম পুরুষ সে চায় না। কিন্তু মানিকদা? মানিকদা তো নারীকে ভোগের দ্রব ভাবে না, ভোগের চোখে দেখে না। তবে কেন সে মানিকদাকে ভালবাসতে পারছে না? অথচ বিশ্বদাকে সে পাল্টাবার চেষ্টা করছে। সে যাতে ভালবাসতে পারে, সে যাতে নারীকে পণ্য দ্রব্য না ভাবতে না পারে, তার জন্য সে চেষ্টা করছে। মানিকদা সেটা বুঝতে পেরে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

বিশ্বদাও দেবীর অনেক কাছে এসেছে। একদিন দেবী গিরিশমঞ্চে একটি নাটকের টিকিট কিনেছিল বিশ্বর জন্য। বিশ্বদার সাথে সেদিন সে নাটক দেখেছিল। সেদিন সে বিশ্বদার মুখে শিশির ভাদুড়ির নাম শুনেছিল। অন্ধকার হলে সেদিন বিশ্বদা দেবীকে জড়িয়ে ধরেনি। বরং দেবীই বিশ্বদার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল। একদিন বিশ্বদা দুটো সিনেমার টিকিট কেটেছিল। বিশ্বদার সাথে সে প্রথমে নন্দনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সেদিনও বিশ্বদা দেবীকে জড়িয়ে ধরে নি, চুমু খাওয়ার আগ্রহ দেখায়নি। বরং দেবী নিজেই বিশ্বের বুকে অনেকক্ষণ মাথাটা রেখেছিল। বিশ্ব তার স্নেহের হাতটা দেবীর বাহুর উপরে রেখেছিল। মাঝে মাঝে দেবীর নরম গাল টিপে দিচ্ছিল। দেবী বিশ্বের একটা আঙুল চেপে ধরেছিল। বিশ্ব তার পরেও চুমু খাওয়ার আগ্রহ দেখায় নি। এভাবেই দেবীর ভেতরে বিশ্বের প্রতি একটি সুন্দর ভালবাসার জন্ম নিচ্ছিল। সেই বিশ্বদাকে সেদিন দেবী আবিষ্কার করলো শুভেন্দুদার বাড়িতে। যে বাড়িতে সেদিন শুভেন্দুদা ছিল না, তার ছেলে ছিল না। ছিল শুভেন্দুদার স্ত্রী জয়া এবং বিশ্বদা। কি করছিলো বিশ্বদা জয়া বৌদির সাথে? ওদের মধ্যে কি কোন ভালবাসার

সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ? ওদের মধ্যে কি যৌনতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ? এসব প্রশ্ন দেবীর মধ্যে ভীড় করতো না, যদি না বিশ্বদা আবর্জনার মতো অবহেলায় দেবীকে এড়িয়ে যেত। সেদিন বিশ্বদা দেবীকে এতো অবহেলা এতো উপেক্ষা করেছে যা দেবীর ভালবাসার ইচ্ছেকে ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে। দেবীর বোজা চোখ খুলে যায়। মাকে দেখে। ডিউটি থেকে মা ফিরেছে। আলো জেলেই দেবীকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে সত্যবতী বলে—শরীর খারাপ ? শুয়ে আছিস কেন ?

দেবী চোখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে বলে—না, এমনি শুয়ে আছি। বলেই কাত হয়ে শোয়।

· চন্দ্রা কোথায় ?—সত্যবতী মেয়েদের খবর নেয়, এক এক করে।

—নির্মলা বৌদির কাছে—দেবী ওভাবেই বলে।

সত্যবতী কালো পেড়ে থান ছেড়ে, বাথরুমে যায়। চটঘেরা বাথরুম। দেবী ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিতে বলে। পুনরায় ঘর অন্ধকার হয়। রাত আটটা বেজে গেছে। বস্তির টালিবসানো ছাদ পেরিয়ে, বস্তির পেছনের গাছ পেরিয়ে, গাছের পাশ দিয়ে মেঘ থেকে বেরিয়ে এসে এক জানালা চাঁদের আলো দেবীর মুখে বুকে পড়ে। কাত হয়ে শুয়ে থাকা দেবীর চোখ চাঁদের দিকে। চাঁদের আলো ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হয় ছোট জানালাটা বন্ধ করে দেয়। চাঁদের আলোটা দেবীর মনে হয় ভালবাসার আলো। সে মনের ছোট জানালাটা বন্ধ করে দিতে চায়। মা ভেজা কাপড়ে ঢোকে। লাইফবয় সাবানের গন্ধ ছোট্ট বস্তি ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ে। আবার আলো জ্বলে ঘরে। ধবধবে আলো নয়, মলিন আলো। কাপড় ছেড়ে মাথা আঁচড়িয়ে যখন টিফিন খেতে বসে, তখন বলে—খেয়েছিস কিছু ?

—খিদে নেই—পাশ ফিরে বলে দেবী।

—আমার সাথে একটা রুটি খা, তরকারি দিয়ে—মা'র ঐ কথা শুনে দেবী উঠে আসে। মার পাশে বসে। বাজারের থলি দেখে বলে—মাছ এনেছিস মনে হচ্ছে। কতদিন মাছ খাইনি বলতো ? সেই গত সপ্তাহের আগে নির্মলা একটা ইলিশ মাছের টুকরো পাঠিয়ে দিয়েছিল—সত্যবতী বলতে বলতে দেবীর থালায় রুটি ছিঁড়ে দেয়। সেসময় দেবী বলে—কেন আমি যখন যাত্রায় নাটকে কাজ করতাম তখন তো প্রায়দিনই মাছ খেয়েছি।

—সেতো খেয়েছি—চিবোতে চিবোতে সত্যবতী বলে—তোদের টাকায় কি মাছ মাছ খেতে ভাল লাগে। তোদের উপার্জনের টাকা জমাবি। ঠেকায় পড়লে খরচ

করবি। তোদের তো বিয়ে দিতে হবে।—সত্যবতী আর কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেবী থামিয়ে দেয়। বলে—থাক্ থাক্। বিয়ে আর তোমাকে দিতে হবে না। বিয়ে আমি নিজেই করবো।

সত্যবতী জল খায়। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল রুটি চিবোতে চিবোতে। তার পর বলে—কাকে বিয়ে করবি আবার। আমি তো ভেবে রেখেছি, ঐ হাবড়ার পাত্রের সাথেই বিয়ে দেব। আমি তো এর মধ্যে একদিন গেছিলাম—থেমে থেমে একটু একটু করে সত্যবতী কথাগুলো বলে—ভালোই দেখলাম। দেখলে পঞ্চাশ বছর মনে হয় না। একেবারে ইয়ং, ত্রিশ-চল্লিশ মনে হয়। স্বাস্থ্য খুবই ভাল। দেখতেও সুন্দর. লম্বা। তুই চিনবি, রাস্তার মোড়েই বিশাল কাঠের দোকান। তা প্রথমপক্ষের বৌ মারা গেছে। ছেলেপুলে নেই, আমি আরও খবর নিয়েছি, প্রথমপক্ষের বৌ বাজা ছিল। পাত্রের ভাই বোনরা বলছে আবার বিয়ে করতে। মাথার উপর কেউ নেই, সবার বিয়ে হয়ে গেছে। আলাদা দোতলা বাড়ি, একা থাকে। তোকে খুব পছন্দ। চিত্তরঞ্জনকে বলেছে ঠাট্টা করে, তোমার ভাইঝির সাথে যদি বিয়ে দাও, তাহলে বিয়ে করতে পারি। এক পয়সা নেবে না। বরং আমাকে টাকা দেবে বিয়ের খরচ বাবদ, আর কি ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা, তবুও আমি কথা দিই নি।

এতগুলো কথা বলতে বলতে সত্যবতীর রুটি খাওয়া হয়ে যায়, বাসন-কোসন-কাপ প্লেট ধোওয়া মোছা হয়ে যায়, দেবীর ঘর ঝাড় দেওয়া হয়ে যায়, আলনা গোছানো হয়ে যায়। অথচ মা'র কথা শুনে একটা কথা বলে নি।

সব কাজ হয়ে গেলে চৌকির উপর বসে বলে—আমি মানিকদাকে বিয়ে করবো। এরকম সরাসরি বলার মধ্যে কোনরকম ভনিতা ছিল না। ভয়ডর ছিল না। সত্যবতী তাহা শুনিয়া সহ্য করিতে পারিল না। কাজ করিতেছিল, কাজ থামাইয়া চেঁচাইয়া বলিল—আমি তোকে মানিকের সাথে বিয়ে দেবো না।

দেবী ঐ কথা শুনে বললো—কেন দেবে না? মানিকদা আমাকে ভালবাসে। তুমি জান না মা—এরপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মানিকদা আমাকে কত ভালবাসে। মানিকদার স্বভাব চরিত্র কত ভাল।

সত্যবতী দেবীকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলে—আমি জানি, কিন্তু ঐ পরিবারে আমি বিয়ে দেব না। বিমলা ভাল না। বিমলা বাজে মেয়ে। মানিকের বাবা মদ খেয়ে মারা যায়।

মা যত রেগে কথা বলে, দেবী তত শান্ত গলায় বলে—কিন্তু মানিকদা তো বাজে ছেলে নয়। আমি মানিকদাকে নিয়ে আলাদা থাকবো।

সত্যবতী গলাটা নামিয়ে আনে—ঐ পয়সায় আলাদা থাকা যায় না। তোকেও চাকরী করতে হবে।

চাকরীর কথা শুনে দেবী থেমে যায়। চাকরীর কথা দেবীকে চুপ করিয়ে দেয়। দেবীর মতো মেয়েরা যে ধরণের চাকরী পায়, সেই চাকরীতে নারীর সম্মান থাকে না। দেবীর অভিজ্ঞতা সেই কথাই বলে।

আর কোন কথা হয় না মা-মেয়ের সাথে। দেবী বেরিয়ে যায় নির্মলা বৌদির বাড়িতে। নির্মলা বৌদি চা করছে। চন্দ্রা বৌদিকে সাহায্য করছে। দেবী, চন্দ্রা সবাই নির্মলা বৌদির স্বামীকে দাদা বলে। দাদা ফিরলেই এক কাপ চা খেতে চায়। সে রাত আটটাই হোক, নটাই হোক। দেবীকে দেখেই দাদা রমেন্দ্র দাশগুপ্ত বলে, এসো এসো দেবী এসো। অনেকদিন বাদে এলে। দেবী, তুমি অনন্যা, সব শুনেছি তুমি যাত্রা করছো, নাটক করছো, তা বেশ। এ ভাবেই বেঁচে থাকতে হয়, আমাদের সবার উদ্দেশ্য দুঃখকষ্ট জয় করা এবং বেঁচে থাকা।

দেবী বৌদির বাড়িতে এলে কোনদিন চেয়ারে বা বেতের মোড়াতে বসে না! খাটের ধারে বসে, দাদার লেখার টেবিলের পাশে বসে বলে—করতাম। অভিনয় করে বেঁচে থাকার চেষ্টাও করেছিলাম, সব ছেড়ে দিলাম।

চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে দেবীর মুখোমুখি বসে বলে—কেন ছাড়লে কেন?

দেবী পা দোলাতে দোলাতে ঘন ডালপালার মতো মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলে—শুনতাম লাইনটা খারাপ, পরে দেখলাম শোনা কথাটাই সত্যি। এডজাস্ট করতে পারলাম না। এডজাস্ট করতে পারলে দাদা অনেক কামাতে পারতাম।

এমন সময় বৌদি ঘরে ঢোকে। চার কাপ চা, চানাচুর বাদাম কাঁচশশা মিশিয়ে ভাজাচিড়ে চন্দ্রার হাতে লালসিমেণ্টের মেঝেতে চা, ভাজাচিড়ের বাটি রাখে, খাবার ঘিরে চারজন বসে।

রমেন বলে—তাহলে এখন কি করবে ভেবেছ।

চিড়ে চিবোতে চিবোতে দেবী উত্তর দেয়—বিয়ে, করবো, সংসার করবো। একটি কি দুটি ছেলে মানুষ করবো। ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়াবো।

তাহলে শোন—বলেই একগাল চিড়েভাজা চিবিয়ে বলে—সংসার ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগাবে বলে চাঁদ ডাকে, ফুল ডাকে, নদী ডাকে। একদিন সংসার জেগে দেখে, চাঁদ ঘুমিয়ে আছে। ফুল ঘুমিয়ে আছে। নদী ঘুমিয়ে আছে। বোবা সংসারের ডাকে কোন শব্দ নেই।—কি কেমন? আরও শুনবে?

দেবী উত্তর দেয়—আরেক দিন আজ মুড নেই। জানো বৌদি, মা আমার

সাথে মানিকের বিয়ে দেবে না।

চন্দ্রা বৌদির পাশেই ছিল, বলে—আমি জানতাম।

নির্মলা বৌদি চায়ে চুমুক দিয়ে—কেন, বিয়ে দেবে না কেন?

দেবী খানিকটা সময় চুপ করে থেকে উত্তর দেয়—মানিকের মা বাজে মেয়েছেলে, মার ভাষায় ছেনাল মাগি।

—অবশ্য কথাটা ঠিকই বলেছে—বৌদি ভাবতে ভাবতে বলে—তবে তার সাথে মানিকের বিয়ের সম্পর্ক কি, তোরা ভালবাসিস। আর মানিক তো তোকে খুবই ভালবাসে। আমাকে একদিন দুঃখ করে বলছিলো মানিক।…বলেই বৌদি বলে—দাঁড়া আসছি, ভাতটা বসিয়ে আসছি। বৌদি ভাত বসিয়ে ফিরে আসে।

দেবী—মা বলেছে, আমার সাথে হাবড়ার ঐ বুড়ো দোজবরের সাথে বিয়ে দেবে।

নির্মলা বৌদি—তোর মা আমাকে বলেছে। তার অনেক পয়সা, কাঠের ব্যবসা। বিয়ে কর, চিরকাল তো কষ্ট করে রইলি। তোরও ভাল হবে, তোর পরিবারেরও ভাল হবে।

দেবী রেগে যায়—কী বলছো বৌদি। শেষপর্যন্ত ঐ বুড়োকে!

নির্মলাবৌদি শান্ত গলায়—কোথায়, আমি তো ফটো দেখেছি, এমন কি বয়স. আমার তো মনে হয় না পঞ্চাশ হবে। স্বাস্থ্য ভাল, মাথায় চুল আছে।

চন্দ্রা বৌদির কথা শুনে—এ্যা মা, দোজবরে।

নির্মলা কথা থামায় না। বলে যায়—তো প্রথমপক্ষের বৌতো মারা গেছে। সে তো অসুখে মারা গেছে শুনেছি। ছেলেপুলে নেই, বৌটি বাজা ছিল। বংশরক্ষা করার জন্যও তো মানুষ আবার বিয়ে করে।

নির্মলা বৌদির স্বামী রমেন বলে—কী যে বল তুমি! একটা দোজবরের সাথে দেবীর মতো সুন্দরী মেয়ের বিয়ে! ভাবা যায়? তার চেয়ে তুই আমাকে বিয়ে কর দেবী।

নির্মলা বৌদি—তুমি চুপ কর। কিছু বোঝ না, কথা বোলো না। চিরকাল তো রোমান্টিক কবিতা লিখলে। বাস্তবজীবন সম্পর্কে ধারণা আছে? একটা দিনতো বাজার থেকে দেখলাম না। বাবু ঘরে বসে পদ্য লিখছেন, নদী, ফুল, চাঁদ, মেয়েদের চোখ-ঠোঁট-মাই—কেউ পড়বে না ওসব কবিতা। চন্দ্রা হাসে, হাসতে হাসতে বলে—বৌদি যদি একবার মুখ খোলে—

রমেন দাশগুপ্ত চুপ করে যায়।

দেবী দাদার পক্ষ নিয়ে বলে—তুমি যতই বলো না কেন বৌদি, দাদার কবিতা

'বিদেশ'-এ ছাপা হয়। ভাল টাকা পায়।

নির্মলা বৌদি উত্তর দেয়—'বিদেশ' জনগণের পত্রিকা নয়, বিদেশ শিক্ষিত রুচি সম্পন্নদের পত্রিকা নয়। বিশেষ এক শ্রেণী পড়ে, তারা হচ্ছে বিকৃত শিক্ষিত, আত্মকেন্দ্রিক। একদা বৌদি রাজনীতি করতো, বামপন্থী রাজনীতি। এখন করে না।

—কিন্তু বৌদি—দেবী বলে—মানিকদা দুঃখ পাবে। আমাকে ও ভীষণ ভালবাসে। ওর জীবনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়।

নির্মলা বৌদি এবার দেবীর মনে মৃদু আঘাত দিয়ে বলে—তুই তো বিশ্বকে ভালবাসতে গিয়েছিলি। তখন তোর মানিকদার কথা মনে ছিল না?

—যা হবার হয়ে গেছে বৌদি। এখন আর ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি এখন মানিকদাকেই বিয়ে করবো। ঐ বুড়োকে বিয়ে করবো না—বলে দেবী চুপ করে থাকে।

চন্দ্রা চলে গেছে। রাত নটা বাজে। বৌদির এক ছেলে এক মেয়ে মামার বাড়ি। বৌদির ছেলেমেয়ে না থাকলে দেবী রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত গল্প করে যায়। বৌদি রান্না ঘরে গেছে ভাত দেখতে। দাদা এঘর থেকে চেঁচাচ্ছে—আরেক কাপ চা হবে।

বৌদি ও ঘর থেকে বলছে—অতো ঘন ঘন চা আমি আর পারবো না। নিজে করে খাও।

দেবী দাদাকে বলে—ভাত হয়ে যাক, আমি চা করে খাওয়াবো।

দাদা ও কথা শোনার পর বলে দেবীকে—মানিককে নিয়ে পালিয়ে যা। বলিস তো আমি একটা ঘর দেখে দেবো। আমিও তোর বৌদিকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছি। তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে।

দাদার সকল কথা বৌদি শুনতে পেয়েছে। ঘরে ঢুকেই দাদাকে একহাত নিয়ে বলে—বোকার মতো কথা বলো না। চাঁদ-তারা-ফুল মেয়েছেলে নিয়ে আছ, থাকো তোমার বাস্তব বুদ্ধিসুদ্ধি আছে আমাদের পারিবারিক পরিবেশ, আর ওদের পারিবারিক পরিবেশ কি এক? পালালেই হল। দেবী না হয় পালালো। কি হবে ওর দুটো ছোটবোনের। ওদের কে সাহায্য করবে। মার তো ঐ বয়স। এক সপ্তাহ ডিউটি পায় তো. তিন সপ্তাহ ডিউটি পায় না। তাও তো দেবী টিউশনি, নাটক করে ঘরে কিছু আনে। দেবী চলে গেলে ওদের কি হবে। এসব ভাবতে হবে না।

এইসব কথা নির্মলা বৌদি আস্তে আস্তে একটু একটু করে থেমে থেমে বলেছে, যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নিখুত নিপুন ঘর সাজায় ঠিক তেমনি করে বুদ্ধিশানিত

কথাগুলো টানটান গলায় বলেছে। কথাগুলো শুনে দেবী একটু গম্ভীর হয়ে যায়। দেবী এবং রমেন দাসগুপ্ত দুজনেই চুপ করে যায়।

নির্মলা বৌদি ইতিমধ্যে দেবীর পাশে বসে পড়েছে। বসেই আবার শুরু করেছে— দেখ দেবী তোর মা আমাকে সব বলেছে। তোর মার কথাগুলোও ভাবতে হবে। পঞ্চাশবছর এমন কিছু বয়স নয়। এখন সত্তর আশি লোকে বাঁচে। তাছাড়া তোর মা পাত্র দেখে এসেছে হাবড়ায় গিয়ে। স্বাস্থ্য ভাল। এক ফোটাও ভুঁড়ি নেই। দেখলে মনে হয় না পঞ্চাশ। ভাল ব্যবসা। অঢেল পয়সা। তুই তো সুখে থাকবি। তোর দুবোন মা এরাও সুখে থাকবে। তোর মাকে আর আয়ার কাজ করতে হবে না।

দেবী চুপ করে আছে। দেবীর সুন্দর ফরসা মুখটা সদ্য ফোটা সাদাফুলের মতো হাসি মাখানো থাকে। এখন সেই সাদাফুল মুখ থেকে ঝরে গেছে। বৌদি আবার রান্না ঘরে যায়, দেবীকে বসতে বলে। ভাতটা নামিয়ে ফিরে আসে। বলে, আরেকটা কথা তোর মা আমাকে বলতে বারণ করছে। তবু বলছি, পোষ্টাপিসে তোর মার নামে কিছু টাকা ফিক্সড করে দেবে বলেছে। তোকে এতো পছন্দ হয়েছে পাত্রের। এখন কি করবি ভেবে দেখ। জীবনটা ছেলেখেলা নয়। আর জীবনটা তোর একার নয়! তোর জীবনের সাথে আরও তিনটে জীবন বাঁধা আছে। তুই যদি একটা ভাল চাকরী পেতিস, তাহলে তোর এই বৌদি আজ এতোগুলো কথা তোকে বলতো না। বলতো, তুই মানিককেই বিয়ে। আরও বলতো, বিশ্বের পিছনে ঘুরে ঘুরে তোর লাভ হবে না। ও একটা বাজে ছেলে। মেয়েদের ও ভোগের বস্তু বলেই জানে। সম্মান দিতে জানে না। সম্ভ্রম দিতে জানে না।

দেবীর আর শুনতে ভাল লাগছে না। বলে চলে যায়। দাদাকে চা করে দিতে ভুলে যায়।

চোদ্দ ॥ আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে

ঐ ঘটনার পর, শুভেন্দুদার বাড়িতে বিশ্বের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঘটনার পর দেবী নাটক ছেড়ে দিয়েছে। শুভেন্দুদা নাটক সম্পর্কে একটা বই দেবীকে পড়তে দিয়েছিল। সেই বইটা দেবী সম্পূর্ণ পড়ে উঠতে পারে নি। আজ সে বইটা ফেরত দিতে যাচ্ছে, শুভেন্দুদার বাড়িতে। তাছাড়া যাত্রা দেবী আর করবে না, এই কথাটাও সে বলতে যাচ্ছে শুভেন্দুদাকে। কথাটা বিশ্বকে বলতে বলেছিল, কিন্তু দেবী বিশ্বকে আর বিশ্বাস করে না। বিশ্ব শুভেন্দুদাকে নাও বলতে পারে। এসব ছাড়াও শুভেন্দুদাকে

দেবীর ভাল লাগে। শুভেন্দুদার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহার দেবীকে আকর্ষণ করে। সমাজে এখনও, দেবী মনে করে কিছু পুরুষমানুষ আছে। যাদের প্রতি নারীরা আকর্ষণ বোধ করে। তা সেই পুরুষ যুবকই হোক, আর বয়স্কই হোক। শুভেন্দুদা সে রকম এক পুরুষ দেবীর কাছে। অথচ জয়া বৌদি শুভেন্দুদাকে অবহেলা করে, অবিশ্বাসের কাজ করে। দেবীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি সেদিন। জয়া বৌদির সাথে বিশ্বের একটা ভালবাসার সম্পর্ক আছে কিনা দেবী জানে না, তবে নিশ্চিত ওদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক আছে। থাকলেও কিন্তু শুভেন্দুদার প্রতি জয়াবৌদির অবহেলা আছে কিন্তু কর্তব্যের সামান্যতম ত্রুটি নেই। শুধু শুভেন্দুদা কেন, সংসারের প্রতিও জয়া বৌদির কর্তব্যের কোন ত্রুটি নেই। ছেলেকে স্কুলে পাঠানো, পড়ার দিকে নজর রাখা, অফিস হয়ে গেলেই বাড়ি ফেরা, শুভেন্দুদার স্বাস্থ্যের দিকে খাবারের দিকে নজর রাখা। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য,—সবই ঠিকঠাক বজায় রেখেছে জয়াবৌদি। শুভেন্দুদা পছন্দ না করলেও সিঁথিতে সিঁদুর পরাকে, হাতে মোটা শাঁখার সাথে শুধুমাত্র একটি সোনার বালা পরাকে জয়াবৌদি সেকেলে মনে করে না। বিবাহিত নারীর সৌন্দর্যের সম্ভ্রমের অলংকার মনে করে।

আচ্ছা জয়াবৌদি, তুমি যখন বিশ্বদার সাথে এক বিছানায় সঙ্গমে লিপ্ত থাকো, আমার জানিতে ইচ্ছা হয়, তখন কি তুমি হাতের মোটা শাখা দুইটি খুলিয়া রাখো? সিঁথি হইতে সিঁদুর তুলিয়া ফেলো? তোমার ঐ শরীরের নেশা তোমাকে কি অন্য-রকম আনন্দ দিয়া থাকে? শুভেন্দুদার নিকট হইতে যে আনন্দ পাও উহা কি তাহা হইতে ভিন্ন? আমিও তো বিবাহ করিব, সেইজন্য আমার জানিতে ইচ্ছা হয়।

মন থেকে এরকম ভাবনা সরে যেতেই দেবী নিজের কাছে ফিরে এসে ভাবে, না না, জয়াবৌদি সম্পর্কে এরকম ভাবনা ঠিক নয়। আমি তো নিজের চোখে দেখিনি বিশ্বদার সাথে জয়াবৌদির সম্পর্ক, যেরকম দেখেছিলাম সোনামাসির সাথে মিনতির অসভ্যতা। অনুমান করে সত্য যাচাই করা উচিত না। অনুমান নির্ভর চিন্তাভাবনা দিয়ে নিজেকে সাবধানে বা সতর্কে রাখা উচিত মাত্র।

একসময় দেবী চলে আসে শুভেন্দুদার ফ্ল্যাটে।

কলিং বেল বাজায়। ভেতর থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া যায়—কে? শুভেন্দুদার গলা দেবী বুঝতে পারে। দেবী বুঝতে পারে, শুভেন্দুদার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়। তাছাড়া ওভাবে গলায় আওয়াজ করে শুভেন্দুদা কোনসময় দরজা খোলেন না।

দেবীও সামান্য উঁচু পর্দায় গলার স্বর তুলে বলে—আমি দেবী।

বলামাত্রই দরজা খোলে না। একটু পরে খোলে। দেবী দেখে শুভেন্দুদা টলছে এবং বলছে—ভেতরে এসো মা। দেবী শুভেন্দুদাকে ধরে নিয়ে ডিভানে বসিয়ে দেয়। সেসময় শুভেন্দুদা বলেন—আমি ঠিক আছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসো।

ডিভানের সামনে টি-টেবিলে মদের বোতল গ্লাস। শুভেন্দুদার বাড়িতে ফ্রিজে সবসময়ই একটা না একটা মদের বোতল মজুদ থাকে। কখনও জয়াবৌদি কিনে আনে, কখনও শুভেন্দুর কিনে আনে দেবীও একদিন শুভেন্দুদার বাড়িতেই জীবনে প্রথম মদ টেস্ট করেছিল। বিশ্বই খাইয়েছিল, জয়া বৌদি ছিল। শুভেন্দুদা ছিল না। দেবী সামান্য খেয়েছিল। জয়াবৌদি ও বিশ্বদা ভালোই পান করেছিল। জয়াবৌদি তো বিশ্বকে জড়িয়ে ধরে বিশ্বদার গালে চুমু খেয়েছিল। ঐ দৃশ্য দেবী সহ্য করতে পারে নি। দেবী চলে এসেছিল। রাস্তায় শুভেন্দুদার সাথে দেখা হয়েছিল। সেদিন বলেছিল—আপনার বাড়ি থেকেই ফিরছি। বিশ্বদা আছে বৌদির সাথে মদ খাচ্ছে। কথাটা শুনে শুভেন্দুদা হেসেছিল। ঐ হাসিতে আপোস ছিল। রাত আটটায় রাস্তায় নিয়নের আলোয় দেবী শুভেন্দুদার হাসি দেখেছিল। সেই হাসির মধ্যে বেদনা ছিল। দেবী সেটা বুঝেছিল। আজ ঘরে কেউ নেই। শুভেন্দুদা মদ খাচ্ছেন, তিনি একা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শুভেন্দুদার সামনে এসে দাঁড়ায়। নাটকের বইটা শুভেন্দুদার হাতে দিয়ে বলে—বইটা দিয়ে গেলাম। আমি আর যাত্রা করবো না। নাটকের বইটা শুভেন্দুদার হাত থেকে পড়ে যায়। বলেন শুভেন্দুদা—তোকে সমীর যাত্রায় আর নেবে না আমি জানতাম ও শালা—একটা আস্ত শুয়োরের বাচ্চা। পেটের দায়ে আমি কত যাত্রায় কাজ করি। আমার ছেলেটাকে এক বড় নাট্যকার বানাবো। দেবী বইটা তুলে টেবিলে রাখে। টেবিলের সামনে দেয়াল। দেয়ালে টাঙানো লেনিনের ছবি। পাশে স্তানিভস্কি-র ছবি। দেবী বলে—বইটা সম্পূর্ণ পড়া হয় নি। আমি এবার বিয়ে করবো শুভেন্দুদা। নাটক যাত্রা কিছুই আর করবো না। জীবনে তো অনেক কষ্ট করলাম। এবার একটু সুখে থাকতে চাই। সুস্থভাবে বাঁচতে চাই। আশীর্বাদ করুন শুভেন্দুদা।

– কাকে বিয়ে করছো, বিশ্বকে না মানিককে?—বলেই বিড়ি ধরায়, বিড়ি টানে। ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর শোনার অপেক্ষা না করে পুনরায় বলে—ওরা কেউ তোমাকে সুখে রাখতে পারবে না।

—ওদের মধ্যে একজনকেও না—দেবী বলেই মদের বোতল আর গ্লাস তুলে নেয়।

শুভেন্দুদা চেঁচিয়ে বলে—করছো কি ? আর মাত্র দুপেগ টানবো।

দেবী রাগের স্বভাব নিয়ে বলে—না, শুভেন্দুদা আর নয়—বলেই ও ঘরে গিয়ে ফ্রিজে রেখে রেখে আসে। জয়াবৌদি থাকলে দেবী এ বাড়িতে সহজ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। শুভেন্দুদা থাকলে পারে।

রেখে এসে বলে—শুভেন্দুদা আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি যেন সুখে থাকতে পারি।

শুভেন্দু, বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বলে—আমি তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। তুই সুখে থাকবি ! তোর মতো একটা মেয়ে পেলে, আমি নাটক করে বঙ্গদেশ জ্বালিয়ে দিতাম। কিন্তু তোকে তো আমি কিছু দিতে পারবো না। তোর উপর নির্ভর করে আছে মা আর তোর দুবোন। অথচ আমি নাটক চাই, জ্বালাময়ী নাটক। চুলোয় যাক আমার বৌ আর বিশ্ব, যা খুশি, তোরা করগে। আমি জীবনে একটি নাটক করে যেতে চাই, যা বঙ্গদেশের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিতে পারে—বলেই টলতে টলতে ও ঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে মদের বোতল বের করে আনে।

দেবী বলছে—আবার ! ঠিকাছে আমি ঢেলে দিচ্ছি। দিন আমাকে।

শুভেন্দুদার হাত থেকে বোতল নিয়ে শুভেন্দুদাকে ডিভানে বসিয়ে গ্লাসে সামান্য ঢেলে দেয়। শুভেন্দু সেটা পান করে বলে—আমার পাশে বোস মা।

দেবী, শুভেন্দুদার পাশে ডিভানে বসে।

বসতেই দেবীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে চিৎ হয়ে। দেবীকে বলে—আমার চুলে আঙুল বুলিয়ে দে মা।

দেবী শুভেন্দার একরাশ শ্যাম্পুকরা পরিচ্ছন্ন কালোচুলের ভিতর সরু সরু লম্বা নেলপালিশপরা ফরসা আঙুল ঢুকিয়ে নরম হাতে চুলগুলো বুলিয়ে দেয়।

চোখ বুজে দুটো হাত শুভেন্দুদা মৃদু হাওয়ায় দোল খাওয়া ঘাসের মতো কণ্ঠস্বরে বলে—আমার মা তোর মতো ওভাবেই চুলে হাত বুলিয়ে দিত। ধীরে ধীরে রবীন্দ্র সংগীত গাইত। মা ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের, তারপর টান টান গলায় রবীন্দ্র সংগীত :

মা, আমি তোর কী করেছি
শুধু তোরে জন্ম ভ'রে মা বলেরে ডেকেছি।।

... ...

আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম কোলে যেতে
সন্তানেরে কোলে তুলে নিলি নে।

টান টান ভরাট গলায়, তির্ তির্ স্বরে ধীর লয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে যখন এই গান গাইছিল শুভেন্দুদা তখন দেবীর চোখদুটো ছলছল করছিল ! আর ইচ্ছে হচ্ছিল শুভেন্দুদার পাশে থেকে তার ভেতরটাকে জাগিয়ে তুলতে ভীষণ ভাবে ইচ্ছে করছে শুভেন্দুদাকে ভালবাসতে, শুভেন্দুদাকে প্রেম করতে, এরকম একজন প্রতিভাবান পুরুষ কি অবহেলিত হচ্ছে তা ভাবতে গিয়ে দেবী দুঃখ পায়, বেদনা বোধ করে। কিন্তু শুভেন্দুদার চোখে মুখে একফোঁটা কামনার চিহ্ন, একফোঁটা প্রেমের চিহ্ন দেখতে পায় নি দেবী। শুধু দেখতে পায় স্নেহের প্রবাহ। প্রচণ্ড আবেগে দেবীকে 'মা' বলে ডাকে। আবার যখন সজ্ঞানে ফিরে আসে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। কিন্তু কখনও প্রেমের অভিনয় করে না। শুভেন্দুদা যা করে সেখানে কোন রকম অভিনয় নেই, আছে স্বাভাবিকতা।

গানটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। নেমে আসতে একসময় শুভেন্দুদার গলায় গানটা থেমে যায়। শুভেন্দুদা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বালিশ টেনে নিয়ে, বালিশের উপর মাথাটা রেখে সযত্নে দেবী নিজেকে সরিয়ে আনে। সামান্য সময় শুভেন্দুদার সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুদাকে দেখে। সে সময় শুভেন্দুদার মুখে লুকিয়ে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছে দমন করতে পারলো কি পারলো না তা বুঝতে পারার আগেই দেবী শুভেন্দুদার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এবং সেসময় বিড় বিড় করে বলে—বিদায় শুভেন্দুদা। তুমি আরও বড় নাট্যকার হও, আরও বড় নাট্য-পরিচালক হও। চলি শুভেন্দুদা। ফ্ল্যাটের বাইরে দেবী। বাইরে থেকে দরজাটা একটা বিশেষ কায়দায় টানলে ভেতরের ছিটকানিটা পড়ে যায়। দেবী সেটা জানে।

পনের ।। ভালবাসার প্রবল ইচ্ছায় অবৈধ সঙ্গম বৈধ হয়ে যায়।

মানিককে নিয়ে বন্ধুর ফ্ল্যাটে এল দেবী সকাল দশটায়। আগেই বলা ছিল বন্ধু চন্দনাকে। বলা ছিল মানিককে নিয়ে যাবে এবং সারাদিন মানিককে নিয়ে কাটাবে। চন্দনা দেবীর এই দাবি মেনে নিয়েছিল। চন্দনার সাথে দেবীর বন্ধুত্ব হয় সোনা মাসির নার্সিং ইউনিয়নে; পরে এই চন্দনা বিভাসকে বিয়ে করে এবং এক ঘরের ফ্ল্যাটে চলে আসে। বিভাস কলকাতার পুরসভার কাজ পাবার পর চন্দনা আয়ার কাজ ছেড়ে দেয়। দেবী যখন আয়ার কাজ করতো তখন চন্দনাকে সে পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়েছিল। যেদিন চন্দনা রেজিস্ট্রি অফিসে যায় দেবীকে নিয়ে সেদিন চন্দনা টাকা ফেরৎ দিতে চেয়েছিল। দেবী নেয় নি, বলেছিল—তোর বিয়েতে

আমার সামান্য প্রেজেনটেশন।

রেজেস্ট্রি হয়ে যাবার পর রেণ্টুরেণ্টে খাওয়া দাওয়া হয়। বিভাসের বন্ধু ছিল দুজন। সে সময় চন্দনা বলেছিল—মানিককে নিয়ে এলে পারতিস। তোকেও তো একদিন রেজিষ্ট্রি অফিসে আসতে হবে। আমি সেদিন যাব বিভাসকে নিয়ে। দুজনে সাক্ষী দেবো। দেবী ঐ কথা শুনে সেদিন হেসেছিল।

চন্দনা আবার বলেছিল—আমরা ফ্ল্যাটে যাবো শিগ্‌গির। তখন মানিককে নিয়ে যাস।

আজ দেবী মানিককে নিয়ে এসেছে চন্দনাদের ফ্ল্যাটে, পাইকপাড়ায়। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে চন্দনা মানিক এবং দেবীকে ঘরে নিয়ে যায়। ওদের দেখে চন্দনা অবাক হয় না। কারণ এই দিনেই ওদের আসার কথা ছিল। বিভাস অফিসে বের হবে, জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে।

দেবী বলে—বিভাসদা, এই মানিক।

মানিক নমস্কার করে। চন্দনা পাশে দাঁড়িয়ে মানিককে দেখছে। পাশে দেবী খাটে বসে চারদিকটা চোখ বুলিয়ে বলে—কি সুন্দর ঘর সাজিয়েছিস। জানো ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে, ঘরটারও নতুন বিয়ে হয়েছে। চন্দনা দেবীর কথা শুনছে না। মানিককে দেখছে, তারপর একটা চেয়ার টেনে এনে বলে—বোসো।

বিভাস বেরোবার আগে—আপনারা গল্প করুন। খাওয়া দাওয়া করুন। আমি বেরুচ্ছি। আবার দেখা হবে। বলে বিভাস বেরিয়ে যায়। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিভাসকে বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ করে চন্দনা।

মানিক আজ অফিস যায় নি। যেতে দেয় নি দেবী। বলেছিল, মানিক একটা দিন প্লিজ, একটা দিন আমি তোমার সাথে সারাদিন কাটাতে চাই।

অবাক মানিক দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সেদিন। বলেছিল—কি করে সম্ভব?

দেবী উত্তর দিয়েছিল—আমার বন্ধু চন্দনা। ওর বাড়িতে। চন্দনা থাকবে না কথা দিয়েছে। আমরা গেলে ও চলে যাবে বাপের বাড়ি। বিকেলে ফিরবে। ও এলে আমরা চলে যাবো ওর ফ্ল্যাট থেকে। কি যাবে তো?

অবাক মানিক দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল আরও একবার। বলেছিল—বিয়ের আগে এভাবে কেউ থাকে না। লোকে বলবে কি? আমিই বা নিজের আদর্শের কাছে কি উত্তর দেবো দেবী?

দেবী সেদিন বলেছিল—লোক বলতে তো আমি আর তুমি। এ ছাড়াতো

দুনিয়ায় আর কেউ জানবে না। আর অনুমান করবে চন্দনা। চন্দনার জানাটা ঠিক জানা হবে না। আর আদর্শ, তোমার সব আদর্শ তো আমাকে ঘিরে। তাই না মানিক?

মানিক সেদিন অবাক হয়েছিল। যখন শুনেছিল দেবী ওকে আর মানিকদা ডাকছে না। শুধু মানিক ডাক শুনে মানিকের শরীরের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। তবু মানিক বলেছিল—তা কেন? আমার আদর্শ সব তোমাকে ঘিরে হবে কেন? তবে এটা ঠিক তুমিও আমার একটা আদর্শ।

দেবী মানিকের কথাটা লুফে নিয়ে বলেছিল—তাহলে? তাহলে বল, মানিক, তুমি যাবে আমার সাথে একদিন চন্দনার ফ্ল্যাটে?

মানিক তখন একটু হেসে বলেছিল—যাবো। তবে কেন তুমি এরকম জেদ করছো বুঝতে পারছি না। তবে দেবী, এই বিশ্বাস নিয়েই যাবো, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

দেবী আনন্দের আতিশয্যে সেদিন মানিককে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। কিন্তু আসল কথাটা মানিককে বলেনি সেদিন। চেপে গিয়েছিল।

আজ দেবী বলবে মানিককে। আজ সে চন্দনার ফ্ল্যাটে মানিককে নিয়ে আসতে পেরেছে। আজ সে সুন্দর সেজেছে। এমনিতেই দেবী সুন্দর। তার উপরে সাজলে ফিল্মের নায়িকাদের মতো লাগে। দেবীর সুন্দর সাজ দেখে চন্দনা বলে—তুই কিন্তু দেবী তোর ঐ সুন্দর শরীরটা ভাঙ্গিয়ে খেতে পারতিস। কেন যে মানিকদাকে বিয়ে করে জীবনটাকে নষ্ট করছিস? আমার যদি তোর মতো ঐ সুন্দর চেহারাটা থাকতো তাহলে বিভাসকে বিয়েই করতাম না। নাটক করতে করতে ফিল্মে যেতাম। নাম-যশ-অর্থ এসব নিয়ে থাকতাম।

দেবী মুখে আঙ্গুল দিয়ে বলে—চুপ। কি সব যা তা বলছিস। মানিক ওসব কথা পছন্দ করে না। শুনতে পাবে।

চন্দনা জানায়—মানিক বাথরুমে।

দেবী খাটে শুয়ে বলে—বাঁচা গেল। তোকে কে বললে আমি মানিককে বিয়ে করছি? আমি তো মানিককে বিয়ে করছি না।

চন্দনা অবাক হয় দেবীর কথা শুনে।

দেবী আবার বলে—আমি যদি মানিককে বিয়েই করতাম, তাহলে দুপুর কাটাতে ওকে নিয়ে এখানে আসতাম না। বিয়েই যদি করবো তাহলে ওর সাথে বিয়ের

আগে শুয়ে বিয়ের চার্মসটা নষ্ট করবো কেন ?

চন্দনা আরও অবাক হয়ে বলে—তাহলে কি ব্যাপার তোর ? আমাকে অন্তত খুলে বল।

দেবী বিছানা থেকে উঠে বসে। বলে—এখন নয়, পরে। তুই এখন বাপের বাড়ি যা। ঠিক চারটের মধ্যেই চলে আসবি। খেয়ে যাবি ? না কি বাপের বাডি খাবি ?

মানিক বাথরুম থেকে বের হতেই দেবীর কথাটা শুনতে পায়।

মানিক বলে—কেন ?

চন্দনা উত্তর দেয়—আমার একটু বাপের বাড়ি জরুরী কাজ আছে। না গেলে বিভাস রাগ করবে। আমাকে যে তই হবে। আপনাদের রান্নাবান্না করে দিয়ে গেছি। নিজের বাড়ির মতো থাকুন। আমি চারটের মধ্যেই এসে যাব।

দেবী ও মানিক টি. ভি দেখে। চন্দনা অন্য ঘরে পোষাক পাল্টায়। মানিক টি. ভি, থেকে চোখ না সরিয়ে বলে—কি ব্যাপার বলতো দেবী ? চন্দনা চলে যাচ্ছে। আমি তুমি একমাত্র দুজনে এখানে থাকবো ? বিয়ে থা করিনি।

দেবীর ঠোঁটে এখন যে সামান্য হাসিটা ফুটে উঠলো, সেই হাসিতে কিন্তু শয়তানি বা দুষ্টামি ছিল না।

দেবী বলে-কেন আমার সাথে থাকতে তোমার আপত্তি আছে ?

মানিক উত্তরে বলে—না, আপত্তি থাকবে কেন। তবে জানাজানি হলে লোকে কি ভাববে ? এটা তো ঠিক না।

দেবী মানিকের আরও কাছে বসে—লোকে মানে তো আমরা চারজন। তুমি আমি চন্দনা, চন্দনার বর। চন্দনা আর চন্দনার বর কোনদিন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আজ আমরা দুজনে এনজয় করবো।

মানিক স্বাভাবিক হেসে বলে—সে তো বুঝতে পারছি। এটা বিয়ে করে করলে হোত না !

দেবী দ্রুত উত্তর দেয়—না হোত না।

মানিক দেবীর দিকে তাকিয়ে—কেন ?

দেবী মানিকের দিকে তাকিয়ে—সেটা তোমাকে আজ বলবো বলেই এখানে এসেছি।

চন্দনার পোষাক পাল্টানো হয়ে গেছে। বাপের বাড়ি যাবার হলে চন্দনা বেশি সাজগোজ করে না। সামান্য একটু ল্যাকমের কমপ্যাক্ট গালে মেখে বেরিয়ে যায়।

যাবার আগে বলে—যাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে রাখবি।

চন্দনা ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যায়। দেবী দরজা বন্ধ করে চলে আসে মানিকের কাছে, দ্রুত মানিক জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

মানিক প্রস্তুত ছিল না। বলে—ছাড়ো ছাড়ো। এই কি হচ্ছে ? বলেই ছাড়াবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে বিছানায় পড়ে যায়। ফলে দুজনেই খাটে জড়ানো অবস্থায় গড়াগড়ি খায়। কিছুক্ষণ পর ছাড়াছাড়ি হলে মানিক—দেখ দেবী তোমাকে আমি অনেকদিন দেখে আসছি। তোমাকে কোনদিন আমার প্রতি চপল হতে দেখিনি। কি ব্যাপার বলো ?

দেবী উত্তর দেয় না। স্নান করবার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

মানিক থামে না বলে—আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি। আর এও জানি, ভালবাসতে পারলেও বিয়ে করতে চাও না। দেখতে অসুন্দর এমন পুরুষকে ভালবাসা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না।

চলাফেরা করতে করতেই দেবী উত্তর দেয়—আমি তো মনে করি ভালবাসার পরিণতি বিয়ে নয়। ঠিক যেরকম আমি মনে করি, বিয়ের পরিণতি ভালবাসা নয়। যদি মনে কর মানিক, আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবো, তাহলে কি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা থাকবে না ? আমি মনে করি থাকবে, বেশি করে থাকবে।

মানিকের মনে সন্দেহ ঘনায়। সেমত সে বলে, তুমি কি তাহলে অন্য কাউকে বিয়ে করছো।

এ প্রশ্নের জবাব দেবী চট্‌জলদি দেয় না। চুল খুলে চুল আঁচড়ায়। মাথার চুলে তেল মাখে। এক সময় মানিকের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—তোমার সাথে আমার বিয়ে হোক মা চায় না, আমিও মার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না। যদি একটা চাকরী পেতাম, যথার্থ চাকরী, তাহলে মার কিছু বলার ছিল না। তখন আমার বলার থাকতো। আমি তোমাকে অবশ্যই বিয়ে করতাম। আমার চাকরীর টাকায় মাকে সাহায্য করতাম।

তুমি যা বেতন পাও তাতে দুটো সংসার টানা যায় না। তাছাড়া তোমার মা সেটা মেনে নেবেন কেন ? মানিক চুপ করে থাকে। দেবীর চলাফেরা দেখে। তোয়ালে নিচ্ছে, তেল মাখছে, চিরুনী থেকে চুল পরিষ্কার করছে। শালোয়ার কামিজ ছেড়ে চন্দনার শাড়ি পরে। সবই মানিকের সামনে। মানিক অবাক হয়। কিছু বলে না, শুধু দেখে। দেবীর প্রতি একটা ভয়ানক জৈব আকর্ষণ তিল তিল করে গড়ে উঠেছে মানিকের শরীরে। দেবী বাথরুমে চলে যায়। মানিক জামা-

গেঞ্জী খুলে খালি গায়ে খাটের উপর শুয়ে দৈনিক পত্রিকায় চোখ রাখে। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। দেবীর কথা ভাবে। দেবী ঠিকই বলে। সম্মানজনক একটা চাকরী দেবী পায় নি। হয়তো দেবীর মতো মেয়েরা পায়ও না। সামান্য মাধ্যমিক পাশ। ওতে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের চাকরী জোটে না। চাকরীর নাম করে ওর সুন্দর চেহারাটা নিয়ে সবাই লোফালুফি করতে চায়! আর আছে পরিশ্রমের কাজ। হয় কারখানায়, না হয় বই বাঁধাই, অথবা প্রেসে কম্পোজ, ব্লাউজ সেলাই, পেন সেটিং এরকম নানারকম কাজ। অল্প বেতন, পরিশ্রম বেশি। দেবীর উচ্চমধ্যবিত্ত মন ঐ সব কাজ পছন্দ করে না। দেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

তোয়ালে ঢাকা শরীর। ভেজা কালো চুল ছড়ানো। টপ্ টপ্ স্নানের জল পড়ছে অর্ধেক খোলা পিঠে! মানিক তাকাতে পারছে না, লজ্জা পাচ্ছে, তবু তাকাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর মতো সহজভাবে দেবী ঐ অবস্থায় মানিকের কাছে এসে বলে—প্যান্টটা ছাড়ো। বলেই চন্দনার স্বামীর একটা টেরিকট লুঙ্গি মানিককে ছুঁড়ে দেয়। লুঙ্গিটা লুফে নেবার সময় কেড়ে নেয় দেবীর একটি স্তন। মানিক ভাবে, কুমারী স্তন এতো সুন্দর হয় যেন একটা উপুর করা একটা সোনার গোল মাঝখানে গোলাপী বড় টিপ।

পুনরায় দেবীর প্রতি একটা ভয়ানক জৈব আকর্ষণ তিল তিল করে গড়ে উঠছে মানিকের শরীরে।

মানিক লুঙ্গিটা লুফে নিয়েই উঠে পড়ে। দেবী ইতিমধ্যে অন্য ঘরে চলে গেছে?

সে ঘর থেকে দেবী বলছে—সময় বড্ড দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে মানুষের স্বভাবকে।

মানিকের প্যান্ট ছাড়া হয়ে গেছে। সে বলছে—হঠাৎ আবার সময়ের কথা কেন।

ও ঘর থেকে দেবী—ধর আমি অন্য কাউকে বিয়ে করি। সে বড়লোক, তার প্রচুর পয়সা, একবার বিয়ে করেছে, তারপর বৌ মারা গেছে, বয়স হয়েছে। বলতে বলতে দেবী চন্দনাদের শোবার ঘরে চলে আসে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়ায়। একটু দূরে মানিক দাঁড়িয়ে মাথায় তেল ঘসছে।

দেবী বলতে থাকে—তাদের কোন সন্তান নেই, সে আবার বিয়ে করতে চায়। মনে কর আমাকেই সে বিয়ে করতে চায়। আর আমি দেখছি, ঐ লোকটাকে বিয়ে করলে আমি আমার দুবোনকে বিয়ে দিতে পারবো। মাকে ঐ নোংরা কাজ থেকে সরিয়ে আনতে পারবো—

দেবী আয়নার ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করে, পেছনে মানিক নেই। মানিক বাথরুমে

চলে গেছে।

দেবীর মাথার উপর ফুলস্পিডে পোলার ঘুরছে। পিঠের উপর ভিজে ছড়ানো চুল শুকোচ্ছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে, চন্দনার ঘরটাকে গোছগাছ, ছিমছাম পরিপাটি করে দেবী এবং মানিকের বিছানায় আসতে দুপুর উতরোয়। তবু একটা কাকের ডাক শোনা যায়।

দেবী মানিকের পাশে শুয়ে বলে—বলতে শুরু করেছি, আর তখনি সবটা না শুনে বাথরুমে চলে গেলে। আর এতোক্ষণ কোন কথা না বলে চন্দনাদের ফ্ল্যাটের প্রশংসা, রান্নার প্রশংসা করে যাচ্ছো। একবারও জানতে ইচ্ছে হয়না আমি এখানে তোমাকে কেন নিয়ে এলাম।

মানিক এই প্রথম সহসা দেবীকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে—আমি জানি দেবী তুমি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ। তোমার শরীরে আমার ভালবাসার ফুল ফোটাতে। তোমার সাথে হাবড়ার এক কাঠের ব্যবসায়ীর বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি তাও জানি।

দেবী অবাক হয়। প্রশ্ন করে—এতো কথা তুমি জানলে কি করে? আমি তো তোমাকে কোন কথা বলিনি। মানিক দেবীর ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে—আর শুনবে? তুমি ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে করবে না। রেজিস্ট্রারি করে বিয়ে করবে। তারপর তোমার ব্যবসায়ী বর একটা বড় ধরনের ভোজ দেবে। ঠিক কি না।

দেবী শাড়ি খুলে ফেলে বলে—সবই ঠিক। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? কে তোমাকে বলেছে।

মানিক গেঞ্জী খুলে ছুঁড়ে দেয়—কে বলেছে শুনলে তুমি চমকে যাবে? তার চেয়ে বরং আমরা এখন যা করছি করি। বলেই মানিক দেবীর ব্লাউজ ধীরে ধীরে শরীর থেকে খুলে নেয়। একবার কালো ব্রা-পরা দেবীর শরীরটাকে দেখে। দেবী মানিকের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে—কি দেখছো?

মানিক উত্তর দেয় শান্ত গলায়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে গড়া দেবী মূর্তিকে দেখছি।

দেবী মানিকের বুকে মাথা গুঁজে বলে—কে সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী?

মানিক দেবীর পিঠে হাত রেখে বলে—ঈশ্বর।

দেবী বলে—তুমি আবার কবে থেকে আস্তিক হলে।

মানিক দেবীর ব্রেসিয়ারের হুক খুলতে খুলতে—সৌন্দর্য কখনও কখনও মানুষকে

ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তোলে মানিকের প্রতিটি কথা শুনে আজ দেবীর মনে হচ্ছে, মানিক কত সুন্দর, মানিক অতীব সুন্দর। সৌন্দর্য যে মনের জিনিষ অনুভবের জিনিষ এবং কালো কুৎসিত দেহকে ছাড়িয়ে যায় সেটা আজ দেবী বুঝতে পারলো।

ওরা যে কখন নগ্ন হয়ে যায়, ওরা বুঝতে পারে না।

চোখ খুলে দেবী মানিকের মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নগ্ন কালো শরীরটার দিকে তাকিয়েছিল এবং বুঝেছিল, মানিক আর রোগা নেই। পাঁজরের হাড় গোনা যায় না। একটা ছিপছিপে শক্ত সামর্থ ধারাল চেহারা তার সামনে। তারপর চোখবুজে দেবী সঙ্গমসুখে স্বর্গনিবাসী হয়।

বিকেল চলে এসেছে। চন্দনাদের ব্যাটারি চালিত দেয়াল ঘড়িতে একটা চোখ চারটের ঘর পেরিয়ে গেছে। সারা ঘড়িতে শুধুমাত্র একটা চোখ ঘুরছে। চন্দনা পাঁচটায় ফিরবে। দেবী এবং মানিক যে পোষাকে এসেছিল সেটা পরে নিয়েছে। দেবী পা ছড়িয়ে খাটে বসে আছে। পাশে চেয়ার টেনে মানিক বসেছে।

দেবী বলছে—চা খাবে? করবো?

মানিক উত্তর দেয়—চন্দনা আসুক।

ঘরের চারদিকে একটা নীরবতা ছড়ানো ছিল। বাইরের গাড়ির আওয়াজ মাঝে-মধ্যে ঢুকে পড়ছে ঘরে। ওদের কথাবার্তার তেমন তেজ ছিল না। মাঝেমধ্যে টুপটাপ শব্দ ঝরে পড়ছিল ওদের মুখ থেকে।

দেবী শুরু করে—আমার বিয়ে সম্পর্কে কে বল্‌লে তোমায় এতো কথা? মানিক প্রশ্ন শুনে হাসে। কোনরকম ভনিতা না করে বলে—তোমরা তো একদিন মারধোর করে চন্দ্রাকে বের করে দিয়েছিল। দেবী উত্তর দেয়—মারবো না। পাড়ার ছেলেদের সাথে ইয়ারকি মারবে। কতবার বারণ করেছি, শোনে না।

মানিক ষ্টিলের জগ থেকে এক গ্লাস জল ভরে খায়। বলে—তোমরা তো ওকে খাওয়াদাওয়া নিয়েও মারধোর কর। তোমার মা-তো প্রায়ই ওকে হাতা দিয়ে, ঝাটা দিয়ে মারে?

—দাও—দেবী বলতেই পুনরায় আরও এক গ্লাস জল ভরে দেবীকে দেয়। জল পানের পর দেবীর কথা—মারবো না! খিদে পেলে ও সব খেয়ে নেয় কারোর জন্য কিছু রাখে না। কিছু কিনে আনতে বললে, পয়সার হিসেব দেয় না, খেয়ে নেয়। অভাবের সংসারে এসব চলে? কোনরকম আর ভূমিকা না করে মানিক সরাসরি জানিয়ে দেয়—আমি চন্দ্রাকে বিয়ে করছি।

মানিকের কথা দেবীর ভেতরে বিস্ময়ের ঝড় তোলে। দেবীর অনেক কথার, অনেক ভাবনার, অনেক কল্পনার ডালপালা ওলোট পালোট করে দিচ্ছে ঐ একরাশ বিস্ময়।

তারপর বলে—তুমি চন্দ্রাকে বিয়ে করছো।!

মানিক উত্তর দেয়—হ্যাঁ আমি। আমার মাও খুব খুশী। ইদানীং ও মা'র সংসারের কাজে সাহায্য করে। আমার অফিসের জামাপ্যাণ্ট কাচা ইস্তিরি করা চন্দ্রাই করে।

দেবীর ভিতরে ঝড় থেমে আসছে। বলে—তারপর! তারপর!

মানিক বলে যায়—আমার মাতো চন্দ্রাকে প্রায়দিন বলে, তুই আমার ঘরের বৌ হলে ভাল হয়।

এবার দেবী রেগে যায়। বলে—এতো জেনেও তুমি কি এটা ভাল করলে!

মানিক জানতে চায়—কোনটা আবার ভাল করলাম না। তোমার অমতে তো দেবী আমি কোন কাজ করি না।

দেবী মানিকের কাছে বসে বলে—এই যে দুপুর বেলায়, খাওয়ার পর, বিছানায় নগ্ন হয়ে ·····।

মানিক হাসে। হেসে বলে—হঠাৎ দুজনের ভালবাসার একটা সুস্থ সুন্দর আসঙ্গ লিপ্সা। আমি তো চন্দ্রাকে ভালবাসি না, ভালবাসি তোমাকে। তুমিও তো হাবড়ার ব্যবসাদারকে ভালবাসো না, ভালবাসো আমাকে। কি তাইতো।

দেবী উত্তর দেয়—হ্যাঁ ঠিক তাই।

মানিক পুনরায় বলে—তাহলে, ওসব বলছো কেন? আসলে আমরা তো আমাদের মতো করে বাঁচতে চাই।' সুস্থ সুন্দর ভাবে বাঁচতে চাই। আগামী দিনেও আমরা এইভাবে বাঁচবো। কর্তব্য ও ভালবাসা দিয়ে আমাদের ছোটখাটো স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবো।

দেবী মানিকের বুকে মাথা রেখে বলে—তুমি এতো ভাল কথা বলতে পারো আগে জানতাম না।

দেবীর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে চাপ দিতে দিতে মানিক বলে—জানবার চেষ্টা করলে কোথায়? ভালবাসার হাত বাড়াতে গেছিলে বিশ্বের কাছে। তারপর জীবন তোমাকে যেমনটি শেখাল তুমি তেমন শিখলে।

দেবী আর কথা বলে না। মানিক আর কথা বলে না।

আর পাঁচ মিনিট বাদেই বিকেল পাঁচটা বাজবে। চন্দনা আসবে, তিনজনে মিলে চা খাবে। তারপর দেবী এবং মানিক একসাথে বাড়ি ফিরবে। মানিক ঘরে ফিরে দেখবে চন্দ্রা মানিকের জন্য বসে আছে। দেবী ঘরে ফিরে দেখবে, কাকা দেবীর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য মার কাছে এসেছে।
